BANGLA POST Year: 22 ♦ Issue: 1064 ♦ Friday 22 August - Thursday 28 August 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

লেবার পার্টির এমএসপি কলিন স্মিথ গ্রেপ্তার

পোস্ট ডেস্ক : স্কটিশ লেবার পার্টির এমএসপি কলিন স্মিথকে শিশুদের অশ্লীল ছবি রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৫২ বছর বয়সী এই ব্যক্তি, যিনি ২০১৬ সাল থেকে দক্ষিণ স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করছেন, এই মাসের শুরুতে ডামফ্রিজের একটি বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হন। স্মিথকে স্কটিশ --১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেটে ২ হাজার কোটি টাকার পাথর লুট : ১৩৭ জন অভিযুক্ত

এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল/ আব্দুল হামিদ টিপু : সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটন কেন্দ্র সাদা পাথর নামে পরিচিত এলাকা থেকে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার পাথর লুট করে নিয়েছে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকা নেতারা। আর এই পাথর লুটের পর দেশ-বিদেশে চলছে আলোচনা সমালোচনা। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতিকে দল থেকে সাময়িক বহিস্কার করার মধ্য দিয়ে দলটি যেন তাদের দায়িত্ব সারে। এ নিয়ে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক দলটি সমালোচনায় আসলেও লন্ডনে থাকা দলীয় প্রধান এখনো কোন বক্তব্য কিংবা বিবৃতি প্রদান করেন নি। যার কারণে লুটপাটের বিষয়টি

এখন নানা ইঙ্গিত বহন করেই চলছে। ঘটনার পর বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হলে প্রশাসনের টনক নড়ে। তারা বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে স্তূপাকার করে রাখা কয়েক হাজার ফুট পাথর উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত পাথরগুলো সাদা পাথর পর্যটন এলাকায় ফেলে বিষয়টি শাঁক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। এনিয়ে সচেতন মহলে চলছে নানামুখি মন্তব্য।

এদিকে পাথর লুটের ঘটনায় সরকারী ভাবে গঠন করা কমিটি বুধবার তাদের তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে। একই দিন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার কোম্পানীগঞ্জে উপস্থিত হয়ে বলেছেন, পাথর লুটেরাদের নাম শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। অপরদিকে পাথর উদ্ধারের নামে লোক দেখানো প্রশাসনের অভিযান নিয়েও অনেকে বিরুপ মন্তব্য করে যাচ্ছেন। এই ঘটনার জের ধরে সিলেট থেকে বদলী করা হয়েছে জেলা প্রশাসক ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে। বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, গত চার মাস ধরে লুট করা হয়েছে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের পাথর। এই লুটের কথা সবাই জানত। কারণ, দিনদুপুরে চলেছে লুটপাট। এ নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তা জোরালো ছিল না। ফলে পাথর লুট ঠেকানো যায়নি।

সরেজমিনে দেখা যায়, সাদাপাথর পর্যটন কেন্দ্রে যেখানে বড় বড় পাথর ছিল, সেখানে এখন বিশাল বিশাল গর্ত। সব জায়গায় পাথর তুলে নেওয়ার চিহ্ন। প্রায় ৮০ শতাংশ পাথর লুট করা হয়েছে। ফলে সাদা পাথর পর্যটন কেন্দ্রের সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। পর্যটকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। --১৬ পৃষ্ঠায়

মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে ভোটার হতে পারবেন প্রবাসীরা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রবাসী বাংলাদেশিদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া সহজ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এখন থেকে প্রবাসীরা মেয়াদোত্তীর্ণ বাংলাদেশি পাসপোর্ট, বিদেশি পাসপোর্ট অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকারী তিনজন এনআইডি-ধারী বাংলাদেশির প্রত্যয়নপত্রের (নির্ধারিত ফরমে) মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধনের আবেদন করতে পারবেন।

বুধবার (২০ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের এনআইডি উইং-এর পরিচালক (নিবন্ধন ও প্রবাসী) খান আবি শাহানুর খান স্বাক্ষরিত একটি পরিপত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের কাছে পাঠানো হয়। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদির তালিকা ও প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। পরিপত্র --১৬ পৃষ্ঠায়

ডাকসুর ভিপি পদে লড়ছেন যারা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে জমে উঠেছে প্রচার-প্রচারণা। এবারের ডাকসু নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস), ইসলামী ছাত্রশিবির, স্বতন্ত্রসহ আট প্যানেলের মধ্যে লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ বিভিন্ন নামে চারটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যরা প্যানেল ঘোষণা করবে আজ। এদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিমত-বিশেষ কোনো প্যানেলে ভোট নয়,

যোগ্য ব্যক্তিকেই পছন্দের তালিকায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে নিজের বিচার নিয়ে মুখ খুললেন টিউলিপ

পোস্ট ডেস্ক : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় বাংলাদেশের আদালতে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের বিচার শুরু হয়েছে। এই মামলায় তার বিরুদ্ধে পূর্বাচলে মা, ভাই, বোনকে অনিয়মের মাধ্যমে প্লট পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

নিজের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিচার নিয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক দীর্ঘ পোস্ট করেছেন টিউলিপ। সেখানে নিজেকে 'নির্দোষ' ও এ বিচারকে

'প্রহসন' হিসেবে দাবি করেছেন পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনার এ ভাগ্নি। টিউলিপ লিখেছেন, 'ঢাকায় এখন যে তথাকথিত বিচার --১৬ পৃষ্ঠায়

গল্প গানে আড্ডায় আনন্দ মুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের বাৎসরিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

লন্ডন: আনন্দ সৌহার্দের ডালি সাজিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের ওয়েস্ট সাসেক্স উপকূলের পর্যটক কেন্দ্র বগনার রেজিস সমুদ্র সৈকতে অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক পিকনিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্যটক শহর হিসেবে গড়ে উঠে এই সৈকত। সদস্য, পরিবার-পরিজন, উপদেষ্টা এবং সিনিয়র সদস্যদের অংশগ্রহণে বগনার রেজিসের পিকনিক পরিণত হয় এক আনন্দঘন ও অবিস্মরণীয় দিনে।

১৬ই আগস্ট শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছিল লন্ডনের রেড ব্রিজ স্টেশনের কার পার্ক। সকাল ৯ টার মধ্যে লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সদস্যরা সমবেত হয়েছিলেন সামারট্রিপে বা বার্ষিক পিকনিকে যোগদানের জন্য।

অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও সফল করার জন্য একটি 'পিকনিক টিম' তৈরি করা হয়, যে টিমের সার্বিক তত্বাবধানে পিকনিক সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়/ এই টিমের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন। তিনি ও তার দল এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ব্যারিষ্টার এমকিউ হাসান অক্লান্ত পরিশ্রম করে আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। দায়িত্ব বণ্টনের জন্য ছয়টি "কার্যকরী গ্রুপ" গঠন করা হয়, যা সমন্বিতভাবে কাজ করতে সহায়তা করে এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে সঠিকভাবে যত্ন নিতে নিশ্চিত করে।

সংগঠনের তিনজন সম্মানিত উপদেষ্টার উপস্থিতি এই পিকনিকের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে/ তারা হলেন এস.বি. ফারুক - কমিউনিটির সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, আবু মুসা হাসান-সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা, ব্যারিস্টার নাজির উদ্দিন চৌধুরী বাবর - প্রখ্যাত আইনজীবী।

সংগঠনের কয়েকজন সিনিয়র মেম্বারও এই পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি মারুফ চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাকিব ও ইসমাইল হোসেন, সহ-সভাপতি নিলুফা ইয়াসমীন হাসান ও সিরাজুল বাসিত কামরান চৌধুরী/ কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জাফর, অফিস সেক্রেটারি মিজানুর রহমান, ব্যারিষ্টার কামরুল হাসান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিপা রাকিব, এডুকেশন সেক্রেটারি এরিনা সিদ্দিকী সুপ্রভা, মাতিন চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম, আব্দুল কাদির, ব্যারিস্টার নাসের আলম, বন্যা আহমেদ, ফারজানা সহ আরও অনেকে। অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছিলেন/

রেডব্রিজ টিউব স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু প্রাক্কালে অংশগ্রহণকারীরা নাম নিবন্ধন করেন। ক্রাউড কন্ট্রোল টিম লিডার সৈয়দ জাফর যাত্রার শুরুতে উপস্থিতি নিশ্চিত করেন এবং সেফটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। কোচে আরোহন করার পূর্বে একটি গ্রুপ ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে যুক্ত হন সংগঠনের সভাপতি প্রশান্ত পুরকায়স্থ বিইএম, প্রথম জয়েন্ট সেক্রেটারি ইকবাল আহম্মেদ এবং সিনিয়র মেম্বার মাহফুজা তালুকদার - যারা ব্যক্তিগত কারনে পিকনিকে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

সকাল ৯টায় পিকআপ পয়েন্ট ছিল রেডব্রিজ ষ্টেশন। সেখানে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে কোচ প্রস্তুত থাকবে বলে পিকনিক কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। পিকনিকের আয়োজনকে নিখুঁত করার তাড়ণায় আগের থেকেই কমিটির পক্ষ থেকে পিকনিকে অংশগ্রহণকারীদের সকলকে প্রয়োজনীয় আনুষাংগিক জিনিষপত্র যেমন সান লোশন, বসার জন্য চেয়ার, ছাতা, সানগ্লাস, সাঁতারের পোষাক আনার পরামর্শ দিয়েছিল।

সকাল ৯টার আগেই প্রায় সকলে নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হয়েছিলেন।

লাক্সারি কোচ সকাল ১০টার দিকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুতে পিকনিক টীম লিডার ইসমাইল হোসেন শুভেচ্ছা জানিয়ে সূচনা বক্তব্য রাখেন।

তার পরে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুল হাসান (এমকিউ হাসান) স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানান।

এ ছাড়াও সংগঠনের উপদেষ্টা এস.বি. ফারুক , আবু মুসা হাসান , ব্যারিস্টার নাজির উদ্দিন চৌধুরী বাবর ও সাবেক প্রেসিডেন্ট মারুফ চৌধুরী এবং সাবেক সেক্রেটারি আব্দুল রাকিব, সহ সভাপতি নিলুফা ইয়াসমীন হাসান অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন।

ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড স্নাকস টিমের লিডার এমকিউ হাসানের নেতৃত্বে সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হয়। তাকে সহযোগিতা করেন নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, সৈয়দ জাফর এবং ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান।

যাত্রাপথে গান, কৌতুক ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন পিকনিকে অংশগ্রহণকারীরা / আর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এরিনা সিদ্দিকী সুপ্রভা, রিপা রাকিব ও মিজানূর রহমান।

সংগীতের আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা করেন মন্সুর পিয়াস, তিনি সাউন্ড বক্স এবং মাইক্রোফোনের আয়োজন করেন। যিনি সবার কাছে সংগীত মেলোডি লেজেন্ড এ.আর. রহমান নামে পরিচিত।

কোচভর্তি শিক্ষার্থীদের নিয়ে চালক ছুটেছিলেন আকর্ষণীয় গন্তব্যের দিকে। প্রায় দুই ঘণ্টা একনাগাড়ে ড্রাইভ করে পৌঁছলেন বগনার রেজিস সমুদ্র সৈকতে।

বগনার রেজিস সি বিচে পৌঁছানোর পর এরিনা সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটিভিটি টিম আয়োজন করে নানা প্রতিযোগিতা/ যার মধ্যে মহিলাদের ব্লাইন্ডফোল্ড টিপ পরানো, সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন শবনম, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন মুন্নি এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন রিপা রাকিব । পুরুষের বিন ব্যাগ রেসে প্রথম স্থান লাভ করেন নিয়াজী, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন সৈয়দ জাফর এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন মতিন চৌধুরী। প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সংগঠনের উপদেষ্টা এস বি ফারুক, উপদেষ্টা আবু মুসা হাসান, উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার নাজির উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল রাকিব, ইসমাইল হোসেন এবং এমকিউ হাসান। আকর্ষণীয় র‌্যাফেল ড্র আয়োজন করা হয়, যেটি পরিচালনা করেন সংগঠনের অফিস সেক্রেটারী মিজানূর রহমান।

খাবারের আয়োজন ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। সকলে উপভোগ করেন আনলিমিটেড নাস্তা ও স্নাকস, এরপর ছিল সুস্বাদু দুপুরের গরম খাবার এবং কেক কাটা অনুষ্ঠান। পরিবহন ও খাবারের সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সাবেক কোষাধ্যক্ষ একাউনটেন্ট সৈয়দ হামিদুল হক।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে সহযোগিতা করেছেন - ব্যরিস্টার এমকিউ হাসান, এস.বি. ফারুক, আবু মুসা হাসান, ইসমাইল হোসেন, ইকবাল আহমেদ, নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, সৈয়দ জাফর, মিজানুর রহমান, মাহফুজা তালুকদার, রিপা রাকিব ও এরিনা সিদ্দিকী সূপ্রভা।

অনেক সদস্য সমুদ্র সৈকতে সাঁতার কেটে ও ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রাখেন। তাদের মধ্যে ছিলেন- মারুফ চৌধুরী, মতিন চৌধুরী, এমকিউ হাসান, সিরাজুল বাসিত কামরান চৌধুরী , সৈয়দ হামিদুল হক, ফয়জুল হক রিপন, সৈয়দ জাফর, মিজানূর রহমান, কাদির ও জাকির হোসেন।

ফেরার যাত্রার পূর্বে শুরু হলো দু'দলের গানের প্রতিযোগিতা 'আনতাকসারি'। পরিচালনায় ছিলেন আবু মুসা হাসান/ দু'দলই নিজেদেরকে জয়ী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কোচ বগনার রেজিস সি বীচ থেকে বিদায় নেয়, সমাপ্ত হয় এক আনন্দঘন দিন।

সমুদ্রের নোনাজলে গা ভিজিয়ে সৈকতে আড্ডা দিয়ে কেউ আর বাড়ী ফেরার তাগিদ অনুভব করছিলেননা। তারপরও নীল জল পেছনে ফেলে লন্ডন ফেরার যাত্রা শুরু হলো। ফেরার পথে ক্লান্ত শরীর নিয়ে অনেকে ভেবেছিলেন কোচে ঘুমাবেন, কিন্তু সেই সুযোগ হয়নি। কোচে আবার শুরু হলো সাংস্কৃতিক পর্ব। তবে, এই পর্বে প্রশংসার বাণীই উচ্চারিত হয়েছে বেশী। সকলে এক বাক্যে পিকনিকের সার্বিক আয়োজনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

২০২৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের পিকনিক কেবল একটি সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি ছিল সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও স্মৃতির উৎসব। আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের কল্যাণে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল এক বিরাট সফলতা!

বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তিনবারের নির্বাচিত সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী মাদার অফ ডেমোক্রেসি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ তম জন্মবার্ষিকীত উপলক্ষে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে ১৫ আগস্ট শুক্রবার বাদ আছর পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত বক্তবে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং দেশের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে আত্মাহুতি দানকারী শহীদদের আত্মার মাহফিরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারের দোয়ার জন্য সকল মুসল্লিদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দোয়া মাহফিলে আগত সকল মুসল্লিদের যুক্তরাজ্য বিএনপির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত খতমে, কোরআন ও দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং আন্দোলন সংগ্রামে আত্মাহুতি দানকারী শহীদদের আত্মার মাহফিরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া মাহফিলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত কামনা ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা সহ বিশ্বের মুসলিম উম্মার জন্য শান্তি কামনা করা হয়।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের ইমাম বৃন্দ।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিক এবং সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুস্টিত দোয়া মাহফিলে প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সহ যুক্তরাজ্য বিএনপির জোনাল কমিটি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে কমিউনিটির ও বিএনপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনযুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুছ, সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, গোলাম রাব্বানী সোহেল, তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, সাবেক সহসভাপতি মোঃ গোলাম রাব্বানী, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, গুলজার আহমেদ, ডক্টর মুজিবুর রহমান (দপ্তরের দায়িত্বে), আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সদস্য এমদাদ হোসেন টিপু, ফখরুল ইসলাম বাদল, এস এম লিটন, এম এ সালাম, সহসাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, সালেহ আহমেদ জিলান, এডভোকেট খলিলুর রহমান, সেলিম আহমেদ (সহ-দপ্তরের দায়িত্বে), সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্যাদা) রহিম উদ্দিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজাল হোসেন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (সহ সভাপতি পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক বাবর চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দী লিটন, যুক্তরাজ্য বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস শহীদ, প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ গাজী, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সহ সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক কদর উদ্দিন, সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সাদিক আহমেদ, সহপ্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক এম আরিফ আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সদস্য আলী আকবর খোকন, নাজমুল হোসেন চৌধুরী, সাবেক সহ ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সরফরাজ আহমেদ সরফু, লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, আব্দুস সালাম আজাদ, আলহাজ্ব মাস্টার আমির উদ্দিন, আব্দুর রব, এম এ তাহের, আলী আহমদ লিটন মোড়ল, জিয়াউর রহমান, জামান উদ্দিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ জুয়েল, আমির হোসেন, বাচ্চু মিয়া, আল মামুন, সামছুল ইসলাম, শেরওয়ান আলী, কায়ছল ইসলাম, শেখ আসলাম শামীম, ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, হালিমুল ইসলাম হালিম, জয় ইসলাম মনির, বাবুল মুনশি, রফিক আহমেদ, আব্দুল লতিফ, সৈয়দ খবির, জয় ইসলাম মনির, নিজাম উদ্দিন, ইস্ট লন্ডন বিএনপি নেতা আকলিমুর রেজা চৌধুরী, কামরুজ্জামান চৌধুরী, কবি কাওসার, মোঃ ফয়সল আকন্দ, নিউহাম বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার আব্দুল করিম নিপু, যুক্তরাজ্য যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাছিত, সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হক রাজ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ লায়েক মোস্তাফা, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মামুন, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আতাউর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শিমু, আজিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, আকমল হোসেন, ইস্ট লন্ডন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদেক আহমেদ প্রমুখ।

পূর্ব লন্ডনে সেমিনারে বিশিষ্ট আইনজীবী ড. ওমর আবাশেইখ :

গালফ অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোতে যুক্তরাজ্যের আইনজীবীদের আইনী সেবার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে

যুক্তরাজ্যের আইনজীবীদের জন্য গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোতে কাজ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশী আইনজীবীরা চাইলে তাদের আইনপেশা আরব দেশগুলোতেও প্রসারিত করতে পারেন।

কথাগুলো বলেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী হ্যালকন সিস্টেমস এলএলসি'র সিনিয়র লিগ্যাল কাউন্সেল ড. ওমর আবাশেইখ। ১৫ আগস্ট শুক্রবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের গ্রেটোরেক্স স্ট্রিটের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

সেমিনারটি সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশি সলিসিটর্স (এসবিবিএস) এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিবিপিবিএ) যৌথভাবে আয়োজন করে। সেমিনারে ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট ক্রিমেনাল ল' ব্যারিস্টার ইসলাম খান।

এসবিবিএস সভাপতি সলিসিটর মোহাম্মদ নুরুল গাফ্‌ফারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সলিসিটর মুনশাত চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে ড. ওমর আবাশেইখ আরো বলেন, গালফ অঞ্চলভূক্ত দেশগুলোতে আইনপেশায় প্রবশের প্রধান উপায় হচ্ছে ওই দেশগুলোর চাহিদা অনুযায়ী পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের যোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

তিনি বলেন, বর্তমানে গালফ দেশগুলোর জনসংখ্যা ৫ কোটির কিছু বেশি। দেশগুলো উন্নত হওয়ায় বিভিন্ন খাতে আইনীসেবার ঘাটতি রয়েছে। যুক্তরাজ্যের আইনজীবীরা পেশাক্ষেত্রে একটু মনোযোগী হলে এই ঘাটতি পুরণে কাজ করার সুযোগ পাবেন। যেমন- ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস, কন্ট্রাক্ট, প্রোকিউরমেন্ট, রিয়েল এস্টেট লেটিগশন, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট, কোম্পানি ও বিজনেস প্লানিং, ট্যাক্স, রেগুলেটরী এণ্ড কমপ্লায়েন্স, প্রফেশনাল ডিসিপ্লিন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং নেগলিজেন্স বা অবহেলা সংক্রান্ত আইন।

তিনি বলেন যদিও ব্যাপক প্রতিযোগিতা রয়েছে তবুও মানসম্পন্ন সেবার ক্ষেত্রে এখনো উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। তিনি তাঁর নেটওয়ার্ক ও পরিচিতি ব্যবহার করে গালফ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্তরাজ্যের আইনজীবীদের পরিচয় করিয়ে দিতে সহায়তা করতে পারবেন বলে আশ্বাস দেন।

তিনি উপস্থিত আইনজীবীদেরকে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ব্যবহার করে নিজেদের মানসম্পন্ন সেবা তুলে ধরে সুনাম অর্জন এবং এর মাধ্যমে গালফ অঞ্চলে আইনপেশার প্রসারতা লাভ করার আহবান জানান।

তিনি বলেন প্রথমে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার এবং আবুধাবি গ্লোবাল মার্কেটের মাধ্যমে কাজ শুরু করা যায়। সেখানে কার্‌্যপ্রণালী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করাই গালফ অঞ্চলে প্রবেশের শ্রেষ্ঠ উপায়।

এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি কমিউনিটির যোগ্য আইনজীবীরা আরও বেশি স্বীকৃতি পাবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গালফ অঞ্চলে মামলা, আইন ও নীতিনির্ধারণী কাজে সম্পৃক্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন।

ব্যারিস্টার ইসলাম খান তাঁর বক্তব্যে সম্প্রতি প্রয়াত আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক, সলিসিটর আশফাক আহমেদ এবং আবদুল রকিবকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

তিনি আইনপেশায় যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী আইনী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশী মিডিয়ার প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, মিডিয়া আমাদের আইনজীবীদের পেশাগত সাফল্য তুলে ধরলে গালফ অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোসহ বিশ্বজুড়ে সুনাম বিস্তৃত হবে। এতে করে গালফ দেশগুলোতে আইনী সেবা প্রসারিত করা সহজ হবে।

সৈয়দ সালমান গিলানীর সাথে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের না'ত ও নাশীদ সন্ধ্যা

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের উদ্যোগে গত ১৬ আগষ্ট শনিবার পূর্ব লন্ডনের হাসানাহ সেন্টার মিলনায়তনে প্রাণবন্ত একটি নাত ও নাশীদ সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বখ্যাত শায়ের ও কবি পাকিস্তানের সৈয়দ সালমান গিলানী তাঁর হৃদয়াপ্লুত ও চিত্তাকর্ষক কণ্ঠে নাত ও নাশীদ পরিবেশন করেন। শুরুতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সিনিয়র সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট মিডিয়া ভাষ্যকার মুফতি আবদুল মুনতাকিম-প্রধান মেহমান সৈয়দ সালমান গিলানীর পরিচিতি উপস্থাপন করেন ও স্বাগত বক্তব্য দেন। প্রোগ্রাম সফল করে তুলতে ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সৈয়দ সালমান গিলানী মদীনা শরীফে দ্বিতীয়বার হাজিরা দান কালে যে হৃদয় নিংড়ানো না'তে রাসূল উপস্থাপন করেছিলেন, তা মাহফিলে পেশ করলে উপস্থিত সকলের মনে নবী প্রেমের এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। আলেম উলামার সমালোচনার জবাবে ও সালমান গিলানী কিছু পংক্তি মালা উপস্থাপন করে মাহফিলের পরিবেশ কে রসাত্মক করে তোলেন। নাশীদ সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, লন্ডন রিজেন্ট পার্ক সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম ও খতীব শায়খ কাজী লুৎফুর রহমান, ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, আল ইহসান একাডেমী লেষ্টার এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা মুফতি হিফজুল করীম মাশুক, মাওলানা নাজিমুদ্দীন ও মিম্বার একাডেমীর ইমাম শায়খ কাজী আবদুর রহমান,ইউকে জমিয়ত লন্ডন মহানগর শাখার জেনারেল সেক্রেটারি মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, ইউকে জমিয়তের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হাসান, ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিছ মিয়া,হাসানাহ সেন্টার মসজিদের ইমাম মাওলানা হাফিজ আরশাদ হুসাইন, মাওলানা রেজা বিন সাদিক, বিশিষ্ট আলেম মুফতি আমানুল্লাহ প্রমুখ।

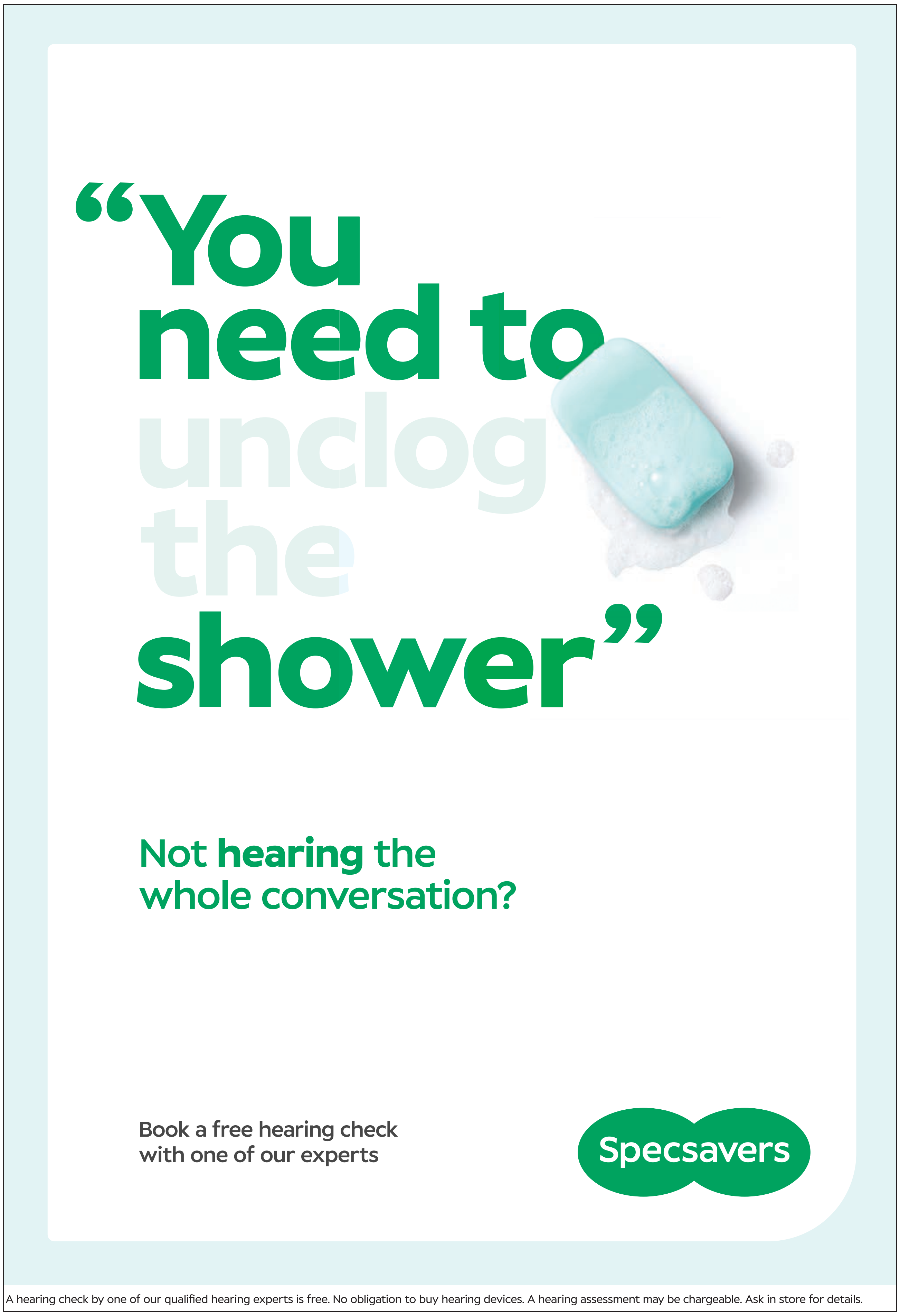

৫ আগস্ট বাংলাদেশে কোনো অভ্যুত্থান হয়নি জঙ্গী হামলা হয়েছিল - শাহ শামীম আহমেদ

২০২৪এর ৫ আগস্ট বাংলাদেশে কোনো বিপ্লব বা গণ অভ্যুত্থান হয়নি। এদিন জঙ্গী হামলা হয়েছিল।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে সাউথশীল্ড আওয়ামীলীগের উদ্যোগে দেওয়া হয়, ২১ আগস্ট হামলাকারিদের জেল থেকে মুক্তিদিয়ে মামলা থেকেও মুক্ত করে দেওয়া হয়। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, ৫ আগস্ট এটা জঙ্গীদের দ্বারা সংঘটিত হামলা। এবং ষড়যন্ত্রে মাধ্যমে সরকার আত্মার মাফফেরাত কামনা করেন। এবং শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

গতকাল ১৯ আগস্ট সাউথশীল্ডের আয়োজিত এ শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন সাউথশীল্ড আওয়ামী লীগের

জাতীয় শোকদিবসের সভায় প্রধান অতিথি যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ এ মন্তব্য করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, যে জঙ্গীরা ২১ আগস্ট আওয়ামীলীগের জনসভায় হামলা চালিয়েছিল, মানুষ হত্যা করেছিল, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই হামলা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম নৃসংশ ঘটনা। তিনি প্রমাণ দিয়ে বলেন, ৫ আগষ্টের পর জঙ্গীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, হলি আর্টিজান হত্যাকাণ্ডের নায়কদের ছেড়ে পরিবর্তন করা হয়েছে।এখন জঙ্গী শাসন চলছে দেশে। দেশ ও দেশের মানুষ বিপন্ন।

এসব ঘটনা আলোচনার পর দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, জননেত্রী শেখ হাসিনাই একমাত্র দেশপ্রেমিক নেত্রী, যার হাতে দেশ নিরাপদ।মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের ভিত্তিতে তিনিই দেশকে এগিয়ে নিতে পারেন, তার বিকল্প নেই।

তিনি আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ট্রাফালগার স্কয়ারে মার্চ ফর বাংলাদেশ এ যোগদানের আহবান জানান। এবং ১৫ ই আগস্টে শাহাদত বরণকারী সকলের সভাপতি জাবিস আহমদ জিম্মাদার সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মকছুদ মিয়া করেশী।

সভায় আরো বক্তৃতা করেন হাটলীপুল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন আহমদ সাউথশীল্ড আওয়ামী লীগ নেতা দুদু মিয়া সৈয়দ আজমান আলী সাবুল মিয়া কাওছার মিয়া, কমর উদ্দিন জুলহাস, রমজান আলী, দিলুয়ার ভূঁইয়া, তাহের আলী, সানাউল্লাহ আকন্দ, রোকন চৌধুরী, সিরাজুল সৈয়দ, শামীম আহমদ, জাহিদ ইসলাম, কমর উদ্দিন প্রমুখ।

লন্ডনে গ্রেটার চারখাই ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সামার ফেস্টিভ্যাল আয়োজন সম্পন্ন

গত ১০ আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি, রবিবার, লন্ডনের মনোরম ভ্যালেন্টাইনস পার্কে অনুষ্ঠিত হলো গ্রেটার চারখাই ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে দ্বিতীয়বারের মতো "চারখাই সামার ফেস্টিভ্যাল ২০২৫"। প্রবাসে

বসবাসরত চারখাই অঞ্চলের মানুষকে একত্রিত করার এই বিশেষ কমিউনিটি মিলন মেলা ছিলো দিনব্যাপী আনন্দ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক মিলনের এক অপূর্ব উৎসব।

সকালের শুরু থেকেই যুক্তরাজ্যের লন্ডন, বার্মিংহাম, ওয়েলস, পোর্টসমাউথ, স্কটল্যান্ডসহ বিভিন্ন শহর থেকে আগত দুই শতাধিক অতিথির পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে পার্ক প্রাঙ্গণ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকল অতিথিদের জন্য পরিবেশিত হয় দেশীয় স্বাদের দুপুরের খাবার এবং বিকেলের চা-নাস্তা, যা প্রবাসে থেকেও এনে দেয় শিকড়ের টান ও ঘরের উষ্ণতা।

খেলা ও প্রতিযোগিতার বৈচিত্র্য এই বছরের প্রতিযোগিতা ছিলো বয়স ও লিঙ্গভেদে নানা রঙের। পুরুষদের জন্য দৌড়, হাড়ি ভাঙা ও ফুটবল ম্যাচে ছিলো টানটান উত্তেজনা। মহিলাদের জন্য আলাদা আয়োজন-বালিশ বদল ও হাড়ি ভাঙা-উৎসবের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

শিশুদের জন্য দৌড়, এগ রেস, দড়ি লাফ, ছাঁক দৌড়সহ নানা মজার খেলায় শিশুদের হাসি-আনন্দে প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। পাশাপাশি কুইজ প্রতিযোগিতা ও বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিশুদের জ্ঞান ও সৃজনশীলতার বিকাশে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

ফুটবল ম্যাচের রোমাঞ্চ পুরুষদের ফুটবল প্রতিযোগিতা ছিলো অন্যতম আকর্ষণ। দুটি দল অংশ নিয়ে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে। মাঠের প্রতিটি মুহূর্তে দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও করতালি প্রতিফলিত হয়। বিজয়ী দলকে প্রদান করা হয় আকর্ষণীয় পুরস্কার ও মেডেল।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শেষ অংশে র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিলো সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পর্ব। বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপহার পেয়ে বিজয়ীরা যেমন আনন্দিত হয়েছেন, তেমনি উপস্থিত দর্শকরাও ছিলেন উচ্ছ্বসিত।

উপস্থিত বিশিষ্টজন ও অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার চারখাই ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপার্সন আব্দুল কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক জয়নুল ইসলাম চৌধুরীর সঞ্চালনায় সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হেলাল আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট বদরুল হক চৌধুরী, জাবেদ আহমদ চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন, আব্দুল গনি, সিনিয়র উপদেষ্টা সাহাব উদ্দিন, উপদেষ্টা ব্যারিস্টার কালাম চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদসহ আরও অনেকে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের স্পিকার জনাব কাউন্সিলর ছুলুক আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন রেডব্রিজ বরোর কাউন্সিলর সাইদা চৌধুরী, প্রফেসর বক্কর চৌধুরী, বাহারুল আলম মাহমুদ চৌধুরী, রোটারিয়ান শাহিন শাহ আলম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল, সলিসিটর মনির হোসেন, সাবেক এমপি সেলিম উদ্দিন এবং ATN বাংলা, বাংলা টিভি, ION TV, টাওয়ার হ্যামলেটস ভয়েসসহ গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা।

একতা ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন-গ্রেটার চারখাই ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের এই আয়োজন প্রবাসে থেকেও মানুষকে একত্রিত করেছে, গভীর করেছে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। শেষে চেয়ারপার্সন আব্দুল কুদ্দুস ও সাধারণ সম্পাদক জয়নুল ইসলাম চৌধুরী সকল অতিথি ও সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এই উৎসবকে সফল করার জন্য।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

লন্ডন, ১৮ আগস্ট সোমবার: জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের উদ্যোগে দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন-জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন। দেশের ইতিহাসে যে কোন আন্দোলন ও সংগ্রামে জমিয়তের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বিদ্যমান।

বক্তারা বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন জমিয়তের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তেমনি বাংলাদেশেও জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে দাওয়াত ও কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়ছে, যা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে দেশের প্রতিটি সেক্টরে জমিয়তের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এখন সবার। এজন্য সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তারা আরও বলেন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম কোন নতুন সংগঠন নয়, বরং শত বছরের ত্যাগ, কোরবানি ও অবদানে সমৃদ্ধ এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বীকৃত একটি সংগঠন। ইউকে জমিয়ত বাংলাদেশ জমিয়তের শাখা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং তা আরও গতিশীল করতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ইউকে জমিয়তের সভাপতি ড. মাওলানা শোয়েব আহমেদ এবং পরিচালনা করেন সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি মাওলানা আব্দুল মুনতাকিম, সহ-সভাপতি হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা আশফাকুর রহমান এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা খালেদ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় জমিয়ত যে সিদ্ধান্ত নেবে, ইউকে জমিয়তও সেই সিদ্ধান্তের আলোকে কাজ চালিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে যে কোন পদক্ষেপ গভীরভাবে বিবেচনা করে নেন। তাই তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখা আবশ্যক।

বৈঠকে আরও বলা হয়- আমাদের আকাবিরগণ দেশ, জাতি ও উম্মাহর কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আগামীর বাংলাদেশ হবে ইসলামের বাংলাদেশ; আগামীর বাংলাদেশ হবে ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কাঙ্খিত বাংলাদেশ।

অন্তবর্তী কালীন সরকারের কোন ক্ষমতা নেই সংবিধান সংশোধনের - ব্যারিস্টার তানিয়া আমির

জুয়েল রাজঃ ব্যারিস্টার তানিয়া আমির বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম দেশ বাংলাদেশ ,যেখানে দেশের মানুষ তাদের নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোন বৈধতা নেই সংবিধানে হাত দেয়ার। ঐক্যমতের নামে যারা আগামী সংসদের হাত পা বেঁধে দিচ্ছে ,যারা আগামীতে নির্বাচিত হবেন তারা এই সংস্কার গুলো করবেন। একটি স্বাধীন সংসদ কি করবে না করবে সেটি আগাম কেউ নির্দেশনা দিয়ে দিতে পারে না।

স্বাধীন নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভূক্তি মূলক নির্বাচন ছাড়া বাংলাদেশে কোন নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না লণ্ডনে ভয়েজ ফর হিউম্যান ডিগনিটি নামে মানবাধিকার সংগঠনের আলোচনায় এই মন্তব্য করেন তিনি।

আলোচকদের আলোচনায় বলা হয়,একটি গোষ্ঠী যেমন চাইছে বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাসের পাতা থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে, অনুরোপ ভাবে আরেকটি পক্ষ সবসময় চেয়েছে বঙ্গবন্ধুকে তাদের একক সম্পত্তি হিসেবে পরিণত করতে। বঙ্গবন্ধু কারো একক সম্পত্তি নয়, তিনি বাংলাদেশের অস্থিত্ব। বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশের সম্পদ। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ-মুক্তিযুদ্ধ এবং ৭২এর সংবিধানের যেমন অস্থিত্ব থাকে না। থাকেনা স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব। বঙ্গবন্ধু সবার উর্ধে এক কথায় ‘‘বঙ্গবন্ধতেই শক্তি বঙ্গবন্ধুতেই মুক্তি‘‘।

বঙ্গবন্ধুর ৫০তম শাহাদাত বার্ষিকীতে ‘ভয়েস ফর হিউম্যান ডিগনিটি‘ নামের একটি মানবিক সংগঠন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট ও বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় আলোচকবৃন্দ এসব কথা বলেন।

বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় আলোচকরা বলেন পকিস্তানের ২৩ বছরের মধ্যে ১৭বছরই তাকে বাঙ্গালীর অধিকার এবং বাংলাদেশের মুক্তির জন্য কারাগারে থাকতে হয়েছে। একজন অবিংসবাদী নেতা হিসেবে যেমন তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতার আড়াই মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনীকে বিদায় করেছেন।

স্বাধীনতার এক বছরের ভেতর বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান জাতিকে উপহার দিয়েছেন। ৭২এর সংবিধান বিশ্বের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের একটি রায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ একটি রায় দেয়া হয়েছে। ৭২ এর সংবিধান নিয়ে ছিনিমিনি করা চলবেনা।

গতকাল ১২ আগষ্ট ২০২৫ মঙ্গলবার লন্ডন সময় সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেন্স সেন্টারে সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক গবেষক সুজাত মনসুর। এর পর ১৫ই আগষ্টের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সংগঠনের সদস্য তওহিদ ফিতরাত হোসেন ও সৈয়দ তাহমিম হোসেনের যৌথ সঞ্চালনায় বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন ব্যারিষ্টার তানিয়া আমির, মুক্তিযুদ্ধ কালীন ডাকসুর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের সাবেক প্রেস মিনিষ্টার সাংবাদিক গবেষক আন্তর্জাতিক অনলাইন পোর্টাল প্রোটেক্ট বাংলাদেশের সম্পাদক আশেকুন নবী চৌধুরী, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের সাবেক প্রেস মিনিষ্টার সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, ব্যারিষ্টার জয়নাল আবেদিন এবং কবি সাংবাদিক হামিদ মোহাম্মদ।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে কবিতা আবৃত্তি, এতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি সাংবাদিক জুয়েল রাজ, কবি ইকবাল হোসেন, কবি এ.কে.এম আব্দুল্লাহ, ভয়েস ফর হিউম্যান ডিগনিটির সদস্য বাচিক শিল্পি শিব্বির আহমেদ শুভ, বাচিক শিল্পি ফয়েজ নূর, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও টিভি উপস্থাপক উর্মি মাজহার ও কবি ময়নুর রহমান বাবুল। সমাপনি বক্তব্য রাখেন ভয়েস ফর হিউম্যান ডিগনিটির সদস্য রাজনৈতিক বিশ্লেষক হরমুজ আলী। লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সেমিনারে সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট জনেরা অংশ নেন।

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Smart Edge
Real Estate
Where location meets opportunity

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

WHY CHOOSE SMART EDGE REAL ESTATE?
• EXCLUSIVE INVESTMENT OPPORTUNITIES
• EXPERT LOCAL KNOWLEDGE
• TAILORED ADVICE FOR EVERY BUDGET
• FULL LEGAL AND TRANSACTION SUPPORT
• OFF-PLAN AND READY PROPERTIES AVAILABLE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market.
At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
- Taz Choudhury, Co-Founder & CEO

UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL
DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)
www.smartedgerealestate.ae
www.smartedgerealestate.co.uk

মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অরগেনাইজেশন এর বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের প্রবাসীদের সংগঠন মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অরগেনাইজেশন এর বার্ষিক সাধারন সভা গত ১৯শে অগাস্ট পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টের হলরুমে অনুষ্টিত হয়।

অরগেনাইজেশন এর সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বাবুল এর সভাপতিত্বে এবং সাংগটনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল আলী এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য শাহীদ উদ্দিন।

সভায় বক্তব্য রাখেন মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উপদেষ্টা ইসলাম উদ্দিন, মিসবাহ উদ্দিন, আছলাম উদ্দিন, সহ সভাপতি জিল্লুল আল হক, সেক্রেটারী মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, জয়েন্ট সেক্রেটারী- নাইমুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ- মতছিন আলী, সহ কোষাধ্যক্ষ ফখরুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারী- সেলিম উদ্দিন, মাহমুদ মিয়া, জসিম উদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- মস্তাক আহমেদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- শামসুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক- শাহীদ উদ্দিন, সহ দপ্তর সম্পাদক- মুসলিম আহমেদ ক্রিড়া সম্পাদক- নুরুল ইসলাম, সংগঠনের সদস্য আমিনুল ইসলাম মাহমুদ, মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, প্রমূখ।

উক্ত সভায় বিগত সেশনের কাজের রিপোর্ট পেশ করা হয়, নতুন কমিটি গঠন সংক্রান্ত আলোচনা, সাবলম্বী খাতের গরু বিতরণ, খাদ্য সামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়। সর্বশেষ সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

বৃটেনের কার্ডিফে ফ্যাসিবাদের পতন ও ছাত্রজনতার বিজয়” শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আব্দুল কাদির, কার্ডিফ থেকে: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জাতীয়তাবাদী যুবদল, কার্ডিফ শাখার উদ্যোগে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে "ফ্যাসিবাদের পতন ও ছাত্রজনতার বিজয়" শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ১৯ শে আগস্ট ২০২৫, কার্ডিফ বাংলাদেশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

কার্ডিফ বিএনপির সাবেক সভাপতি ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা সালেহ লিটন এর সভাপতিত্বে এবং কার্ডিফ বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাইফূর রহমান স্মৃতি পরিষদের সহ-সভাপতি ও মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি বদরুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ঐক্যবদ্ধ শক্তির উপদেষ্টা, রাজনগর থানা ছাত্রদল ও নিউ জার্সি বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র নিউ জার্সি ষ্টেইটের পসপেক্ট পার্ক সিটির কাউন্সিলম্যান আবুল হোসেন সুরমান।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথির ফুল দিয়ে বরন করেন কার্ডিফ ও সোয়ানসী বি এন পি ও যুবদলের নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তব্য রাখেন সোয়ানসী বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদির, কার্ডিফ বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জিল্লুল চৌধুরী, সোয়ানসি বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি খন্দকার আব্দুল ওয়াহিদ সারোয়ার, কার্ডিফ বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ আলী, স্পেন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও কার্ডিফ বিএনপির অন্যতম নেতা সাব্বির আহমদ, সোয়ানসি বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রফিক উদ্দিন, কার্ডিফ যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমান, নিউপোর্ট যুবদলের সাবেক সভাপতি শামিউল ইসলাম বদরুল, সাবেক ছাত্রদল নেতা মিঠু আলম, ছাত্রদল নেতা লিংকন ও মোজাক্কির সহ বিএনপি ও যুবদলের নেতৃবৃন্দ।

রাজনগর থানা ছাত্রদল ও নিউ জার্সি বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্র নিউ জার্সি ষ্টেইটের পসপেক্ট পার্ক সিটির কাউন্সিলম্যান আবুল হোসেন সুরমান সহ সকল বক্তারা বলেন, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৫ই আগষ্ট ছাত্রজনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে ১৭বছর পর অবৈধ স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতন ঘটে এবং ছাত্র-জনতার বিজয় সুসংহত হয়। বক্তারা দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে প্রবাসী বিএনপি নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভা শেষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করেন কার্ডিফ বি এন পির সাবেক মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ওয়াহিদুর রহমান আলো।

জাতির পিতার ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও নীরবতা পালন

লন্ডনঃ শুক্রবার ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন ও নীরবতা পালন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন দৈনিক সংগ্রাম প্রতিদিন পত্রিকার যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি ,ভয়েজ ফর হিউম্যান রাইটস (ঠঐজ) এবং বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউকের সদস্য ছামিয়া আক্তার সুরভী। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভয়েজ ফর হিউম্যান রাইটস-এর মাইনরিটি সেক্রেটারি শাহিদা আক্তার রিভা, হাবিবা আক্তার,নাদিয়া আফরিন, উম্মে জান্নাত ফেরদৌস, সাবিনা বেগম, নাদিয়া আক্তার,রুবেল মিয়া ,শোহাদা বেগমসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আরও অনেকে।গভীর শোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দিবসটি পালন করেন ,বাংলাদেশে যারা এই দিবস পালন করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের উপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা এবং ধানমন্ডি ৩২ পুনর্নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।একাত্তর, বঙ্গবন্ধু ও জয় বাংলা এই তিনটি বিষয়ে বাঙালি কোন ছাড় দেবেনা, কোন আপোষ নয়।একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে, সেটি অস্বীকার করা মানে বাংলাদেশকে অস্বীকার করা। বঙ্গবন্ধু,জয় বাংলা মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাহস ও শক্তির উৎস। আর বঙ্গবন্ধু না থাকলেতো বাংলাদেশই থাকেনা। সুতরাং এই তিনটি বিষয়ে কোন আপোষ নেই।

ফ্রান্স দর্পণের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার নাজির

সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা দেশ ও কমিউনিটির বিরাট অবদান রাখে

প্যারিস, ১০ আগস্ট। সাংবাদিকতা এক মহান পেশা। অন্যান্য লাভজনক পেশা রেখে যারা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তারা নিশ্চয়ই অর্থকে জীবনে প্রাধান্য দেননি। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সাংবাদিকদের বাঘের মতো ভয় পায়। সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র তাদের সাড়ে তিন ইঞ্চি কলম ও সততা। সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা দেশ, জাতি ও কমিউনিটির বিরাট অবদান রাখে। হলুদ সাংবাদিকতা যেমন পরিত্যায্য, তেমনি সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে সমাজে প্রমোট করা আমাদের দায়িত্ব। ফ্রান্স দর্পণের উত্তোরত্তর সফলতা কামনা করছি। রোববার (৯ আগস্ট) প্যারিসের এক অভিজাত হলে আয়োজিত ফ্রান্স দর্পণের "দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কমিউনিটি এওয়ার্ড ২০২৫" শীর্ষক অনুষ্ঠানে কীনোট স্পিকার হিসেবে মূল বক্তব্য প্রদানকালে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন বিশিষ্ট লেখক, প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক, বাংলাদেশ ও বৃটিশ সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লন্ডনের নিউহ্যাম বারার টানা তিন বারের সাবেক ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ।

ফ্রান্স দর্পণের নির্বাহী সম্পাদক সাংবাদিক ফেরদৌস করিম আখঞ্জী ও ইশারাত মেঘলার যৌথ সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলাদেশ এবং ফ্রান্সের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ফ্রান্স দর্পণের সম্পাদক সাংবাদিক সামছুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিবিসি ওয়ার্ল্ড বাংলা সার্ভিসের খ্যাতিমান সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন, ফ্রান্স বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জুনায়েদ আহমেদ প্রমুখ। স্কটিশ পার্লামেন্টের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এসএমপি ফয়সল চৌধুরী অনুষ্ঠানে আসতে না পেরে অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে সংক্ষিপ্ত ভিডিও ম্যাসেজ পাঠান। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ ও ফ্রান্স কমিউনিটি প্রবীন ব্যক্তিত্ব হাসনাত জাহান, মোজ্জামেল হক, ফ্রান্স দর্পণের প্রকাশক মিয়া মাসুদ এবং এমডি নূর, রাজনীতিবিদ মিল্টন সরকার, ফারুক আহমেদ, মামুন মিয়া, শাহিন আরমান চৌধুরী, নাজমুল কবির, ফ্রান্স ক্রিকেটে বোর্ডের সদস্য সোনিয়া জামান প্রমুখ। ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে সাংবাদিক, কমিউনিটি নেতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের অবদান ছিল অপরিসীম। রেমিট্যান্স পাঠিয়ে প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন। এতো কিছুর পরও সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার জুলাই ঘোষনায় প্রবাসীদের অবদান পাশ কাটিয়ে যাওয়া হতাশাজনক। অবিলম্বে জুলাই ঘোষনা সংশোধন করে প্রবাসীদের অবদান অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি। ব্যারিস্টার নাজির আহমদ আরো বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার তাদের নূন্যতম মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। আসন্ন নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য নির্বাচন কমিশনের আরো একটিভ ও দৃশ্যমান তৎপরতা আমরা দেখতে চাই। প্রবাসে অবস্থানরত দেড় কোটি প্রবাসীদের সোচ্চার হতে হবে। এই কমন ইস্যুটির দাবি যৌক্তিক পরিনতিতে না পৌঁছা পর্যন্ত প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে যার যার অবস্থান থেকে ক্যাম্পেইন ও আন্দোলন করে যেতে হবে।

ফ্রান্স দর্পণের সম্পাদক সাংবাদিক সামছুল ইসলাম বলেন, দশ বছরের পথচলায় আমরা সবসময় প্রবাসীদের কথা বলেছি। তাদের সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। আগামী দিনেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা সমাজের দর্পণ। তিনি সাংবাদিকদের গুনগত মান বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। দশ বছর পূর্তিতে প্রবাসী গুণীজনদের সম্মাননা দিয়েছে ইউরোপে থাকা বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম গণমাধ্যম ফ্রান্স দর্পণ। অনুষ্ঠানে প্রবাসী সমাজে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের হাতে অনুষ্ঠানে কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। সংস্কৃতি, সমাজসেবা, ইসলামী ও নৈতিকতা শিক্ষা, উদ্যোক্তা, ক্রীড়া উন্নয়নসহ একাধিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য এই সম্মাননা দেওয়া হয়। ইসলামী ও নৈতিকতা শিক্ষা ক্যাটাগরিতে শাঈখ বদরুল বিন হারুন এমসিসি ইনিস্টিউটের প্রিন্সিপাল, বর্ষসেরা সামাজিক সংগঠন ক্যাটাগরিতে বিসিএফ, বর্ষসেরা নারী অধিকার কর্মী ক্যাটাগরিতে বিকশিত নারী সংঘের সভানেত্রী সৈয়দা তাওফিকা সাহেদ, বর্ষসেরা ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে মো. ফেরদৌস রহমান ও বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হিসেবে নাজিবুল্লাহ পিয়াস এই সম্মাননা পান। এওয়ার্ড প্রাপ্তরা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এই স্বীকৃতি আমাদের দায়িত্ববোধ আরও বাড়িয়ে দিবে।

অনুষ্টানের শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন সংগীত শিল্পী প্রিয়ন্তি ও মৌসুমি চক্রবর্তী।

লালন শাহ ফাউন্ডেশন ইউকের আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা

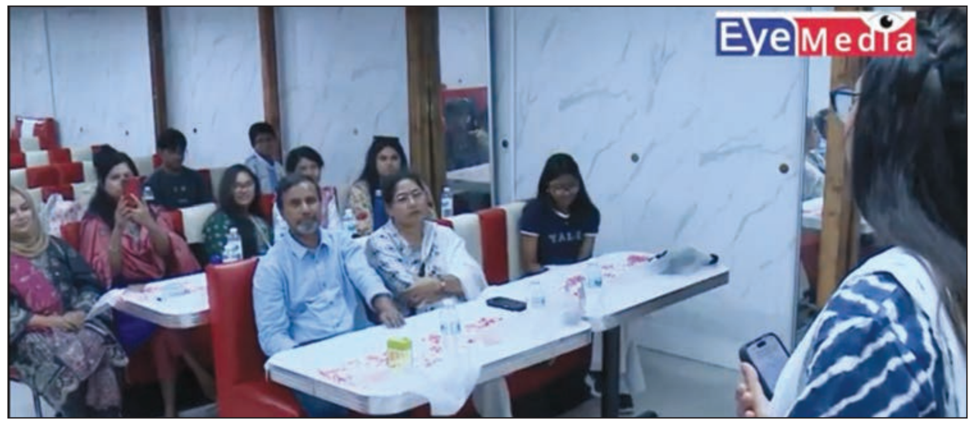

যুক্তরাজ্যে দক্ষিণ এশীয় বিশেষ করে বাংলাদেশিদের মাঝে লালন শাহের গান, দর্শন ও জীবনবোধ ছড়িয়ে দিতে গত কয়েক বছর ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে লালন শাহ ফাউন্ডেশন ইউকে। গত ১০ই আগস্ট পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ডের একটি রেস্টুরেন্টের হলরুমে ফাউন্ডেশনের এক সভায় সংগঠনের পথচলা ও সাফল্যের পর্যালোচনার পাশাপাশি আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়া নতুন প্রজন্মের কাছে লালনের মানবতাবাদী ভাবধারা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গৃহিত প্রচেষ্টাসমূহ নিয়েও কথা বলেন বক্তারা। ফাউন্ডেশনের সায়মা হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আফজাল হোসেন, তানিয়া রহমান, নাগিব সালবা, মামুন, লিপিসহ নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি আরওয়া, সাবেরা ও তেহজীব। বক্তারা লালন শাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ফোক ফেস্টিভেলের সাফল্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সভা থেকে সামাজিক মাধ্যমে লালনের গীতি ও দর্শন আরো ব্যাপকভাবে প্রচারে সেমিনার বা 'লালন বিষয়ক পাঠ' আয়োজনের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে মানবিক বোধ প্রজ্জ্বলন এবং লালন সংক্রান্ত প্রকাশনা নিয়ে ডিজিটাল সংগ্রহশালা নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

হাজারও নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে যুক্তরাজ্য যুবদলের নব অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনি: হাজারও নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে আর মুহুর মুহুর স্লোগানে যুক্তরাজ্য যুবদলের নব অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির অন্য রকম এক পরিচিতি পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফার আলোকে আগামীর স্বনির্ভর ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গত সোমবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনের রয়েল রিজেন্সি হলে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্টানে জাতীয় এবং দলীয় সংঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

অভিষেক অনুষ্টানকে কেন্দ্রকরে দুপুর থেকে যুক্তরাজ্যযের বিভিন্ন শহর থেকে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে আসতে থাকে। সময় গড়ার সাথে সাথে নেতার্মীদের ঢল নামে নির্ধারিত হলে।

যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বাবর চৌধুরীর পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন যুক্তরাজ্যে সফরত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আব্দুল মুনায়েম মুন্না। এসময় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যযে তিনি বলেন, দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে এবং ফ্যাসিবাদ মুক্ত করতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে সবাইকে এক যোগে কাজ করতে হবে। বিগত দিনের মতো সকল আন্দোলন সংগ্রামে সকলকে কাজ করার আহবান জানান যুবদলের এই ত্যাগীনেতা। তিনি বলেন তারেক রহমান যে ৩১ দফা দিয়েছেন তা বাস্থবায়ন এবং মানুষের কাছে পৌছাতে হবে। প্রবাসের মাটিতে যুক্তরাজ্য যুবদল এতো সুন্দর এবং সু-সংগঠিত অনুষ্টান করায় নেতাকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখায় প্রধান অতিথি সম্মাননা তুলেন যুক্তরাজ্য যুবদের সাবেক সভাপতি ও সম্পাদককে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শাইস্থা চৌধুরী কুদ্দুস, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহ সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, তাজুল ইসলাম, গোলাম রব্বানী সুহেল, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক কামাল উদ্দিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক আহবায়ক দেওয়ান মুকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, সাবেক সভাপতি রহিম উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিত বাদশা, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খসরুজ্জামান খসরু, মিসবাহুজ্জামান সুহেল, গুলজার খানসহ বিএনপি, যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, মহিলা দলসহ জোনাল কমিটির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী প্রমূখ।

লন্ডন প্রবাসী কমিনিটির দাবীর প্রেক্ষিতে ইস্ট হ্যামে এক্সেল টিউটর্সের নতুন শাখা উদ্বোধন

খালেদ মাসুদ রনি: লন্ডন প্রবাসী কমিনিটির দাবীর প্রেক্ষিতে ইস্ট হ্যামে এক্সেল টিউটর্সের নতুন শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে।উদ্ভোধনী দিনে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দিনজুড়ে ছিল মূল্যায়ন পরীক্ষা, ব্যক্তিগত লার্নিং প্ল্যান ও বিশেষ অফার। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নিউহ্যামের বর্তমান কাউন্সিলর ও সাবেক স্পিকার ঈষষৎ জড়যরসধ ইবমঁস এবং ঈষষৎ গুঁরনঁৎ জধযসধহ।

উদ্বোধনী দিনটিতে দেওয়া ফ্রি স্টেশনারি সেট শিক্ষার্থীদের মাঝে বাড়তি উৎসাহ যোগায়; ক্লাসরুম ট্যুরে দেখানো হয় শিক্ষাসামগ্রী ও রিসোর্স।সংস্থাটি জানায়, ইস্ট হ্যাম শাখায় নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি ঝঅঞং, এঈঝঊ, অ খবাবষ ও ১১+ প্রস্তুতির জন্য লক্ষ্যভিত্তিক প্রোগ্রাম চলবে-যেখানে রিভিশন সেশন, প্রগ্রেস ট্র্যাকিং ও মক পরীক্ষা থাকবে।উদ্বোধনী দিনের সাড়ায় আশাবাদী এক্সেল টিউটর্স। আগ্রহীরা ইস্ট হ্যাম শাখায় যোগাযোগ করে মূল্যায়ন ও ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবেন।

ইস্ট হ্যামের বার্কিং রোডের ৩২০-৩২২ নম্বরে শনিবার নতুন শাখায় দিনের শুরু থেকেই জমে ওঠে জনসমাগম। এক্সেল টিউটর্সের প্রদত্ত একদিনের বিশেষ অফারে ছিল-এনরোলমেন্টে £৫০ ছাড়, প্রত্যেক নতুন শিক্ষার্থীর জন্য ফ্রি স্টেশনারি সেট, বিনামূল্যের মূল্যায়ন পরীক্ষা।

দিনভর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ নেন; ক্যারিয়ার ও একাডেমিক গাইডেন্স সেশনে উঠে আসে পুনরাবৃত্তি কৌশল, পরীক্ষাভীতি কাটানো, আর লক্ষ্যভিত্তিক স্টাডি প্ল্যান।এক্সেল টিউটর্সের লক্ষ্য ছিল এলাকাবাসীকে মানসম্মত টিউশন সেবার সাথে পরিচয় করানো-ব্যক্তিগত মূল্যায়ন থেকে শুরু করে কাস্টম লার্নিং প্ল্যান পর্যন্ত।”

বিনামূল্যের অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিয়ে অনেকেই নিজের দুর্বলতা-শক্তির স্পষ্ট চিত্র পান। পরে ইন-সেন্টার টিম ওয়ান-টু-ওয়ান কনসালটেশনে উপযোগী ক্লাস, সময়সূচি ও বিষয় নির্বাচন নিয়ে পরামর্শ দেয়।উদ্বোধনী দিনটিতে দেওয়া ফ্রি স্টেশনারি সেট শিক্ষার্থীদের মাঝে বাড়তি উৎসাহ যোগায়; ক্লাসরুম ট্যুরে দেখানো হয় শিক্ষাসামগ্রী ও রিসোর্স।

সংস্থাটি জানায়, ইস্ট হ্যাম শাখায় নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি ঝঅঞং, এঈঝঊ, অ খবাবষ ও ১১+ প্রস্তুতির জন্য লক্ষ্যভিত্তিক প্রোগ্রাম চলবে-যেখানে রিভিশন সেশন, প্রগ্রেস ট্র্যাকিং ও মক পরীক্ষা থাকবে।উদ্বোধনী দিনের সাড়ায় আশাবাদী এক্সেল টিউটর্স। আগ্রহীরা ইস্ট হ্যাম শাখায় যোগাযোগ করে মূল্যায়ন ও ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবেন।

ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ফটিকছড়ি উপজেলাবাসীর সংগঠন ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে খোলা পার্কে বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ আগস্ট রোববার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেনটাইন্স পার্কে অনুষ্ঠিত এ পিকনিকে বিপুল সংখ্যক ফটিকছড়িবাসী ছাড়াও কমিউনিটির সামাজিক ও ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

পিকনিক বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক সরওয়ার হোসেনের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের আহবায়ক কমিটির সদস্য আজমল করিম জুয়েল। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য সচিব শেখ মোঃ নাসের।

পিকনিকে শিশুদের মার্বেল দৌড়, বালক-বালিকাদের দৌড়, মহিলাদের মিউজিক্যাল বালিশ খেলা এবং পুরুষদের হাড়ি ভাঙা খেলায় সকলের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

এছাড়া পিকনিকে ছিল মজাদার খাবার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পিকনিকের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পিকনিক বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক সরওয়ার হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক এমদাদ হোসেন, সদস্য আজমল করিম জুয়েল, সংগঠনের আহ্বায়ক কাজী

ফয়েজুল আলম, সদস্য সচিব শেখ মোহাম্মদ নাসের, মীরা বড়ুয়া, ইব্রাহিম জাহান, সৈয়দ রাসেল, আনোয়ার হোসেন, নাছির উদ্দিন, সাইফুল আজম, আলতাফ হোসেন ও মোর্শেদ হাসান। পিকনিকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাগির আলম, কাউন্সিলর আকতারুল আলম, ইসহাক চৌধুরী, অনুপম সাহা, শওকত হোসেন প্রমুখ।

শেষে বিভিন্ন খেলায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

এসআই আকবরকে গ্রেফতার ও রায়হান হত্যার বিচারের দাবীতে পূর্ব লণ্ডনের আলতাব আলী পার্কে মানব বন্ধন

পুলিশ অফিসার এস আই আকবরকে জামিন প্রদানের প্রতিবাদে ও অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার ও সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে গত ১৬ আগষ্ট শনিবার ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকে ও প্রবাসী অধিকার পরিষদ ইউকের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব লণ্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে এক মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটি নেতা ও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আলহাজ্ব রফিক উল্লাহর সভাপতিত্বে ও ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকের সেক্রেটারী কে এম আবুতাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন -বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিরাজ হক, সাবেক কাউন্সিলার জয়নাল চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলার শাহ আলম, প্রবাসী অধিকার পরিষদের সভাপতি মিজানুর রহমান নিজাম, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান পরিষদের সভাপতি আব্দুল বারী ও সাধারন সম্পাদক সাংবাদিক মোশতাক বাবুল, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, সাংবাদিক রহমত আলী, সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি, কমিউনিটি নেতা আব্দুর রব, তাজভির চৌধুরী শিমুল, আলহাজ্ব মোহাম্মদ খালিছ মিয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কয়ছর খান, নভেল ইসলাম, ছামির আলি এবং নিহত রায়হান উদ্দিনের বোন রুবা খানম ও ভগ্নিপতি মফজ্জিল আলী। সভায় বক্তারা -২৪ ঘন্টার মধ্যে আসামী আকবর হোসেন ভূইয়াকে গ্রেফতার ও রায়হান হত্যার সুষ্ঠু বিচারের দাবী জানান। বক্তারা বলেন -বিচারাধীন মামলায় খুনের দায়ে অভিযুক্ত আসামীকে জামিন দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ যারা দিয়েছে তাদের গ্রেফতার করে বিচার করতে হবে। এস আই আকবর তার সঙ্গীদের গ্রেফতার করতে না পারলে দেশে বিদেশে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সমাবেশে নিহত রায়হান উদ্দিনের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

যুক্তরাজ্যে সাংবাদিক শামীমের বাগানে নাগা মরিচের বাম্পার ফলন

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশী মানুষ খাবার তালিকায় মরিচ রাখতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মরিচের পছন্দের তালিকায় অনেক জনপ্রিয় একটি নাম নাগা মরিচ। নাগা মরিচ পৃথিবীর সবচেয়ে ঝাল মরিচ হিসেবে খ্যাত। মূলত সুগন্ধ আর স্বাদের জন্যই নাগা মরিচের এত কদর। অনেকেই সখ করে নাগা মরিচ নিজ বাড়ীর পিছনের বাগানে অথবা টবে চাষ করেন। বর্তমানে অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করছেন এই নাগা মরিচের।তেমনি যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনের ইস্ট হান্সবাড়ীর বাসিন্দা সিনিয়র সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের বাগানে লালে লাল নাগা মরিচ। প্রতি বছরের মত এবার ও শামীম এর বাগানে বাম্পার ফলন হয়েছে নাগা মরিচ।

সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম নাগা মরিচ টবে রুপন করেন। শামীম নাগা মরিচ নিজে খান ও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দের খুজ পান।পাশাপাশি আবার তিনি নাগা মরিচ দিয়ে আচার ও বানান।

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শুধুমাত্র স্বাদ বৃদ্ধির জন্যেই প্রয়োজন নাগা মরিচ।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝাল মরিচ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া নাগা মরিচের চাহিদা রয়েছে।

সিলেটের এই নাগা মরিচের সুখ্যাতি রয়েছে বিশ্বজুড়ে।

সিলেটের 'নাগা মরিচ': ঝালের জন্য বিশ্বখ্যাত। নাগা মরিচ। ভীষণ ঝালের কারণে পরিচিত।

দেশ বিদেশের ব্যাপক চাহিদার এবং মরিচ ঝাল, ঘ্রাণ আর রং এই তিন গুণেই আকৃষ্ট করে ভোজন রসিকদের। সাংবাদিক এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম বলেন, দেশে ও দেশের বাইরে সিলেটের মানুষের কাছেই নাগা মরিচের চাহিদা বেশি। তাই সিলেটিরা যেসব দেশে আছেন; সেখানে নাগা মরিচ রপ্তানি করতে পারলে উৎপাদন আরও বাড়বে।'

লন্ডন ইয়ুথ গেমসে টাওয়ার হ্যামলেটসের অসাধারণ সাফল্য

লন্ডন ইয়ুথ গেমস এর চূড়ান্ত পূর্বের ক্রীড়া উৎসবে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

গত ৪ থেকে ৬ জুলাই কুইন এলিজাবেথ অলিম্পিক পার্কে অনুষ্ঠিত লন্ডন ইয়ূথ গেমস এর ফাইনালে জুবিলি ট্রফি র‍্যাঙ্কিংয়ে এই সাফল্য অর্জন করে অংশগ্রহনকারীরা।

৩৭ টি প্রতিযোগিতায় এ বছর প্রায় ১০ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেন। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সেরা ২৪ টি পয়েন্ট স্কোরিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করে জুবিলী ট্রফি অর্জন করে। মোট ৭৮৫ জুবিলি পয়েন্ট সংগ্রহ করায় টিম টাওয়ার হ্যামলেটস ট্রফি র‍্যাঙ্কিংয়ে সম্মানজনক ১৩ তম স্থান অর্জন করে।

চলতি বছর ২৭টি স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করে টিম টাওয়ার হ্যামলেটস, যা বারার তরুণ ও যুবকদের শারীরিক-মানসিক বিকাশে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

লন্ডন ইয়ুথ গেমস এর একাধিক ইভেন্টে অংশ নিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটসের খেলোয়ারদের অসাধারণ অর্জনের মধ্যে হচ্ছে, ব্যাডমিন্টনে রৌপ্য নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থান, কায়াক স্প্রিন্টে রৌপ্য নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থান, কায়াক সালোমে ব্রোঞ্জ নিয়ে তৃতীয় অবস্থান এবং মহিলা টেবিল টেনিসে ব্রোঞ্জ নিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

কাউন্সিলের কালচার এন্ড রিক্রিয়েশন বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর মোহাম্মদ কামরুল হোসাইন বলেছেন, "লন্ডন ইয়ুথ গেমসের ফাইনাল ফেস্টিভালে অংশ নিতে পেরে আমি আনন্দিত। টাওয়ার হ্যামলেটস থেকে অংশগ্রহনকারী সকলকে এবং যারা চমৎকার পারফরম্যান্স দেখিয়ে ট্রফি ও মেডেল জয় করেছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা টাওয়ার হ্যামলেটসবাসীকে গর্বিত করেছেন।"

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিলভার জুবিলী উদযাপনের অংশ হিসেবে ১৯৭৭ সালে শুরু হয় লন্ডন ইয়ুথ গেমস। রানীর গোল্ডেন জুবিলি উপলক্ষে ২০০২ সালে প্রয়াত রানী এবং প্রিন্স ফিলিপ গেমস পরিদর্শন করেন।

২০২৭ সালে এই গেমসের ৫০ তম বার্ষিকী উদযাপন করা হবে। লন্ডন ইয়ুথ গেমস আয়োজকরা লন্ডনের বাসিন্দাদের কাছ থেকে গেমসের অতীতের দিনগুলোর গল্প-ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতা জানতে চান। এ জন্য সকলের কাছ থেকে তথ্য আহবান করা হয়েছে। সাফল্য উদযাপনের জন্য ফাউন্ডেশন প্রায় ৫ মিলিয়ন পাউন্ড ফান্ড সংগ্রহের লক্ষ্যে কাজ করছে। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গেমসটি সুরক্ষিত থাকে।

লন্ডনে বসবাসকারী ৭ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রায় ২ মিলিয়নেরও বেশি তরুণ মোট ৩৭টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এর মধ্যে অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড় ও অ্যাথলেটরা রয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, অলিম্পিয়ান স্যার মো ফারাহ, ক্রিস্টিন ওহুরুগো এমবিই, প্যারালিম্পিয়ান ডেভিড ওয়ার সিবিই, ইংল্যান্ডের ফুটবলার ক্লো কেলি ও রাহিম স্টার্লিং এমবিই।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বিচারব্যবস্থায় দেওয়ানি কার্যবিধির সংশোধন প্রসঙ্গে

ব্রিটিশ আমলে চালু হওয়া আইন দিয়ে বিচার বিভাগ চলছে। এই বিষয়টি যখন সুরাহা হওয়া জরুরি।

আমাদের সমাজে মানুষ যেসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তার অধিকাংশের মূলে রয়েছে সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধ। বেশির ভাগ ফৌজদারি মামলার উৎপত্তি হয়ে থাকে দেওয়ানি মামলাকে কেন্দ্র করে। এ কথা অনস্বীকার্য যে সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলে সমাজের অনেক বিরোধ কমে যাবে।

জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। দেশে বিদ্যমান দেওয়ানি কার্যবিধি আইনটি শত বছরের পুরোনো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে প্রণীত এই আইন বাংলাদেশের দেওয়ানি মামলার মূল আইন এবং একই সঙ্গে পদ্ধতিগত আইন হিসেবেও বিবেচিত হয়। দেওয়ানি কার্যবিধি প্রণীত হয়েছিল ১৯০৮ সালে। সেই হিসাবে এই আইনটির বয়স ১১৬ বছর।

১১৬ বছরে সমাজসভ্যতা ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হলেও সময়ের প্রেক্ষাপট ও চাহিদার নিরিখে এই আইনটি সেই মাপে উন্নীত করা হয়নি। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে; কিন্তু জনহয়রানি রোধ ও দ্রুত মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংশোধনীগুলো খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারেনি। ফলে দেশের উচ্চ ও অধস্তন আদালত মিলে দেওয়ানি মামলার পাহাড় জমে উঠেছে।

পরিসংখ্যান বলছে বাংলাদেশে অধস্তন আদালত এবং উচ্চ আদালত মিলে ৪৫ লাখ মামলা বিচারাধীন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল বিভাগে বিচারাধীন দেওয়ানি মামলা ছিল ১৯ হাজার ২৯১টি। একই সময়ে হাইকোর্টে বিচারাধীন দেওয়ানি মামলার সংখ্যা ছিল ৯৮ হাজার ৬১৯টি। অধস্তন আদালতে দেওয়ানি মামলার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ ৩৬ হাজার ২৪৭টি।বছরের পর বছর ধরে চলমান এসব মামলা-মোকদ্দমায় আদালতের বারান্দায় বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতার মধ্যে মামলাজট একটি বড় বাধা। আমি দেড় দশকের অধিক সময়ের বিচারক জীবনে এমন কিছু দেওয়ানি মামলা পেয়েছি, যা দায়ের হয়েছে আমার জন্মেরও আগে। জমি নিয়ে দাদার দায়ের করা মামলা নাতির আমলে এসে নিষ্পত্তি হয়েছে, এমন মামলাও পেয়েছি। বিচারকের এ রকম অভিজ্ঞতা রয়েছে।দেওয়ানি মামলা বিচারে দীর্ঘসূত্রতা এবং সময় ক্ষেপণের মূলে শত বছরের এই পুরোনো আইনটিকে তাই দূষছেন অনেকে। পুরোনো এই আইন বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্রুত বিচার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই স্বল্প সময়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি শতাব্দীপ্রাচীন এই আইন সংস্কার করা খুব প্রয়োজন ছিল। এসব দিক বিবেচনা করে দেওয়ানি বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশে ২০২৫ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে।দেওয়ানি মামলায় সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সমনজারি নিয়ে। বিদ্যমান আইনে বিবাদীর প্রতি সমন জারি করা হতো আদালতের পেয়াদা বা জারিকারকের মাধ্যমে। সেই সঙ্গে সমনের কপি ডাকযোগেও পাঠানো হতো বিবাদীর ঠিকানায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কখনো এই সমন ফেরত আসতে বছরের বেশি লেগে যায়।সরকারের ইচ্ছা থাকলে এই পুরাতন আইন পরিবর্তন সম্ভব। আমরাও চাই বিচারের নাম কেউ যাতে অবিচার না করতে।

ড. ইউনূসের তিন শূন্য তত্ত্ব ও যুবকল্যাণ

ড. মো. ফখরুল ইসলাম

বাংলাদেশে তরুণ জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বড় জনশক্তি। কিন্তু বেকারত্ব তাদের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রস্তাবিত 'থ্রি জিরোস' বা তিন শূন্য তত্ত্ব হলোড়শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বন নিঃসরণ। এখানে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে তরুণরা নিজেরাই উদ্যোক্তা হতে পারে।

এতে তারা চাকরির সন্ধান না করে অন্যের জন্য চাকরি তৈরি করতে পারে। এই মডেল সরকারি চাকরির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করে। এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ তরুণদের সবুজ ভবিষ্যৎ গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ কাজে লাগাতে থ্রি জিরোস কাজে লাগতে পারে।

বিশ্ব যখন বৈষম্য, জলবায়ু সংকট ও বেকারত্বের সংকটে দিশাহারা, তখন শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রস্তাবিত থ্রি জিরোস তত্ত্ব একটি আশাবাদের বাতিঘর মনে করা যেতে পারে। এই তত্ত্বের ভিত্তি মূলত একটি সামাজিক ব্যবসার কাঠামোতে দাঁড়িয়ে, যার উদ্দেশ্য মুনাফা নয়, মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান।

ড. ইউনূস মনে করেন, দারিদ্র্য দূরীকরণ কোনো দান-খয়রাতের বিষয় নয়, এটি সক্ষমতা ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতির মাধ্যমে সমাধানযোগ্য। মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচি এর অন্যতম হাতিয়ার, যা গরিব মানুষকে ভিক্ষুক নয়, বরং উদ্যোক্তা করতে সাহায্য করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে এই মডেল বিশ্বব্যাপী অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। তবে থ্রি জিরোর প্রথম স্তম্ভ হিসেবে ইউনূস দারিদ্র্য নির্মূলকে এখন আর কেবল ঋণ কার্যক্রমে সীমিত রাখছেন না। তিনি একটি নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের সামাজিক সমস্যাকে ব্যবসার লক্ষ্য বানাতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

তিনি আরো মনে করেন, শূন্য বেকারত্ব ধারণা চাকরি নয়, উদ্যোক্তা তৈরি করে। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, কেবল প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ ও উৎসাহের।

প্রযুক্তি, সামাজিক ব্যবসা এবং বিকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে যা বাস্তবায়ন সম্ভব। ইউনূস ইয়ুথ এবং ইউনূস সোশ্যাল বিজনেস গোবাল ইনিশিয়েটিভের মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, এটি বর্তমানের বাস্তবতা। বাংলাদেশ এই দুর্যোগের অন্যতম শিকার। অথচ আমরা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী নই। ইউনূস অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, এমন একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানেই হবে পরিবেশবান্ধব সমৃদ্ধি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সবুজ কৃষি ও কার্বন নিরপেক্ষ সামাজিক ব্যবসা হতে পারে এর অন্যতম চালিকাশক্তি।

কথা হচ্ছে, এই তত্ত্ব কেন এখন জরুরি মনে করা হচ্ছে? কারণ ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের ১ শতাংশ ধনীর হাতে বৈশ্বিক সম্পদের ৪৪ শতাংশের বেশি জমা হয়েছে। একই সঙ্গে পৃথিবীতে প্রতি ১০ সেকেন্ডে একজন শিশু অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে, প্রতি মিনিটে একজন যুবক বেকারত্বে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করছে। এই প্রেক্ষাপটে থ্রি জিরোস তত্ত্ব কেবল একটি আদর্শিক আহবান নয়। এটি সময়োপযোগী প্রণীত এবং প্রয়োগযোগ্য একটি বিকল্প উন্নয়ন মডেল। তাই ইউনূস সেন্টারের মাধ্যমে ৫০টিরও বেশি দেশে সামাজিক

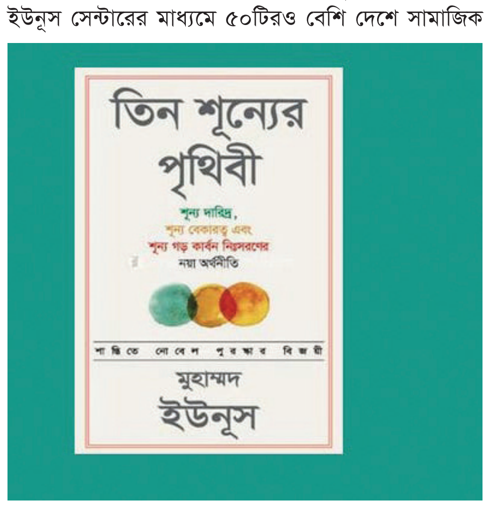

ব্যবসার প্রকল্প চলছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা বড় চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে। তা হলো শিক্ষিত বেকারত্বের ভয়াবহ বিস্তার। প্রতিবছর প্রায় ২২ লাখ নতুন কর্মক্ষম মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, যার বড় অংশই উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পাস। কিন্তু তাদের অনেকেই কোনো উপযুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজে পাচ্ছে না। সরকারি চাকরি সীমিত, বেসরকারি খাতে অনিশ্চয়তা, আর নিজের কিছু শুরু করার সাহস ও সহায়তার অভাবে তরুণরা হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় ইউনূস প্রস্তাবিত এই তত্ত্বে বেকার তরুণরা আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে।

ড. ইউনূস মনে করেন, বেকারত্ব কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, বরং এটি একটি কাঠামোগত সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। অথচ প্রতিটি তরুণের মাঝেই রয়েছে একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা, যাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিলে সে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে এবং অন্যদেরও দিতে পারে। সোশ্যাল বিজনেস কাঠামো এমন এক ধরনের ব্যবসা, যার লক্ষ্য মুনাফা নয়, সমাজের কোনো সমস্যা সমাধান। যেমনড়স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ কিংবা ডিজিটাল সেবা। এমন ব্যবসায় লাভ পুনরায় বিনিয়োগ হয় সমস্যার সমাধানে, মালিক বা উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত মুনাফা তোলে না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ গ্রাম থেকে এসেছে। তারা একদিকে যেমন বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো জানে, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়াও পেয়েছে। তাদের হাতে থাকা এই দ্বৈত জ্ঞানই হতে পারে সামাজিক ব্যবসার শ্রেষ্ঠ পুঁজি।

ড. ইউনূস এই মডেলকে 'জিরো ক্যাপিটাল স্টার্টআপস বাই ইয়ুথ' নামে ডেকে থাকেন। অর্থাৎ অনেক সময় মূলধন ছাড়াও উদ্যোগ শুরু করা সম্ভব, যদি চিন্তা ও ইচ্ছা থাকে। তবে এই সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়নে রয়েছে একাধিক চ্যালেঞ্জ। এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সোশ্যাল বিজনেস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। সরকার ও ব্যাংকগুলোকে যুবকদের সামাজিক ব্যবসার জন্য বিশেষ ঋণ সহায়তা চালু করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্টার্টআপ হাব ও ইনকিউবেশন ল্যাব তৈরি করতে হবে এবং মিডিয়া ও সমাজে চাকরির বাইরেও কর্মজীবনের বিকল্প পথ তুলে ধরতে হবে।

তরুণরা যেন শুধু সিভি লেখার চিন্তায় না থেকে সমাধান লেখার ভাবনায় চলে। এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকার ও সমাজ সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতেই হবে। আমাদের উচ্চশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত লাখ লাখ তরুণ, যুবক চাকরির অভাবে হতাশ, সেখানে সামাজিক ব্যবসা ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশ এই চক্র ভাঙতে পারে।

জিয়াউলের হাতেই ঘটে ইলিয়াসের শেষ পরিণতি

সিলেট অফিস : বরখাস্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত র‍্যাবের বিভিন্ন পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় নিজের টিম নিয়ে খুন করতেন তিনি। গুম করা ব্যক্তিকে খুন করতে তিনি বলতেন-‘গলফ করো’। অর্থাৎ ওকে খুন করো।

জিয়াউল আহসান এখন কেরানীগঞ্জ বিশেষ কারাগারের ধলেশ্বরী ভবনে ডিভিশনপ্রাপ্ত সেলে বন্দি আছেন। টেলিফোনে জানতে চাইলে বিশেষ কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার সায়েফ উদ্দিন নয়ন জানান, সুনির্দিষ্ট কী অপরাধে তিনি কারাগারে আছেন বলতে পারছি না। তবে তিনি ১৫টি মামলায় (ধারা ৩০২, ৩০৭, ১০৯, ৩২৬) বন্দি আছেন।

এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জিয়াউল আহসানের নৃশংসতার অসংখ্য কাহিনি জানা গেছে। পলাতক শেখ হাসিনা এবং তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক সিদ্দিকের নির্দেশেই বেশি মানুষকে গুম-খুন করেছেন জিয়াউল আহসান। তিনি হাসিনা ও তারিক সিদ্দিকের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাদের নির্দেশে গুম করে আয়নাঘরে রাখতেন ভিকটিমদের। সেখান থেকে বিভিন্ন কায়দায় খুন করে লাশ গুম করে দেওয়া হতো। জিয়াউল আহসান গুম হওয়া ব্যক্তিদের যমটুপি পরিয়ে মাইক্রোবাসে করে পোস্তগোলা ব্রিজ, কাঞ্চন ব্রিজ কিংবা কাঁচপুর ব্রিজে নিয়ে গিয়ে গুলি করে লাশ ফেলে দিতেন শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদীতে। একদিনে একজনকে দিয়ে ১১টি এবং আরেকজনকে দিয়ে ১৩টি খুন করারও রেকর্ড আছে। কখনো মাইক্রোবাসেই ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হতো। এরপর লাশ রেললাইনের ওপর শুইয়ে দিতেন। ট্রেন এসে লাশ দ্বিখণ্ডিত, ত্রিখণ্ডিত করত।

২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে কমলাপুর থেকে টঙ্গি পর্যন্ত ট্রেনে কাটা যত অজ্ঞাত পরিচয়ের লাশ পাওয়া যেত, তা সবই জিয়াউল আহসানের খুন করা। বেশিরভাগ খুন করা হয়েছে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীতে। একটি নির্দিষ্ট নৌকা ছিল। সেই নৌকায় করে যমটুপি পরা ব্যক্তিদের মাঝনদীতে নিয়ে টুপি খুলতেন। চোখ বাঁধা অবস্থায়ই থাকত। মাথার একেবারে কাছে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করতেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ও মগজ এসে পড়ত জিয়াউল আহসানের হাতে। তখন তিনি উল্লাস করতেন। কখনো আবার দেখা যেত আগেই হত্যা করা লাশ নৌকায় তুলে নিচে ও উপরে সিমেন্টভর্তি বস্তার সঙ্গে বেঁধে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিতেন, যাতে লাশ পানির নিচে তলিয়ে যায়। হতভাগ্য বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীর শেষ পরিণতিও ঘটে জিয়াউলের হাতে।

বিএনপির প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় নেতা সিলেট-২ আসনের সাবেক এমপি এম ইলিয়াস আলী ও তার গাড়িচালক আনসার আলীকে ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল রাতে বনানীর রাস্তা থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তি পরিচয়ে অপহরণ করা হয়।

পরে ইলিয়াস আলীকে গুম করার পর হত্যা করে মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের নেতৃত্বে একটি ‘কিলিং স্কোয়াড’। হত্যার পর খুনিচক্র ইলিয়াস আলীর লাশ যমুনা নদীতে ফেলে দেয়। এই চাঞ্চল্যকর গুম ও হত্যার নির্দেশদাতা ছিলেন খোদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সাদাপাথর চুরিতে তিন স্তরের লুটেরা

সিলেট অফিস : সাদাপাথর চুরি করে উত্তোলন থেকে শুরু করে ভেঙে বিক্রি করা পর্যন্ত জড়িত তিন স্তরের লুটেরা গোষ্ঠী। হাত বদলের মাধ্যমে এ পাথর চলে যেত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই তিনস্তরের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় দেড় শতাধিক ব্যক্তি। এর মধ্যে রাজনৈতিক পদ-পদবীধারী নেতারাও ছিলেন। লুটপাট, দখল ও চাঁদাবাজির অভিযোগে ইতোমধ্যে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দিনের পদও স্থগিত করা হয়েছে।

স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তিনটি ধাপে লুট হতো সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর। লুটপাটের প্রথম ধাপে শ্রমিক, দিনমজুর, দ্বিতীয় ধাপে ধলাই নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের ব্যবসায়ী ও তৃতীয় ধাপে ছিলেন ক্রাসার মেশিন মালিকরা। শ্রমিক ও দিনমজুররা সাদাপাথর চুরি করে এনে ধলাই নদীর পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতেন। শ্রমিকদের কেউ নৌকা হিসেবে আবার কেউ বর্গফুট হিসেবে মধ্যস্বত্তভোগী ব্যবসায়ীদের কাছে বোল্ডার (আস্তা) পাথর বিক্রি করে থাকে। নৌকা প্রতি তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকায় আর বর্গফুট হিসেবে প্রতি বর্গফুট গড়ে ৮০-৯০ টাকায় বিক্রি হয়। নদীর পাড়ের মধ্যস্বত্তভোগী ব্যবসায়ীরা নিজেরা মজুদ না করে সাথে সাথে সে পাথর ট্রাক ও ট্রলি দিয়ে পাঠিয়ে দেন ক্রাসার মেশিনে। ক্রাসার মেশিন মালিকরা সেই পাথর কিনে থাকেন ১১০ থেকে ১২৫ টাকা বর্গফুটে। এরপর বোল্ডার পাথর মেশিনে ভেঙে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের কাছে সেই পাথর বিক্রি করা হয়। ক্রাসার মেশিন মালিকরা আকারভেদে সেই পাথর ১১০ থেকে ১৬০ টাকা দামে বিক্রি করে থাকে। পাথর উত্তোলনে নিয়োজিত শ্রমিকদের অনেক সময় অগ্রীম টাকা দিয়ে থাকেন। পাথর নিজেদের কব্জায় রাখতে তারা শ্রমিকদের দাদন হিসেবেও টাকা দিয়ে থাকেন বলে জানা গেছে। পাথর উত্তোলন থেকে শুরু করে ভেঙে বিক্রি পর্যন্ত স্থানীয় প্রভাবশালীদের ধাপে ধাপে দিতে হয় চাঁদা। তবে এই চাঁদা আদায়কারীরা সবসময় থেকে যান আড়ালে।

স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, গেল বছরের ৫ আগস্ট থেকে সাদাপাথর লুট শুরু হয় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কতিপয় রাজনৈতিক নেতার মদদে। ইতোমধ্যে লুটপাট, দখল ও চাঁদাবাজির অভিযোগে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দিনের সকল পদ কেন্দ্র থেকে স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি লুটপাটের ঘটনায় যাদের নাম আলোচিত হচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন- উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহার আহমদ রুহেল, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাজ্জাদ হোসেন দুদু ও পূর্ব ইসলামপুর ইউপি চেয়ারম্যান আলমগীর আলম, উপজেলা শ্রমিকদলের সাবেক সভাপতি লাল মিয়া, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রজন মিয়া, উপজেলা বিএনপির সদস্য মানিক মিয়া। এর মধ্যে পাথর লুটের মামলায় চেয়ারম্যান আলমগীর আলমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

লুটপাটে নিজের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে জানতে সাহাব উদ্দিন ও বাহার আহমদ রুহেলকে ফোন দেওয়া হলে তাদের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর জানান, তার বালু-পাথরের কোন ব্যবসা নেই। সাদাপাথরের ধুলোও কোনদিন তার শরীরে লাগেনি। পাথর লুটপাটে আওয়ামী লীগের ডেভিলরা ছিলেন। বিএনপির সুনাম ক্ষুন্ন করতেই তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শুরু থেকেই লুটপাটের বিরুদ্ধে তিনি ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি (পদ স্থগিত) সাহাব উদ্দিন সোচ্চার ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন, স্মারকলিপি, সভা-সমাবেশ করাসহ বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি পালন করেছেন। কিন্তু প্রশাসন নিরব থেকে লুটপাটের সুযোগ করে দিয়েছে।

পাথর লুটের সাথে নিজের বা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের কেউ জড়িত নয় বলে দাবি করেছেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাজ্জাদ হোসেন দুদুও। তিনি বলেন, তিনি ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দিন সবসময় পাথর লুটের বিরুদ্ধে ছিলেন। নিজেরা পাথর পাহারা দিয়েছেন। লুট বন্ধে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিএনপির কেউই পাথর লুট বা চাঁদাবাজির সাথে জড়িত নয়, সাধারণ শ্রমিকরাই পাথর লুট করেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সাদাপাথর লুটে ধলাই নদীর দুইপাড়ে অন্তত দেড় শতাধিক ব্যক্তি জড়িত ছিল। এর মধ্যে পশ্চিম পাড়ে বোরহান, আজিম, শাহরিয়ার সাজন, জাহাঙ্গীর আলম, জাকির, এজাজ মাহমুদ, মোজাফফর, মানিক, রিয়াজ উদ্দিন, জৈন উদ্দিন, সালাউদ্দিন, রাজু মিয়া, সাইফুল মিয়া, আলমগীর হোসেন, কালা মিয়া, লাল মিয়া, আজিজুল, বেড়াই, দুলাল, তেরা মিয়া ও রনি নামের জনৈক ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন। আর পূর্ব পাড়ে যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম- রাজন, গিয়াস, নাজিম, জুবায়ের, শাহাব উদ্দিন, রাসেল মিয়া, আলেক মিয়া, সালেক মিয়া, আল আমিন, ফয়জুল হক, জৈন উদ্দিন, আবুল হোসেন, আলীম উদ্দিন, এরশাদ সিকদার, আমিন রশিদ, রহমত আলী, দেলোয়ার হোসেন।

এদিকে, লুটপাটে জড়িতদের তালিকা তৈরির কাজ করছে প্রশাসন। উচ্চ আদালতও লুটপাটকারীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনও লুটপাটে জড়িতদের চিহ্নিত করার কাজ করছে বলে জানা গেছে।

সিলেটের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জানান, পাথর লুটপাটের ঘটনায় জড়িতদের তালিকা এখনো হয়নি। উচ্চ আদালতের নির্দেশও এসে পৌছায়নি। নির্দেশ হাতে পাওয়ার পরই তালিকা তৈরি করা হবে।

সিলেট বিমানবন্দরে অভিযান, ৪ জনকে জরিমানা

সিলেট অফিস : সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের হয়রানি রোধে এবং বিভিন্ন অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছেন বিমানবন্দরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এই অভিযানে চারজনকে ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং গত দুই সপ্তাহে পাঁচজনকে আটক করে জরিমানা ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. এমদাদুল হক শরীফ। তিনি বলেন, ‘বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগদ যাত্রীদের কাছ থেকে বিমানবন্দরের লোডার পরিচয় দিয়ে টাকা দাবিসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিলো। তাই আমরা বিমানবন্দরের ক্যানোপি ও কার পার্কিং এলাকায় নিয়মিত অভিযান শুরু করি। এতে গত দুই সপ্তাহে পাঁচজনকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।’

বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায়, বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের লাগেজ টার্মিনাল ভবন থেকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠান মিট এন্ড গ্রিট সার্ভিস হিসেবে কাজ করছে। যেকোন যাত্রীর লাগেজ গাড়ী পর্যন্ত পৌঁছানো বা গাড়ীতে ওঠিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে তারা সার্ভিসটি নিয়ে থাকেন। যেসব যাত্রীর এই সার্ভিসের প্রয়োজন হয়না বরং নিজেই ট্রলিতে লাগেজ নিয়ে টার্মিনাল থেকে গাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তাদের টার্গেট করে পিছু ধরে বিমানবন্দরের লোডার পরিচয়ধারী ৩-৪ জনের একটি টিম। গাড়ীতে লাগেজ ওঠানোর পরপরই এই তিন চারজন মিলে অন্যায্য অর্থ দাবি করে। দাবীকৃত নগদ টাকা না দিলে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতে হয় যাত্রীদের। এসব কর্মকাণ্ড ঘটাতে ৪০-৫০ সদস্যের একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক মো. হাফিজ আহমদ সিলেটভিউকে বলেন, ‘যাত্রী হয়রানী বন্ধে আমাদের সিলেট এমএজি ওসমানী বিমানবন্দরে প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালিত হয়। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান পরিচালনা করে চারজনকে ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং গত ২ সপ্তাহে প্রায় ৫জনকে আটক ও জরিমানা করা হয়েছে।’

জাফলংয়ে পাথর লুট, ১৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সিলেট অফিস : গোয়াইনঘাটে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) জাফলং থেকে পাথর লুটের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ১০০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করে খনি ও খনিজ সম্পদ আইনে মামলা হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে গোয়াইনঘাট থানায় মামলাটি (নং-২৯(৮)/২৫) হয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার তোফায়েল আহমেদ। তিনি বলেন, মামলাটির বাদী গোয়াইনঘাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আবদুল মোনায়েম। মামলায় অজ্ঞাতনামা ১০০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশ পাথর লুটে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতারে চেষ্টা করছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ৭, ৮ ও ৯ আগস্ট রাত একটা থেকে চারটা পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির সময় জাফলং জিরো পয়েন্টে স্থানীয় পাথর চোরাকারবারিদের হুকুমে ৫০ থেকে ৬০টি বারকি নৌকা দিয়ে অজ্ঞাতনামা ১০০ থেকে ১৫০ পাথর চোরাকারবারি রাতের আঁধারে পাথর চুরি করে নিয়ে যায়। তারা ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের ৪০ থেকে ৫০ হাজার ঘনফুট পাথর চুরি করে। এসব পাথরের আনুমানিক দাম ৬০ লাখ টাকা। আসামিরা পরস্পরের যোগসাজশে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে ইসিএভুক্ত ডাইকি-পিয়াইন নদীর জিরো পয়েন্ট থেকে পাথর চুরি করে বিভিন্ন জলযান ও স্থলযানের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় সরিয়ে নেয়।

এর আগে ১৫ আগস্ট কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি থেকে পাথর লুটের ঘটনায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ারুল করিম অজ্ঞাতনামা ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। ওই মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ওই মামলার এজাহারে বলা হয়, কিছু দুষ্কৃতকারী গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাট করেছে মর্মে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা এ ঘটনায় জড়িত রয়েছেন, তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

সারা দেশে ৫১টি কোয়ারি (পাথর ও বালু উত্তোলনের নির্দিষ্ট স্থান) আছে। এর মধ্যে সিলেটের কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরে আছে আটটি পাথর কোয়ারি। এর বাইরে সিলেটে সাদাপাথর, জাফলং, বিছনাকান্দি, উৎমাছড়াসহ আরও ১০টি জায়গায় পাথর আছে। এসব জায়গা পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

সীমান্তের ওপারে ভারতের পাহাড়ি নদী থেকে এসব পাথর আসে। ২০২০ সালের আগে সংরক্ষিত এলাকা বাদে সিলেটের আটটি কোয়ারি ইজারা দিয়ে পাথর উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হতো। তবে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতির কারণে ২০২০ সালের পর আর পাথর কোয়ারি ইজারা দেওয়া হয়নি।

সিলেটের ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক দলের নেতারা সব সময় পাথর উত্তোলনের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন। বিগত পাঁচ বছরে তাঁরা নানাভাবে কোয়ারি ইজারা আবার চালুর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সরকার অনুমতি দেয়নি। এ অবস্থায় রাতের বেলা আড়ালে মানুষ অবৈধভাবে পাথর তোলা হতো। গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর টানা এক বছর দেদার পাথর লুটপাট করা হয়েছে।

রায়হান হত্যা মামলা : জামিন পেয়েই ভারতে পালালেন এসআই আকবর

সিলেট অফিস : সিলেটের বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে পাঁচ বছর আগে রায়হান আহমদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেন ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আকবর হোসেন। আলোচিত ও চাঞ্চল্যকর এই মামলার যুক্তিতর্ক শেষ হয়েছে। যেকোনো দিন রায় ঘোষণার কথা ছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে গত ৪ আগস্ট হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে গত রোববার (৯ আগস্ট) সিলেটের কারাগার থেকে মুক্তি পান। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাত সাড়ে আটটার দিকে এসআই আকবর আখাউড়া সীমান্ত হয়ে ভারত পালিয়ে গেছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেন হয়েছে বলে জানা গেছে।

এর আগে হাইকোর্ট থেকে এই আসামি জামিন পাওয়ার ঘটনা ছিল টক অব দ্যা সিলেট। জামিন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতা সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন।

জামিনের খবরে হতাশা ব্যক্ত করে নিহত রায়হানের মা বলেছিলেন, এখন সে দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। তার এই সন্দেহের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মাথায় ঘটনা সত্য হলো।

২০২০ সালের ১০ অক্টোবর হত্যাকাণ্ডের পরপরই ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় কানাইঘাট সীমান্ত থেকে আটক হন এসআই আকবর।

জুড়ী উপজেলা বিএনপির কাউন্সিল সম্পন্ন

জুড়ী সংবাদদাতা : দীর্ঘ দুই যুগ পর মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল রোববার সম্পন্ন হয়েছে। মক্তদীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রথম অধিবেশন শেষে দুপুর আড়াইটায় দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিলারদের ভোট গ্রহণ করা হয়। গণনা শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৭ ঘটিকায় ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এডভোকেট আবেদ রাজা।

নির্বাচনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য নাসির উদ্দিন আহমদ মিঠু ও জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা শরিফুল হক সাজু সমর্থিত দুটি প্যানেলে ৫ পদে ১০ জন প্রার্থী অংশ নেন। ৪২৬ জন ভোটারের মধ্যে ৪২৫ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও জায়ফরনগর ইউপি চেয়ারম্যান মাছুম রেজা। তিনি পেয়েছেন ২৪৮ ভোট। অপর প্রার্থী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি দেওয়ান আইনুল হক মিনু পেয়েছেন ১৭৫ ভোট।

২১৫ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মতিউর রহমান চুনু। অপর প্রার্থী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান আছকর পেয়েছেন ২০৪ ভোট।

সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গোয়ালবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাইয়ুম। তিনি পেয়েছেন ২৪৯ ভোট। অপর প্রার্থী মোঃ হেলাল উদ্দিন পেয়েছেন ১৭১ ভোট।

২০৮ ভোট পেয়ে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন উপজেলা বিএনপির সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মামুনুর রশীদ। অপর প্রার্থী মোঃ নজমুল ইসলাম পেয়েছেন ২০০ ভোট এবং মোঃ মুস্তাক খান নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেও ৮ ভোট পেয়েছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রুমেল উদ্দিন। তিনি সর্বোচ্চ ২৬১ ভোট পেয়েছেন। অপরপ্রার্থী আব্দুল লতিফ পেয়েছেন ১৫৭ ভোট।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও পিআর পদ্ধতি : বিভক্ত রাজনৈতিক দল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও পিআর পদ্ধতি। চলমান রাজনৈতিক বিতর্কের প্রধান দুই ইস্যু। এই ইস্যুতে দু'টি ধারায় বিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলো। এক ধারার নেতৃত্বে আছে বিএনপিসহ সমমনা দল ও জোট। আরেক ধারায় জামায়াত এনসিপিসহ আরও কয়েকটি দল। তবে এই বিরোধের নেপথ্যে দর কষাকষি না অন্য কিছু- এ নিয়ে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন।

অনেকে বলছেন, নির্বাচন নিয়ে বিরোধিতার পেছনে বিএনপিকে চাপে রাখার কৌশল হলেও আদতে আগামী দিনের সরকারে এনসিপি, জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা দলগুলোর অংশগ্রহণের বিষয়টিও আলোচনা আছে। তাদের মতে, মূলত এনসিপি ও জামায়াত চাইছে- বিএনপি'র ওপর চাপ সৃষ্টি করে ভোটের মাঠে আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ তৈরি করে নেয়া। ওদিকে দেশে যাতে নতুন কোনো সংকট তৈরি না হয় সেদিকে গুরুত্ব দিচ্ছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো। এজন্য জুলাই সনদে বড় ধরনের ছাড় দেয়ার মানসিকতা দেখিয়েছে বিএনপিসহ এসব দল। এই সনদ চূড়ান্ত করা ও এতে স্বাক্ষরের বিষয়েও নমনীয় অবস্থানে আছে এই দলগুলো।

এসব দলের নেতারা মনে করছেন কিছু বিষয়ে যে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে তা রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য। সতর্কতার সঙ্গে এই বিষয়গুলো সমাধান করার পক্ষে দলগুলো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও এমন পরিস্থিতিতে দলগুলোকে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিচ্ছেন। একইসঙ্গে অহেতুক বিতর্ক না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

চলমান রাজনৈতিক বিরোধকে দেশের জন্য ক্ষতিকর উল্লেখ করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মাহবুব উল্লাহ বলেন, এতে তৃতীয় পক্ষ লাভবান হতে পারে। দেশে অচলবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য রাজনৈতিক পক্ষ সমূহকে এখনই সাবধান হওয়া উচিত। তিনি বলেন, সব দলেরই নিজস্ব কৌশল থাকতে পারে। মতপার্থক্যও থাকবে। তাই বলে নির্বাচনের পথে বাধা সৃষ্টি করা গণতান্ত্রিকসুলভ আচরণ নয়। এই মুহূর্তে সবাইকে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সমীচীন বলে মনে করেন তিনি।

এদিকে জুলাই সনদ নিয়ে দলীয় সুবিধা নেয়ার গুঞ্জনকে জোরালোভাবে নাকচ করেছেন জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল নেতারা। তারা বলছেন, নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রয়োজন। যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে তারা বলেন, ১৩ই জুন লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বৈঠকের পর দেশে নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের ভারসাম্য একদিকে হেলে পড়েছে। যার প্রভাব পড়বে আসন্ন নির্বাচনের মাঠে। তাই হেলে পড়া প্রশাসনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। এজন্য নির্বাচনের মাঠ ঢেলে সাজাতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল একজন নেতা বলেন, যে যাই বলুক বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা বিএনপি'রই বেশি। এতে আমাদের তেমন অসুবিধারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু সেই নির্বাচনটা হতে হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ। এই অবাধ ও নিরপেক্ষতার গ্যারান্টিই পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, আমরা চাই ক্ষমতার ভারসাম্য।

দলটির মহাসচিব মাওলানা ইউনূস আহমাদ বলেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছরের প্রায় প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট ডাকাতি ও জালিয়াতি হয়েছে। এ কারণে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনমতের প্রতিফলন হয়নি। জুলাই অভ্যুত্থানের পর প্রত্যাশা ছিল অতীতের মতো নির্বাচন হবে না। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে দলগুলো একমত না হওয়া আমাদের হতাশ করেছে।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, পৃথিবীর ৯১ দেশে পিআর পদ্ধতি চালু আছে। যদিও পিআরের ছয়টি সিস্টেম আছে। আমরা বলেছি- বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং জনমানুষের আর্থ-সামাজিকের উপযোগী করে যে পদ্ধতিটা এপ্লিকেবল সে পদ্ধতি এখানে চালু করতে হবে। তিনি বলেন, পিআর পদ্ধতিতে তিন থেকে চারটি লাভ। এই সিস্টেমে ব্যক্তি নয়, দলের পক্ষে ভোট চাওয়া হয়। ফলে ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে দলের স্বার্থটা বড় হয়ে দাঁড়ায়। তখন ভোট নেয়ার ব্যাপারে কালো টাকা, পেশিশক্তি, মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ হয়। কোনো দল টোটাল কাস্টিং ভোটের এক পারসেন্টও যদি পায় তাহলে তিনশ-এর মধ্যে এক পারসেন্ট মানে তারা ৩টি আসন বা ৩টি সিট পাবে। কোনো দল যদি ত্রিশ পারসেন্ট ভোট পায় তাহলে ওই দল ৯০টা সিট পাবে। এভাবে দলগুলোর মধ্যে সিট ভাগ করা হবে। অংশগ্রহণকারী দলগুলো নির্বাচনের আগে তিনশত জনের একটি তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দিবে। কোনো দল ৩০টি সিট পেলে এই তালিকার প্রথম ৩০ জনকে এমপি হিসেবে ঘোষণা করা হবে। তাহলে এখানে ব্যক্তি স্বার্থ থাকলো না, দলের স্বার্থ হয়ে গেল।

তিনি বলেন, বর্তমান সিস্টেমে যে যাকে ভোট দিয়েছে সে বিজয়ী না হলে ভোটার বলে যে, তার ভোট পচে গেছে। পিআর পদ্ধতিতে হলে ভোট আর পচবে না। প্রতিটি ভোট মূল্যায়িত হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অংশীদার নিশ্চিত হয়। জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, যদি বিএনপি অনড় হতে পারে; আমরাও তো অনড়। আমাদের পিআর দিতে হবে। অনেকে বলে পিআর না দিলে কী করবেন। যখন দিবে না তখন সেটার বিষয়ে কথা বলবো। তিনি বলেন, কেয়ারটেকারও আমাদের দাবি একসময় মানতে চায়নি। অনেকে বলেছেন, না, এটা হয় না। কেউ কী নিরপেক্ষ হয়? কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেয়ারটেকারও মানতে বাধ্য হয়েছে।

জামায়াত পিআর নিয়ে এমন অবস্থান নিলেও আদতে তারা এতে অনড় অবস্থানে নেই একটি সূত্র জানিয়েছে। সূত্রের দাবি এ ইস্যুতে আলোচনার মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান চায় দলটি। সংসদের উচ্চ কক্ষে পিআর পদ্ধতি হলেও দলটি ছাড় দিতে রাজি হতে পারে।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতারাও পিআর এবং জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির ওপর জোর দিচ্ছেন। দলটির সূত্র জানিয়েছে, দলটি এখনো নিবন্ধন পায়নি। এছাড়া সারা দেশে তাদের সাংগঠনিক কাঠামোও জোরালো হয়নি। এ অবস্থায় আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন নেতারা। সূত্রের দাবি, জুলাই সনদসহ নির্বাচন ইস্যুতে দলটি সময় ক্ষেপণের কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে। যদিও নেতারা বলছেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হলে নির্ধারিত সময়ে তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে কোনো সমস্যা নেই।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকির ভাষ্য, বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন দেশ ও দেশের জনগণের প্রধান জাতীয় স্বার্থ। এটাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন যেকোনো তৎপরতাই জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা। এ রকম অবস্থান নেয়া ঠিক হবে না। কেউ অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাইলে সেটাকে তো ফ্যাসিবাদের ইশারা বলে মনে করা হবে।

বরিশালের সেই ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বরিশালে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলন চলাকালে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের এক নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে হোসাইন আল সুহান নামে ওই ছাত্রলীগ ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সুহান বরিশাল সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহর ঘনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, 'সুহানের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। নিষিদ্ধঘোষিত হওয়ার পরও তিনি আন্দোলনের আড়ালে সংগঠনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছিলেন।'

আন্দোলনকারীদের দিনের কর্মসূচিতে ছিল ডিসি অফিস ঘেরাও ও প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রদান। সকাল ১১টার দিকে কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি।

পরে স্মারকলিপি প্রদানের প্রস্তুতিকালে ছাত্রলীগ নেতা সুহানকে আটক করে পুলিশ।

আন্দোলনকারীদের দাবি, তারা শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করে আসছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় থাকা কিছু ক্যাডার আন্দোলনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে এই বক্তব্যে সঙ্গে আন্দোলনকারীরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি হননি।

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে ৪ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দেবে ইইউ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চার মিলিয়ন ইউরো (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫৬ কোটি ৭৬ লাখ টাকা) সহায়তা দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন যাতে আন্তর্জাতিক মানের সুষ্ঠু হয়, সে লক্ষ্যে ৪ মিলিয়ন ইউরো অর্থ সহায়তা দেবেন তারা।

এর আগে মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে ইইউর ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করেন। দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে একটি প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ইসির নির্বাচনী প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে মাইকেল মিলার আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের সুষ্ঠু হবে বলে তারা প্রত্যাশা করছেন।

তিনি জানান, আগামী মাসে ইইউর প্রাক নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষক দল

বাংলাদেশে আসবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ ইইউ এর জন্য অগ্রাধিকার।

মিলার বলেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য সহায়তা করবে ইইউ। গনতন্ত্রের সঙ্গে সবসময়ই আছেন তারা। বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আশা করে ইইউ।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন দেখতে চায় ইইউ। সেজন্য দেশের নির্বাচন বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নির্বাচন কমিশন ও সুশীল সমাজের সঙ্গে কাজ করবে তারা। বাংলাদেশের নির্বাচনে ডিসইনফরমেশন, মিসইনফরমেশন ও ডিজিটাল সমস্যার বিষয় নিয়েও কাজ করবে ইইউ।

রাষ্ট্রপতির কাছে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের পরিচয়পত্র পেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বঙ্গভবনে আয়োজিত এক সৌহার্দ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেন।

সাক্ষাৎকালে হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণকে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান।

তিনি বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক অভিন্ন ইতিহাস, অভিন্ন বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনের ওপর গভীরভাবে প্রোথিত এবং পাকিস্তান পারস্পরিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন আরো জোরদার করতে আগ্রহী বলে জোর দেন।

হাইকমিশনারকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান এবং কূটনৈতিক দাযত্বি পালনে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনে হাইকমিশনারের সফলতা কামনা করেন।

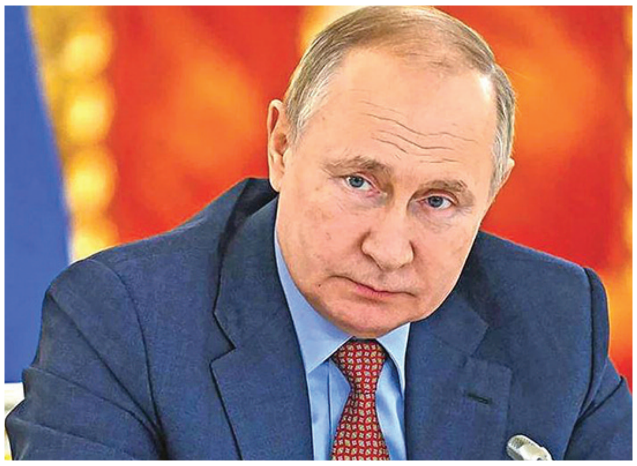

পুতিন কি চান?

পোস্ট ডেস্ক : হোয়াইট হাউসে ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ডনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এখন পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠক হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যুদ্ধ বন্ধে পুতিন কি চাচ্ছে। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন ন্যাটোতে যোগ দিতে পারবে না ইউক্রেন। এখন এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতির ঘোষণা এবং বাস্তবায়ন চায় রাশিয়া। পাশাপাশি দোনবাসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও চায় মস্কো। ফলে ইউক্রেনকে দোনেৎস্ক ও লুহানস্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি এলাকার নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে যেতে হবে। আলাস্কার বৈঠকে ট্রাম্পকে শান্তির প্রস্তাব দেন পুতিন। শর্ত দেন দোনেৎস্ক থেকে ইউক্রেনকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। বিনিময়ে জাপোরিঝিয়া এবং খেরসেন ফ্রন্ট থেকে নিজেদের সৈন্য সরিয়ে নেবে মস্কো। রাশিয়ার দাবি দোনবাস অঞ্চল তাদের। বর্তমানে লুনহান্সকের ৭০ শতাংশ এবং দোনেৎস্কের নিয়ন্ত্রণ তাদের কাছে। ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় হামলার আট বছর আগে ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলে নেয় রাশিয়া। যুদ্ধবিরতির পরিবর্তে একটি স্থায়ী শান্তি চুক্তিতে যেতে চান পুতিন। ধারণা করা হচ্ছে ট্রাম্পকে এ বিষয়ে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। যা ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের একটি নতুন মোড়।

যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজারের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল

পোস্ট ডেস্ক : আইন লঙ্ঘন ও মেয়াদ না থাকায় বিভিন্ন দেশের ৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিসা বাতিল হওয়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে হামলা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, চুরি ও সমন্ত্রবাদে সমর্থনের অভিযোগ আছে।

সন্ত্রাসবাদে সমর্থন বলতে কী বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তবে ফিলিস্তিনের পক্ষে সমর্থন জানানোয় সম্প্রতি কিছু শিক্ষার্থীর ওপর নজর রাখছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তাদের যুক্তি এসব শিক্ষার্থীর আচরণে 'ইহুদি বিদ্বেষ' প্রকাশ পেয়েছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ছয় হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে চার হাজার জনের ভিসা বাতিল করা হয়েছে আইন ভঙ্গ করায়। ২০০ থেকে ৩০০ জনের ভিসা বাতিল হয়েছে 'আইএনএ থ্রি-বি' এর আওতায়। যুক্তরাষ্ট্রে 'আইএনএ থ্রি-বি' আইনে এমন অপরাধকে বোঝানো হয় যা মানুষের জীবনের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের ভিসা সাক্ষাৎকার স্থগিত করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। গত জুনে প্রক্রিয়া আবার শুরুর ঘোষণা দেওয়ার সময় বলা হয়, সব আবেদনকারীকে তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলো প্রকাশ করতে হবে। অতিরিক্ত নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য এটির প্রয়োজন হবে। মার্কিন নাগরিক, সংস্কৃতি, সরকার, প্রতিষ্ঠান বা নীতির প্রতি আবেদনকারীদের বিদ্বেষমূলক কোনো কার্যক্রম আছে কি না তা যাচাই করতে এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

গত মে মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছিলেন, জানুয়ারি থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। তবে তিনি এর নির্দিষ্ট সংখ্যা জানেন না। রুবিও তখন আরও বলেন, আমরা সেই সব ব্যক্তির ভিসা বাতিল অব্যাহত রাখব যারা অতিথি হয়ে এখানে এসে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

ওপেন ডোরস নামের একটি সংস্থা জানায়, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ২১০টিরও বেশি দেশ থেকে আসা ১১ লাখের বেশি শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন।

'পূর্ব পাকিস্তানকে' ফিরে পাওয়ার খোয়াব দেখছে

পোস্ট ডেস্ক : একটি পাকিস্তানি সংবাদপত্র দ্য ক্যাচলাইন 'পূর্ব পাকিস্তানকে' ফিরে পাওয়ার খোয়াব দেখছে। পত্রিকাটি বলছে, ৫৪ বছর পর হিসাব নিকাশের সময় এসেছে। 'পূর্ব পাকিস্তান'কে ফিরে আসতে হবে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য ক্যাচলাইন এক নিবন্ধে এই অভিমত তুলে ধরেছে। সিনিয়র সাংবাদিক তাবাসসুম মোয়াজ্জাম খানের নিবন্ধটি দ্য ক্যাচলাইনে প্রকাশিত হয়।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, নিবন্ধটি এমন এক সময় প্রকাশিত হলো, যখন ঢাকা-ইসলামাবাদ সম্পর্কে নতুন হাওয়া লেগেছে। শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি কর্মকর্তারা ঢাকা সফর করছেন বিরতিহীনভাবে।

নিবন্ধে তিনি লেখেন, ১৯৭১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং তার চাণক্য-ধাঁচের উপদেষ্টারা মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নির্লজ্জভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। লক্ষ্য স্পষ্ট ছিল, পূর্ব পাকিস্তানকে মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ এবং প্রচারণার মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিচ্ছিন্ন করতে সফল হয়েছিল এবং সেই অংশ পাকিস্তান-বিদ্বেষী বাঙালি হিন্দু এবং তাদের মুসলিম সহযোগীদের হাতে তুলে দিয়েছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ হলো বাঙালির দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি। যেখানে মতপার্থক্য ও ব্যক্তি স্বার্থ ভুলে গিয়ে বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে বাঙালিরা একটি সত্তা হিসেবে রুখে দাঁড়ায় পাকিস্তানের শাসক শ্রেণির সকল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। শুরু হয় বিশ্বের সবচেয়ে মর্মান্তিক অথচ সফলতম যুদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়া বাঙালি সেনা, ছাত্র ও সাধারণ জনতার সমন্বয়ে গঠিত হয় শক্তিশালী সামরিক বাহিনী মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ। যারা মন প্রাণ সঁপে দিয়েছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে। তাদের হঠাৎ করে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তালিকায় ফেলে দেয়ার যৌক্তিকতা অবশ্য তুলে ধরেননি 'দ্য ক্যাচলাইন'-এ এই প্রতিবেদনের লেখিকা। তিনি পাকিস্তানিদের দেশপ্রেমের কথা বলতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, গত ৫৪ বছর ধরে যখনই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর মুজিবের হত্যাকারীদের দেশপ্রেমিক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামাবাদের এই সংবাদপত্রে।

বলা হয়েছে, একদল দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তার হাতে মুজিবের হত্যার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকারের প্রধান হিসেবে আবির্ভূত হন। দ্বিতীয় কাশ্মীর যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সম্মানিত কমান্ডার জিয়া (হিলাল-ই-জুরাত ভূষিত) পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ এবং ভারতের ইসলামী নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের পুত্র আব্দুল্লাহিল আমান আজমির ক্ষেত্রে তার হস্তক্ষেপ।

১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর পাকিস্তান বিরোধী উপাদান এবং বাঙালি হিন্দুদের বিরোধিতার মুখোমুখি হন আজমি, যারা তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কারণ তিনি এবং তার বাবা তখনও পাকিস্তানি নাগরিক ছিলেন। যখন বিষয়টি আরও তীব্র আকার ধারণ করে, তখন অধ্যাপক গোলাম আযম

ভারত তাদের তথাকথিত 'বিজয়' উদযাপন করেছে, তখনই দেশপ্রেমিক পাকিস্তানিরা প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করেছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের কুখ্যাত ছবি প্রচার করা হয়েছিল। সেই দিনটিতে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করা হয়, যা দেশদ্রোহী শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনের অধীনে সম্পন্ন হয়। যিনি তার ভারতীয় প্রভুদের নির্দেশে মুসলিম এবং দেশপ্রেমিক পাকিস্তানিদের একপাশে রেখে এই অঞ্চলটিকে হিন্দু আধিপত্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়, বিভাজনমূলক প্রভাব মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

দুঃখজনকভাবে, ১৯৮১ সালে তাকে হত্যা করা হয়, এরপর আসেন জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তার শাসনামলে, এরশাদ ভারত-সমর্থিত বাঙালি হিন্দু বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করেছিলেন। তবে, বিশ্বাস করা হয় যে তার রাজনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করার জন্য ভারত তাকে একটি হানিট্র্যাপের ফাঁদে ফেলেছিল। তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছিল। তবুও, এরশাদ পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য দেখাতে ভোলেননি। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল পাকিস্তানের নায়ক এবং জামায়াত-ই-এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন, যিনি সমস্যাটি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করেন। আমান আজমি, তার বাবার মতো সবসময়ই একজন কট্টর দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি একাধিকবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে তিনি বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সঙ্গীত বা পতাকাকে স্বীকৃতি দেন না, বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশকে প্রত্যাখ্যান করেনড়বিশেষ করে পহেলা বৈশাখের মতো উৎসব আরোপের বিষয়টিকে। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সম্মান রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনী এবং তাদের পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণার নিন্দা করেছেন।

পারমাণবিক কর্মসূচি বৃদ্ধির হুমকি উত্তর কোরিয়ার

পোস্ট ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া প্রেক্ষিতে পারমাণবিক কর্মসূচি বৃদ্ধির হুমকি দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) আল-জাজিরা প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নৌবাহিনীর একটি জাহাজ পরিদর্শনের সময় কিম এ মন্তব্য করেন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়াকে যুদ্ধ উস্কে দেওয়ার স্পষ্ট প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন।

প্রতিবেদনে বরাতে জানা যায়, দক্ষিণ কোরিয়ায় এই সপ্তাহে বার্ষিক উলচি ফ্রিডম শিল্ড মহড়া শুরু হয়েছে। এই মহড়ায় উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ক্ষমতার মোকাবেলার প্রস্তুতি সমন্বয় করা হবে। এই মহড়া ১১ দিন ধরে চলবে।

সিউল এবং ওয়াশিংটন দাবি করছে, এই মহড়া সম্পূর্ণরূপে প্রতিরক্ষামূলক। কিন্তু পিয়ংইয়ং এই মহড়াকে আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করছে।

এদিকে চলতি মাসের শেষের দিকে ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লির মধ্যে আলোচনায় উত্তর কোরিয়ার অবস্থান তুলে ধরার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই আলোচনায় পিয়ংইয়ংয়ের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রোধের প্রচেষ্টার এজেন্ডা শীর্ষে থাকবে।

সিউলের কোরিয়া ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল ইউনিফিকেশনের বিশ্লেষক হং মিন জানান, 'এই পদক্ষেপের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে পারমাণবিক অস্ত্র উন্নতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।'

গত বছর ফেডারেশন অফ আমেরিকান সায়েন্টিস্টস কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণায় ধারণা করা হয়েছিল, উত্তর কোরিয়া ৯০টি পর্যন্ত পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উপাদান তৈরি করেছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ৫০টির কাছাকাছি মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি পিয়ংইয়ং তার নৌ সক্ষমতাও উন্নত করছে। উত্তর কোরিয়ার পাবলিক ব্রডকাস্ট কেসিএনএ জানিয়েছে, দেশটি আগামী বছরের অক্টোবরের মধ্যে ৫ হাজার টনের চো হিওন শ্রেণীর তৃতীয় ডেস্ট্রয়ার জাহাজ নির্মাণ করবে। এইদিকে জাহাজগুলির জন্য ক্রুজ এবং বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে।

লেবার পার্টির এমএসপি কলিন স্মিথ

লেবার পার্টি বরখাস্ত করেছে এবং এখন সংসদের ওয়েবসাইটে তাকে স্বাধীন হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তার ডামফ্রিজ শেরিফ কোর্টে হাজির হওয়ার কথা রয়েছে।

স্মিথ বেশ কয়েকটি ফ্রন্টবেঞ্চের ভূমিকা পালন করেছেন, সম্প্রতি ২০২৩ সালের এপ্রিলে এবং পূর্বে স্কটিশ লেবার পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়ত্বি পালন করেছেন।

স্মিথ পরে এক বিবৃতিতে জানান, "এই ঘটনাগুলি আমাকে হতবাক করেছে এবং এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র। "আমি স্পষ্টতই যেকোনো অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি এবং আশা করি বিষয়টি দ্রুত সমাধান করা যাবে। "এই পর্যায়ে তিনি আর কোনও মন্তব্য করবেন না বলে জানান।"

একজন লেবার মুখপাত্র বলেছেন: "তদন্তের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় কলিন স্মিথের এমএসপি থেকে হুইপকে অপসারণ করা হয়েছে।

"তদন্ত চলাকালীন আমরা এই বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করতে পারি না।"

পুলিশের তদন্ত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর দলটি সপ্তাহান্তে স্মিথকে বরখাস্ত করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে। স্মিথকে ৫ আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি স্কটিশ লেবার নেতা আনাস সারওয়ারের সাথে একটি ভিডিওতে উপস্থিত হয়েছিলেন যা দুই দিন পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে তা মুছে ফেলা হয়।

সিলেটে ২ হাজার কোটি টাকার পাথর

তবে যারা আসছেন তারা আক্ষেপ করছেন।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও পাথর উত্তোলন ও লুটপাটের টাকা ভাগাভাগিতে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল। কারণ, পাথর উত্তোলন, পরিবহন, মজুত রাখা, ভাঙা ও বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

স্থানীয় প্রশাসনও পাথর উত্তোলনের পক্ষে সম্প্রতি মত দিয়েছে। কিন্তু সরকার সাড়া দেয়নি। পরে হয় শুরু গণলুট। লুটের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদেরই দায়ী করছেন পরিবেশকর্মীরা। তবে বিষয়টি চারিদিকে চাউর হওয়ার পর লুটপাটের নায়করা গাঁ ঢাকা দিয়েছেন।

সূত্র জানায়, সারা দেশে ৫১টি কোয়ারি (পাথর, বালু ইত্যাদি উত্তোলনের নির্দিষ্ট স্থান) রয়েছে। এর মধ্যে সিলেটের কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরে রয়েছে আটটি পাথর কোয়ারি। এর বাইরে সিলেটে আরও ১০টি জায়গায় পাথর রয়েছে। যেমন সাদাপাথর, জাফলং, বিছনাকান্দি ও উৎমাছড়া। এসব জায়গা পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

এসব কোয়ারিতে পাথর আসে সীমান্তের ওপারে ভারতের পাহাড়ি নদী থেকে। বহু বছর ধরে পানির স্রোতের সঙ্গে এসব পাথর এসে কোয়ারি তৈরি হয়েছে। ২০২০ সালের আগে সংরক্ষিত এলাকা বাদে সিলেটের আটটি কোয়ারি ইজারা দিয়ে পাথর উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হতো। তবে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতির কারণে ২০২০ সালের পর আর পাথর কোয়ারি ইজারা দেওয়া হয়নি।

স্থানীয়রা জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞায় পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকা পাথররাজ্যে লুটপাট শুরু হয় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পটপরিবর্তনের পর থেকে। ভোলাগঞ্জের শাহ আরেফিন টিলা, রোপওয়ে বাংকার থেকে প্রকাশ্যে পাথর উত্তোলন করে এখন ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ছিল 'সাদা পাথর' ও তৎসংলগ্ন বসত বাড়ি। কোথাও কোথাও প্রভাবশালী নেতারা প্রভাব খাটিয়ে বসতবাড়ি কিনে নিয়ে পাথর উত্তোলন করে তাদের উদ্দেশ্য সফল করেছেন।

সিলেটে পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিস রয়েছে, রয়েছে তাদের কার্যক্রম। কিন্তু পাথর লুটপাটের খবর যেন তাদের কাছে ছিল অজানা। তারা ওদিকে যেতে যেন ভয় পেত। মাঝে মধ্যে চাপ আসলে লোক দেখানো অভিযান করে দায় সারত। অভিযোগ রয়েছে, সিলেটের পাথর, বালু লুটপাটে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্তাদের শক্ত সমর্থন ছিল। অনেক কর্মকর্তা এখানের অবৈধ অর্থে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন।

স্থানীয়রা বলছে, সম্প্রতি সাদা পাথর এলাকায় কয়েক দফা পাহাড়ি ঢল নামে। প্রতিবারই ঢলের তোড়ে স্তরে স্তরে পাথর ও বালু নামে। এবার দফায় দফায় ঢলের পর শুধু বালু দেখা গেছে। বালুর স্তর সরিয়ে পাথর লুটপাট হয়েছে। দুই সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার পাথর লুট হয়েছে।

গত ১৪ জুন সকালে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) জাফলং পরিদর্শনে গেলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের গাড়িবহর আটকে দেন বালু-পাথর ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা।

এ সময় তারা বন্ধ থাকা জাফলংসহ সিলেটের পাথর কোয়ারিগুলো চালুর দাবিতে স্লোগান দেন। কিন্তু পাথর কোয়ারিগুলো খুলে দেওয়ার দাবিতে যখন উপদেষ্টাদের গাড়ি আটকানো হয়, তখনো পাথর লুটপাটের ঘটনা অব্যাহত ছিল।

সাদাপাথর যাওয়ার ঘাট হিসেবে পরিচিত ধলাই নদতীরের ভোলাগঞ্জের ১০ নম্বর এলাকা। সেখানকার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, পাহাড়ি ঢল নেমে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় পর্যটকরা সাদা পাথরে যাওয়া বন্ধ থাকার সুযোগে চলে লুটপাট। মাত্র এক সপ্তাহে দিন ও রাতে হাজার খানেক বারকি নৌকা ব্যবহার করে পাথর লুট হয়েছে। অনেকটা মব স্টাইলে হওয়ায় ভয়ে পুলিশ প্রশাসনও ছিল সাক্ষী-গোপালের ভূমিকায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দাদের অনেকে বলেন, পাথররাজ্যে বড় লুটপাট হয়েছে গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে। দিনে ও রাতে চলেছে লুটের মচ্ছব। সে সময় প্রতিরাতে অন্তত শতাধিক গাড়ি পাথর কোম্পানীগঞ্জ থেকে বের হয়ে যেতো। আর পাথর লুটের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা। উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ, বিজিবির নীরবতায় লুট হয়েছে সাদাপাথরও। স্থানীয় কালাসাদেক বিওপি অতিক্রম করেই যেতে হয় পাথর কোয়ারিতে। বিজিবির ফাঁড়ি এলাকা মাড়িয়েই পাথরের ট্রাকগুলো যায় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) সিলেট বিভাগীয় সমন্বয়ক শাহ সাহেদা আখতার বলেন, '৫ আগস্টের পরিবর্তন সারা দেশে এসেছে। সেটিকে আমরা রাজনৈতিক পরিবর্তন ধরে নিয়েছি। কিন্তু সব দিক দিয়ে নেতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তেমনি নেতিবাচক পরিবর্তন সিলেটেও এসেছে। এখানে প্রশাসনের কোনো তদারকি নেই। ধ্বংসযজ্ঞ দেখে মনে হয়, এই বিষয়গুলো ঠেকানোর কেউ নেই।'

পরিবেশ অধিদপ্তর সিলেটের সহকারী পরিচালক বদরুল হুদা বলেন, 'জাফলং যেমনি ইকোলজিক্যালি এরিয়া, তেমনি সাদাপাথর নয়। যে কারণে সাদা পাথরে অভিযান চালাতে পারি না। ইতোমধ্যে জাফলংয়ে অভিযানে ১২টার বেশি মামলা করেছি। তারপর জেলা প্রশাসন থেকে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালিত হলে আমরা সংযুক্ত থাকি। মূলত এটি খনিজসম্পদের আওতায়। পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আমলযোগ্য নয়। যেমনটি লোভাছড়াতে অভিযান চালিয়ে মামলা করতে গেলে খনিজসম্পদ থেকে চিঠি দিয়ে বাধা দেয়।'

দেশের নির্মাণ খাতে পাথরের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশ থেকে প্রায় ৯৫ লাখ মেট্রিক টন পাথর আমদানি করেছেন ব্যবসায়ীরা, যার দাম দেখানো হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। দেশের নির্মাণ খাতে পাথরের চাহিদার বড় অংশ আমদানি করে মেটানো হয়। বাকিটা চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ হয় দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প ও সিলেট থেকে উত্তোলন করা পাথর দিয়ে।

সিলেটে প্রতি ঘনফুট পাথর আকার ও ধরনভেদে ৬০ থেকে ১৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়। লুটপাট করা পাথরের দাম প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা বলে ধারণা করছেন কেউ কেউ। তবে কোনো হিসাব বা প্রাক্কলন পাওয়া যায়নি।

সিলেটের ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক দলের নেতারা সব সময় পাথর উত্তোলনের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। বিগত পাঁচ বছরে তাঁরা নানাভাবে পাথর কোয়ারি ইজারা আবার চালুর চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সরকার অনুমতি দেয়নি। গত ২৭ এপ্রিল দেশের ৫১টির মধ্যে ১৭টি কোয়ারির ইজারা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্যে আটটি সিলেটের। তবে সংরক্ষিত এলাকা, পর্যটনকেন্দ্র ও কোয়ারিগুলোর পাথর একসঙ্গে লুট করে নেওয়া ঠেকানো যায়নি।

সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে গত ২৪ জুন জেলা পাথর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে কোয়ারি ইজারার দাবিতে মানববন্ধন হয়। এতে যোগ দিয়ে একাত্মতা জানান সিলেটের বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ ছয় নেতা। তাঁরা হলেন সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর সিলেট মহানগরের আমির মো. ফখরুল ইসলাম ও জেলার সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীন এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিলেট জেলার প্রধান সমন্বয়কারী নাজিম উদ্দিন ও মহানগরের প্রধান সমন্বয়কারী আবু সাদেক মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম চৌধুরী।

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবীও গত ৯ জুলাই এক সভায় পাথর উত্তোলনের পক্ষে মত দেন। সিলেটের পাথরসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ ও সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে তিনি বলেন, 'সারা দেশে পাথর উত্তোলন করা গেলে সিলেটে যাবে না কেন? এর সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকা জড়িত।'

সিলেটের পরিবেশকর্মীরা বলেছেন, রাজনীতিবিদদের এই অবস্থান পাথর লুটে উৎসাহ দিয়েছে। লুটপাটের পর নেতারা অবশ্য বলছেন, তাঁরা লুটের পক্ষে নন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগ নেতার মদদে রাতের আঁধারে অবৈধভাবে পাথর ও বালু লুট করা হতো। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সিলেটের সব কটি কোয়ারির নিয়ন্ত্রণ নেন বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতারা। অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের মদদেই প্রকাশ্যে পাথর লুট শুরু হয়।

পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর পুলিশি কার্যক্রমের ঘাটতির সুযোগে জেলার প্রতিটি কোয়ারিতে পাথর লুট শুরু হয়। এ সময় গোয়াইনঘাটের জাফলং, বিছনাকান্দি; কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি, শাহ আরেফিন টিলা, সংরক্ষিত বাংকার (রেলওয়ের পুরোনো স্থাপনা) এলাকা ও উৎমাছড়া এবং কানাইঘাটের লোভাছড়ার পাথর অবৈধভাবে উত্তোলন শুরু হয়। এক বছর ধরে লুটপাটের কারণে এসব এলাকা এখন অনেকটাই পাথরহীন।

অন্য সব জায়গায় পাথর বেশির ভাগ লুট করার পর নজর পড়ে পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর এলাকায়। গত ২৩ এপ্রিল থেকে সেখানে লুটপাট শুরু হয়। তবে সেখানে বেশি লুটপাট হয়েছে বিগত এক মাসে।

সূত্র বলছে, জাফলংয়ে পাথর লুটপাটে মদদদাতাদের একজন জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ওরফে শাহপরান রয়েছেন। গত বছরের ১৪ অক্টোবর তাঁর দলীয় পদ স্থগিত হয়। নাম রয়েছে গোয়াইনঘাট উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির বহিষ্কৃত কোষাধ্যক্ষ মো. শাহ আলম ওরফে স্বপন, জেলা যুবদলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম (লুটপাটের অভিযোগে গত ৯ জুন বহিষ্কৃত), পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ বক্সসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের অন্তত ৩৫ জন নেতা-কর্মীর।

এদিকে বিএনপির একটি সূত্র জানিয়েছে, সাদাপাথরসহ কোম্পানীগঞ্জে অবৈধভাবে বালু-পাথর উত্তোলনের ঘটনায় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নাম আসার বিষয়টি তদন্ত করতে কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় সিলেটে আসেন বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবাবিষয়ক সহসম্পাদক আবদুল কাদির ভূঁইয়া (জুয়েল)। তিনি গত মঙ্গলবার সাদাপাথর এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনের পাশাপাশি ঘটনা তদন্তে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। দ্রুতই তিনি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন।

সাদাপাথর লুটে ১৩৭ নাম : কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর লুটের ঘটনায় জেলা প্রশাসনের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। রিপোর্ট ১৩৭ জন জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি পাথর লুট বন্ধে ১০টি সুপারিশ করা হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে এ তদন্ত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন দাখিল করেন কমিটির প্রধান ও সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) পদ্মাসন সিংহ।

বিষয়টি নিশ্চিত করছেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ। তিনি জানান, সাদাপাথর লুটের সাথে জড়িত ১৩৭ জনের নাম প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আর আগামীতে পাথর লুট বন্ধে ১০টি সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হবে।

৭ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনে যে ১৩৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী।

দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করা সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ১২ আগস্ট জেলা প্রশাসক তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক আফজালুল ইসলাম ও কোম্পানীগঞ্জের সদ্য বদলিকৃত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আজিজুন্নাহার। তাকে কমিটিতে রাখায় সমালোচনার ঝড় উঠে।

কারণ, পাথর লুটকারীদের তিনি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং অনেকের ধারণা, তাদের সঙ্গে তারও যোগসাজশ ছিল। কমিটি ১৭ আগস্ট রিপোর্ট দেওয়ার কথা থাকলেও পরে আরও তিনদিন সময় বাড়ানো

মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট দিয়ে ভোটার

অনুযায়ী, আবেদনকারীদের অনলাইনে পূরণকৃত আবেদন ফরম-২(ক), বিশেষ এলাকার ভোটারদের জন্য 'বিশেষ তথ্য ফরম' (সি ক্যাটাগরি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), মেয়াদোত্তীর্ণ বা সচল বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি, বিদেশি পাসপোর্টের কপি অথবা তিনজন প্রবাসী এনআইডি-ধারীর প্রত্যয়নপত্র, অনলাইন ভেরিফায়েড জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি, ১ কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি, পিতা-মাতার এনআইডি/জন্ম/মৃত্যু সনদ/ওয়ারিশ/নাগরিক সনদ/পাসপোর্ট কপি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা সনদ (এসএসসি/সমমান), ড্রাইভিং লাইসেন্স বা টিআইএন নম্বর, নিকাহনামা ও স্বামী/স্ত্রীর এনআইডি, নাগরিকত্ব সনদ এবং ঠিকানা সম্বলিত ইউটিলিটি বিল/হোল্ডিং ট্যাঙ রশিদ ইত্যাদি প্রয়োজন হবে।

গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি অবশ্যই নিবন্ধন কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। তবে প্রয়োজনে আবেদনকারীর প্রতিনিধির মাধ্যমে বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের কাছে দলিলাদি জমা দেওয়া যাবে। পাশাপাশি আবেদন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচন অফিসারের সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপের ফলে দীর্ঘদিন ধরে যারা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্টের কারণে ভোটার হতে পারছিলেন না, তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হলো। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের পথে বড় অগ্রগতি হলো বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশে নিজের বিচার নিয়ে মুখ

চলছে তা একটি প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি বানানো অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দ্বারা পরিচালিত। গত এক বছরে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো বারবার পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ একবারও আমার সাথে যোগাযোগ করেনি। আমি কখনও কোনো আদালতের সমন পাইনি, বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে সাড়া পাইনি।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'যদি এটি একটি প্রকৃত আইনি প্রক্রিয়া হতো, তাহলে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমার বা আমার আইনি দলের সাথে যোগাযোগ করত, আমাদের আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্রের জবাব দিত, এবং তাদের কাছে থাকা প্রমাণ পেশ করত। এর পরিবর্তে, তারা মিথ্যা এবং হয়রানিমূলক অভিযোগ ছড়িয়েছে, যা সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে কিন্তু তদন্তকারীরা কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে আমার কাছে উপস্থাপন করেনি।'

৪২ বছর বয়সী টিউলিপ সিদ্দিক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রফেসর ইউনূস এতে সাড়া দেননি। এ বিষয়টি আজ আবারও উল্লেখ করেছেন তিনি।

টিউলিপ লিখেছেন, 'লন্ডনে ড. ইউনূসের সাম্প্রতিক সফরের সময় তার সাথে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। আমি শুরু থেকেই স্পষ্ট যে আমি কোনো ভুল করিনি এবং আমার কাছে উপস্থাপন করা যেকোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের জবাব দেব।'

এদিকে দুদকের তদন্তে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা এবং তাদের সন্তানদের নামে মোট ছয়টি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি শেখ হাসিনার নিজের নামে, আরেকটি তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে, অপর একটি তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নামে।

অপরদিকে শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার নামে, তার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববির নামে ও অপরটি তার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীর নামে। টিউলিপের নামে প্লট না থাকলেও প্রভাব খাটিয়ে নিজের মা, বোন ও ভাইকে প্লট পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে তাকে আসামি করা হয়েছে।

১ বছরে ৩৮৩ মানবাধিকার কর্মী খুন

পোস্ট ডেস্ক : গত বছর ৩৮৩ জন মানবাধিকার কর্মী নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে জাতিসংঘ। এর মধ্যে অর্ধেক গাজায়। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান টম ফ্লেচার এর নিন্দা জানিয়েছেন এবং একে আন্তর্জাতিক মহলের উদাসীনতা বলে অভিহিত করেছেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা। এতে বলা হয়েছে, গাজায় চলমান নিরলস সংঘাতের কারণে গত বছরের তুলনায় ৩১ শতাংশ হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন এমন ১৮১ জনকে খুন করা হয়েছে। সুদানে প্রাণ হারিয়েছেন ৬০ জন। ফ্লেচার বলেছেন, একজনের ওপর হামলা চালানো মানে আমাদের সবার ওপর হামলা চালানো। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা লজ্জাজনক।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের বেশিরভাগ স্থানীয় কর্মী ছিলেন। কেউ কাজে থাকা অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন কেউ বা তাদের বাড়িতে থাকা অবস্থায়। ফ্লেচার বলেছেন, মানবিক সম্প্রদায় হিসেবে আমরা দাবি করছি, ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা যেন মানবতার জন্য কাজ করেন। বেসামরিক নাগরিক ও সাহায্য কর্মীদের সুরক্ষা দিয়ে অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনারও আহ্বান জানানো হয়। এ বছরের বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত অস্থায়ী পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৪ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত ২৬৫ জন সাহায্য কর্মী নিহত হয়েছেন। গাজার দক্ষিণাঞ্চলের রাফাহ শহরে এ বছরে মারাত্মক হামলা চালানো হয়। এতে ১৫ জন চিকিৎসক প্রাণ হারান। ইসরাইলি সেনাবাহিনী ওই মৃতদেহ ও জরুরি সেবা দিয়ে থাকে এমন যানের ওপর বুলডোজার চালিয়ে দেয়।

জাতিসংঘের উদ্ধারকর্মীরা এক সপ্তাহ পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জাতিসংঘ জানিয়েছে, সাহায্যকর্মীদের ওপর হামলা আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। ফ্লেচার বলেছেন, সাহায্য কর্মীদের ওপর সহিংসতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এটি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ২০২৩ সালে ইথিওপিয়া ও সিরিয়াতে ১৪ জন করে সাহায্যকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। ২০২৪ সালে ইউক্রেনে নিহত হয়েছেন ১৩ জন। এর আগে ইউক্রেনে ২০২৩ সালে ৬ সাহায্য কর্মী প্রাণ হারান। এদিকে জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, এ বছর এ পর্যন্ত ১৬ টি এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয় এমন স্থানে ৮০০ হামলা চালানো হয়েছে। এতে করে কমপক্ষে ১ হাজার ১০০ স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগী নিহত হন। আহত হন কয়েকশ। ২০০৩ সালে বিশ্বমানবাধিকার দিবসে ইরাকের বাগদাদে জাতিসংঘের কার্যালয়ে হামলায় জাতিসংঘের অধিকার বিষয়ক প্রধান সার্জিও ভিয়েরা ডে মেলো ও অন্য ২১ মানবাধিকার কর্মী নিহত হন।

ভারতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক

করছে, বাংলাদেশি কোনো নাগরিক দ্বারা ভারতের মাটিতে যেন বাংলাদেশবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হতে পারে তা নিশ্চিতে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং অবিলম্বে ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় বন্ধ করবে।
এদিকে ভারতের ভূখণ্ডে বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, এমন কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের মাটিতে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় ও কার্যক্রম বন্ধের জন্য দিল্লিকে অনুরোধ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে রণধীর জয়সওয়াল এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'ভারতের মাটিতে কথিত আওয়ামী লীগের সদস্যদের বাংলাদেশবিরোধী কোনো ধরনের কর্মকাণ্ড বা ভারতের আইনবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তারা অবগত নন।' তিনি আরো বলেন, 'ভারত সরকার অন্য দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয় না।
সুতরাং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুচিত।' এ সময় রণধীর জয়সওয়াল পুনর্ব্যক্ত করেন, 'বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা ও ম্যান্ডেট নির্ধারণের জন্য শিগগিরই অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করছি।'
এর আগে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, 'নিষিদ্ধ' রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অফিস ভারতের রাজধানী দিল্লি এবং কলকাতায় স্থাপনের খবরে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

জুলাই সনদ নিয়ে মতামত জমা দিলো

থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গত ১৬ আগস্ট রাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বহুল আলোচিত জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫-এর চূড়ান্ত খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সে সময় ২০ আগস্টের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে মতামত জমা দিতে বলা হয়েছিল।

ফেঞ্চুগঞ্জের বিশিষ্ট মুরব্বী আব্দুস সালাম

ও সজ্জন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। জীবদ্দশায় বহু সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।
এদিকে মরহুমের দুই জামাতা নর্থ ওয়েলসের কলিন বে এর কাউন্সিলর আব্দুল মকিত খান ও চ্যানেল এস এবং বাংলা পোস্ট এর সিইও তাজ চৌধুরী জানাজার নামাজে অংশ গ্রহণ ও দাফন কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং সকলের নিকট মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা জন্য দোয়া চেয়েছেন।

শেখ মোঃ মফিজুর রহমান বাসায়

রহমান সাহেবকে তাঁর বাসায় দেখতে যান সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের প্রধান সম্পাদক তাজ চৌধুরী এবং সাবেক প্রধান সম্পাদক কে এম আবু তাহের চৌধুরী ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন ।তাঁকে আরো কয়েক সপ্তাহ বাসায় রেষ্ট নিতে ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন। দেশে বিদেশে যারা তার জন্য দোয়া করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে
আরো দোয়া করার অনুরোধ জানিয়েছেন।
তাঁর অপারেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন যে -একমাত্র মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে ও সকলের দোয়ায় তিনি ফিরে এসেছেন ।দোয়া হচ্ছে একটি শক্তিশালী অস্ত্র ।আল্লাহ শিফা দেওয়ার মালিক ।হায়াত মউতের মালিক। তিনি মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেন এবং বার্টস হাসপাতালের ডাক্তারদের সেবা ও সুচিকিৎসার ভূয়শী প্রশংসা করেন ।

দেশে ১৬ বছরে ৬৬ সাংবাদিক হত্যা

সাংবাদিক। হামলা-মামলা ও নির্যাতনের ৬৭ শতাংশ ঘটনায় তৎকালীন শাসক দলের নেতা-কর্মীরা জড়িত ছিলেন।
খুন, নির্যাতনের শিকার কেউ ঢাকার, কেউ স্থানীয় সংবাদকর্মী। এসব খুনের ঘটনায় এখনো ন্যায়বিচার পায়নি ভুক্তভোগী পরিবার। আসামিদের অনেকে এখন জামিনে মুক্ত। তাদের দাপটে কোনো কোনো ভুক্তভোগী পরিবার অসহায় বোধ করছে।
মামলার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বছরগুলোতে সাংবাদিক হত্যার অধিকাংশ ঘটনায় আসামিরা তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী আসামিরা নানাভাবে মামলার তদন্তে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষীদের ভয় দেখিয়ে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত রাখেন। বিচার বিলম্বিত হয়। আবার তদন্তের দুর্বলতার কারণে আসামিরা খালাস পেয়ে যাওয়ার উদাহরণও আছে। এমন পরিস্থিতিতে সাংবাদিক হত্যার বিচার পেতে স্বজনদের অপেক্ষা যেন আর শেষ হয় না।
গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় নিহত হয়েছেন ৬ সাংবাদিক। আহত হয়েছেন অন্তত ২৫০ গণমাধ্যমকর্মী। গণঅভ্যুত্থানের এক বছরে ৬ সাংবাদিকের পরিবারও বিচার পায়নি। ২/১টি ঘটনায় জড়িত ২/১ জনকে গ্রেপ্তার ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি নেই।
২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৬১ সাংবাদিককে হত্যার তথ্য উঠে এসেছে 'ফ্যাসিবাদী শাসনামলে সাংবাদিক হত্যা-নিপীড়ন' শীর্ষক বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনায়। গত ৬ মে এই প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে এক সেমিনারে এই তথ্য জানানো হয়। প্রকাশনায় বলা হয়, শুধু ২০২৪ সালেই আট সাংবাদিককে হত্যা করা হয়।
১৫ বছরের হত্যার ঘটনায় ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের নেতা বা ক্যাডারদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। ৩২ শতাংশ ক্ষেত্রে হত্যাকারীরা ধরা পড়েনি। ১৫ শতাংশ ঘটনায় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জড়িত এবং ২৩ শতাংশ ক্ষেত্রে মাদক কারবারি ও সামাজিক অপরাধীরা জড়িত।
১৫ বছরে সাংবাদিক নিপীড়নের পেছনের কারণ নিয়ে বলা হয়েছে- গণতন্ত্রহীনতা, ভিন্নমত দমন, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার অপচেষ্টা, বিচারহীনতা, পেশাগত অবক্ষয়, সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠা ধসে পড়া, কতিপয় সাংবাদিকের দলবাজি, সাংবাদিক সংগঠনগুলোর মধ্যে বিভক্তি এবং মামলা হলে প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা, সাংবাদিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা, সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা, তৃণমূল সাংবাদিকতায় শৃঙ্খলা ফেরানো এবং সংবাদমাধ্যমকে সরকারের পক্ষ থেকে নীতিসহায়তা ও সুরক্ষা দেওয়া বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ৭ মাসে দায়িত্ব পালনকালে, সংবাদ প্রকাশ করার জেরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, বিভিন্ন সংগঠন, সরকারি অফিস ও অফিসের স্টাফ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ২১৮ জন সাংবাদিক নির্যাতন, হুমকি ও হত্যার হুমকি পেয়েছেন। ১৫ বছরে এই সংখ্যা কয়েক হাজার।
অধিকাংশ ঘটনায় তৎকালীন শাসক দলের নেতা-কর্মীরা জড়িত ॥ জুলহাস উদ্দিন ছিলেন বিজয় টেলিভিশনের ধামরাই উপজেলা প্রতিনিধি। ২০২০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ধামরাইয়ের বারবারিয়া বাসস্ট্যান্ডে তাকে গলা কেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসে, এই খুনে তিনজন জড়িত। তাদের মধ্যে একজন মোয়াজ্জেম হোসেন, তিনি মানিকগঞ্জ সদর থানা যুবলীগের অর্থবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।
'সন্তানের খুনিদের বিচার দেখে মরতে চান' এমন আকুতির কথা জানিয়েছেন জুলহাস উদ্দিনের ৮২ বছর বয়সী মা নুরজাহান বেগম। আর দুই সন্তানকে নিয়ে টেনেটুনে সংসার চালানোর অসহায়ত্বের কথা জানালেন জুলহাসের স্ত্রী কবিতা ইসলাম।
২০২৩ সালের ১৪ জুন রাতে বাড়ি ফেরার পথে জামালপুরের বকশীগঞ্জে মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের জেলা প্রতিনিধি গোলাম রব্বানি নাদিমকে। বকশীগঞ্জ উপজেলার সাধুরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল আলমের নেতৃত্বে নাদিমকে খুন করা হয়। গ্রেপ্তারের পর চেয়ারম্যান মাহমুদুল আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দিও দিয়েছেন। ব্যাপকভাবে আলোচিত এই খুনের ঘটনায় মাহমুদুলসহ ছয়জনকে আওয়ামী লীগ বহিষ্কার করা হয়েছিল।
২০১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে সমকালের প্রতিনিধি আবদুল হাকিম খুন হন। মামলার প্রধান আসামি শাহজাদপুর পৌরসভার তৎকালীন মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক। এই মামলায় ২০১৭ সালের ২ মে হালিমুলসহ ৩৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। তিন মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ হলেও বিচার শুরু করা যায়নি।
শুধু এই তিন সাংবাদিক হত্যায় নয়; ১৫ বছরে সাংবাদিক খুনের অধিকাংশ ঘটনায় কোনো না কোনোভাবে জড়িত তৎকালীন শাসক দলের নেতা-কর্মীরা। সর্বশেষ গত ৭ আগস্ট গাজীপুরে হত্যা করা হয় দৈনিক প্রতিদিন কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান তুহিনকে (৩৮)।
বিচারের অপেক্ষায় জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ৬ সাংবাদিকের পরিবার ॥ গত বছরের জুলাই আন্দোলনে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি উত্তাল ছিল যাত্রাবাড়ী এলাকা। সেখানে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৮ জুলাই বিকেলে গুলিতে নিহত হন ঢাকা টাইমসের স্টাফ রিপোর্টার হাসান মেহেদী। একই দিন বিকেলে উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হয়ে দৈনিক ভোরের আওয়াজের প্রতিবেদক শাকিল হোসাইন নিহত হন। এ ছাড়া ১৯ জুলাই সিলেটে দৈনিক নয়াদিগন্তের প্রতিনিধি আবু তাহের মুহাম্মদ তুরাব গুলিতে প্রাণ হারান।

'হেল্প, হেল্প' বলে চিৎকার, কাছে

পাবলিক স্কুলের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, টিসি দেওয়ায় স্কুলের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ওপর ওই শিক্ষার্থীর ক্ষোভ ছিল। শুধু শিক্ষক মারুফ কারখী নন, যে কারও ওপর হামলা হতে পারত। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষক মারুফ কারখী হামলার শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, দুপুরে ওই ছাত্রী স্কুলের সামনের রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। স্কুল ছুটি হলে শিক্ষক মারুফ কারখী স্কুটি নিয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন। তখন সে 'হেল্প, হেল্প' বলে ডাকতে থাকে। মেয়েটি বিপদে পড়েছে ভেবে ওই শিক্ষক স্কুটি থেকে নেমে তার কাছে যান। তখন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেয়েটি তাঁর গলা লক্ষ্য করে ছুরি চালায়। তখন ওই শিক্ষক হাত দিয়ে ছুরিটি ধরার চেষ্টা করেন। এতে তাঁর হাত ও ঘাড় কেটে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন মেয়েটিকে আটকে রেখে স্কুলে খবর দেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষককে রাজশাহীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নিয়ে যান। সেখানে ওই শিক্ষকের শরীরে তিনটি সেলাই লাগে। পরে ওই শিক্ষককে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়।
ওই কর্মকর্তা আরও জানান, ঘটনার পর ওই ছাত্রীর অভিভাবককে ফোন করে ডাকা হয়। অভিভাবক আসার পরে মেয়ের এমন কাণ্ডের কথা জানানো হয়। পরে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের তিনজন স্টাফ তাঁদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসেন। তবে এ নিয়ে আইনি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মেয়েটি অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করছে।
এ বিষয়ে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাঈম আবদুল্লাহর পিএ আবদুর রউফ হোসেন জানান, এ বিষয়ে অধ্যক্ষ গণমাধ্যমে কথা বলবেন না। নগরের বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাক আহম্মেদ জানান, এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় কোনো অভিযোগ করেনি।

ডাকসুর ভিপি পদে লড়ছেন যারা

মোট ১০ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বামপন্থি ছাত্র সংগঠন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন, জাতীয় নাগরিক পার্টির ছাত্র সংগঠন বাগছাসসহ বেশ কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী।
১. ছাত্রদলের আবিদুল ইসলাম খান
ঢাবির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অন্যতম আলোচিত মুখ। অভ্যুত্থানের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্রদের উদ্দেশে দেওয়া এক বক্তব্যে বলেছিলেনঃ"প্লিজ কেউ কাউকে ছেড়ে যাইয়েন না।" এই উক্তি দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় এবং তাকে নতুন প্রজন্মের ছাত্রনেতাদের মধ্যে পরিচিত করে তোলে।
অভ্যুত্থানের পর আবিদুল তার অভিজ্ঞতা নিয়ে 'স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল' নামে একটি বই লিখেছেন। বর্তমানে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে অংশ নিচ্ছেন, যেখানে তিনি ছাত্ররাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও গণতন্ত্র নিয়ে মতামত দিচ্ছেন। ছাত্রদলের প্যানেল থেকে ভিপি প্রার্থী হিসেবে তার প্রার্থিতা তাই দলীয় রাজনীতির বাইরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।
২. ছাত্রশিবিরের সাদিক কায়েম
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক সাদিক কায়েম ডাকসু নির্বাচনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে ভিপি পদে লড়ছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি। শিবিরের অভ্যন্তরে একজন ত্যাগী ও সাংগঠনিক নেতা হিসেবে তিনি পরিচিত।
সাম্প্রতিক সময়ে এক আলোচনায় সাদিক কায়েম বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি, এই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব তৈরি হবে। যে-ই বিজয়ী হোক, ইসলামী ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানানো হবে।
৩. বাগছাসের আব্দুল কাদের
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) থেকে ভিপি পদে লড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের। সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের আস্থা অর্জন করেছেন তিনি।
বাগছাসের পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের নেতৃত্বে থেকে কাদের বলছেন, আমরা শিক্ষার্থীদের মৌলিক সমস্যা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দেব।
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে ঘোষিত ৯ দফার কারিগর তিনি।
৪. বাম মোর্চার প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি
'গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট'-এর নেতৃত্বে গঠিত 'প্রতিরোধ পর্ষদ'-এর ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে শামসুন্নাহার হলের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তখন ক্যাম্পাসে বামপন্থি ছাত্ররাজনীতির মুখপাত্র হিসেবে আলোচিত ছিলেন।
তবে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার ২০১৯ সালের একটি টকশো-ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি শেখ হাসিনার প্রশংসা করে বক্তব্য দিয়েছিলেন। ওই বক্তব্যে তিনি হাসিনাকে আজীবন ডাকসু সদস্য হিসেবে দেখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। বিষয়টি তার বর্তমান অবস্থান ও বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বিতর্ক তৈরি করেছে।
তবুও বাম ছাত্রজোট মনে করছে, ইমি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও সংগঠিত প্রার্থী, যিনি প্রগতিশীল ছাত্রদের হয়ে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন।
৫. স্বতন্ত্র উমামা ফাতেমা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত বামপন্থি নেতা উমামা ফাতেমা এবার 'স্বতন্ত্র ঐক্যজোট' গড়ে ডাকসু নির্বাচনে লড়ছেন। তিনি একসময় বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
জুলাই অভ্যুত্থানে উমামার ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি আন্দোলনের পক্ষে ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য রেখেছেন এবং মাঠে সক্রিয় থেকেছেন। তবে ৫ আগস্টের পর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও নানা অভিযোগে তিনি বৈষম্যবিরোধী প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে দাঁড়ান। এবার স্বতন্ত্র ঐক্যজোট গড়ে নতুন করে ডাকসুতে নেতৃত্বের লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি।
৬. ছাত্র অধিকারের মোল্লা বিন ইয়ামিন
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোল্লা বিন ইয়ামিন এবার 'ডাকসু ফর চেঞ্জ' প্যানেল থেকে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের নির্বাচনী স্লোগান 'ভোট ফর চেঞ্জ'।
বিন ইয়ামিন এর আগে কোটাবিরোধী আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। তার দাবি, ডাকসুকে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অধিকার আদায়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তুলতে চান। তিনি বলেছেন, আমরা চেষ্টা করেছি সব ধরনের শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল দিতে। আগে যেমন ছাত্র অধিকারের জন্য কাজ করেছি, ডাকসুর মাধ্যমেও তা চালিয়ে যেতে চাই।
৭. সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুলিয়াস সিজার তালুকদার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখার সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুলিয়াস সিজার তালুকদার দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে একই হল থেকে জিএস পদে ছাত্রলীগের প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।
বর্তমানে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় তার প্রার্থিতা বিতর্কিত হলেও তিনি প্রথম দিনেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে আলোচনায় আসেন।
৮. ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ইয়াসিন আরাফাত
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইয়াসিন আরাফাতও ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংগঠনটির পক্ষ থেকে তিনি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছেন।
তিনি বলেন, ডাকসুর মাধ্যমে আমরা ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণ একসঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।
তার প্রার্থিতা ইসলামী ধারার ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছে।
৯. বাগছাস ছেড়ে ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ এবার 'ডিইউ ফার্স্ট' নামে একটি নতুন প্যানেল ঘোষণা করেছেন। এই প্যানেলে জিএস পদে রয়েছেন মাহিন সরকার।
খালিদ এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সমন্বয়ক ছিলেন। পরে তিনি এনসিপির ছাত্র সংগঠন বাগছাসে যোগ দেন। এবার নতুন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইছেন।
১০. স্বতন্ত্র শামীম হোসেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শামীম হোসেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তিনি নিজের ইংরেজি প্ল্যাটফর্ম "ঋযধসববস ওহংরমযঃ"-এর জন্য পরিচিত।
শামীম দাবি করেছেন, গত কয়েক বছরে তিনি প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থীকে ইংরেজি পড়িয়েছেন। আগে সাইফুরস কোচিং সেন্টারের কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন। বর্তমানে উচ্চতর ইংরেজি লেখার কোর্স পরিচালনা করছেন, যেখানে অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃভিপি নির্বাচিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এক বছর বিনামূল্যে ইংরেজি শেখার সুযোগ করে দেবেন।
নির্বাচনী তফশিল
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসুর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন ছিল ২০ আগস্ট, প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৫ আগস্ট এবং চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ২৬ আগস্ট।

ভাষা, বর্ণ ও চিন্তায় আল্লাহর বৈচিত্র্যময় সঞ্চালন

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

মহান আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির অবধারিত নীতি হলো, সৃষ্টিগতভাবে মানুষে-মানুষে পার্থক্য। তবে তাঁর এমন কিছু সৃষ্টিও আছে, যারা সৃষ্টিতে একেবারেই এক ও অভিন্ন। যেমন ফেরেশতারা। আবার এমন কিছু সৃষ্টিও আছে, যারা পরিবর্তন কিংবা বৈচিত্র্য গ্রহণে সক্ষম নয়, যেমন জড় বস্তু।

সুতরাং মানব সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য বা পার্থক্য সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনারই অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'আর যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি অবশ্যই সমগ্র মানবজাতিকে একটি জাতি বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তারা সব সময় পরস্পর ভিন্ন হয়ে থাকবে তাদের ছাড়া, যাদের প্রতি তোমার রব দয়া করেছেন। আর এ জন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।

' (সুরা : হুদ, আয়াত : ১১৮-১১৯)

এই আয়াতের শেষাংশে 'এবং এ জন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন'ড় এর অর্থ হলো, আল্লাহ মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ভাষা, রং, মেধা, চিন্তা ও পথ অনুসরণের সক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এটাই সৃষ্টির মূল রহস্য ও সৌন্দর্য। আমরা মহাবিশ্বের দিকে তাকালে দেখতে পাই, বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সব কিছুতেই বিদ্যমান। এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে দ্বৈততার ভিত্তিতে।

কখনো অনুভূতিতে যেমনড় সুখ ও দুঃখ, সন্তুষ্টি ও রাগ; আবার কখনো সৃষ্টি জগতে, যেমনড়আকাশ ও পৃথিবী, স্থল ও সমুদ্র। মানুষের মধ্যেও এটি বিদ্যমান-পুরুষ ও নারী, ধনী ও গরিব, বুদ্ধিমান ও সাধারণ, লম্বা ও খাটো, শক্তিশালী, দুর্বল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'আমি সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ৪৯)

আল্লাহ তাআলা মানুষসহ সব সৃষ্টির মাঝে এই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ তা দেখে, চিন্তা করে এবং তাঁর অসীম কুদরত উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা এক মহান স্রষ্টার সূক্ষ্ম পরিকল্পনারই অংশ।

কেননা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, নিজের এক দিনের প্রয়োজনও একা পূরণ করতে পারে না। ছুতার, রুটিকার, কৃষকসহ নানাজনের সহযোগিতায় তার জীবন চলে। তা ছাড়া মানুষের দক্ষতার ক্ষেত্রেও আছে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য। কেউ হয়তো লোহার কাজে দক্ষ, কিন্তু কাঠের কাজে নয়। কেউ আবার চিকিৎসায় পারদর্শী, কিন্তু কৃষিকাজে নয়। এই পার্থক্যই সমাজে বিভিন্ন শিল্প ও পেশার জন্ম দিয়েছে। এভাবেই মানুষের মধ্যে থাকা ভিন্নতা ও পার্থক্য বাস্তবিক অর্থেই এক রহমত হয়ে উঠেছে। কারণ এই বৈচিত্র্য সমাজে দায়িত্ব ভাগাভাগি করেছে, একে অপরের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে এবং একটি পরস্পর-সম্পৃক্ত ও সমন্বিত সমাজ গঠনের পথ খুলে দিয়েছেড়্যার মাধ্যমে পৃথিবী আবাদ ও সমৃদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন।' (সুরা হুদ, আয়াত : ৬১)

মানুষের মাঝে যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য বিদ্যমানড়সুস্থতা ও অসুস্থতা, দারিদ্র্য ও সম্পদ, নিরাপত্তা ও দুর্দাশাড়শুধু সমাজগত বাস্তবতা নয়; বরং তা একেকজন ব্যক্তির ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষাও। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্য পরীক্ষা বানিয়েছি, তোমরা কি ধৈর্য ধরবে?' (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ২০)

আল্লাহ আমাদের কারো কারো জীবনে কষ্ট দেন, আবার কাউকে দেন আরাম। কেউ হয়তো রোগে ভোগে, আর কেউ সুস্থতায় দিন কাটায়। কেউ অর্থে সচ্ছল, আবার কেউ অভাবী। এই পার্থক্যগুলোই মানুষের ঈমান যাচাইয়ের একেকটি উপায়। রাসুল (সা.) বলেন, 'পুরস্কারের মহত্ত্ব নির্ভর করে পরীক্ষার কঠিনতার ওপর। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষা করেন। যে এতে সন্তুষ্ট থাকে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে; আর যে অসন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে অসন্তোষ।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৫১০)

আর প্রতিটি অবস্থার উদ্দেশ্য একটাইড় আল্লাহ দেখতে চান, কে ধৈর্য ধরে, কে কৃতজ্ঞ থাকে, আর কে তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ হয়। এই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই জন্ম হয় সন্তান-সন্ততির, যা মানবজাতির ধারাবাহিকতা ও বংশ রক্ষাকে নিশ্চিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন : 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।' (সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১৩)

নারী-পুরুষের এই পার্থক্য ও পরিপূরকতা শুধু দাম্পত্য জীবনের জন্যই নয়; বরং তা একটি পরিবার গঠনের ভিত্তি। এই পরিবার থেকেই গড়ে ওঠে সমাজ, সম্প্রদায় এবং একটি জনশক্তিশালী জাতি। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য, এই বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক ও বংশবৃদ্ধি শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি ইবাদতের অংশও বটে, যার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে নেককার ও আল্লাহভীরু মানুষের সংখ্যা বাড়ে, এবং পৃথিবীর শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

মানুষের মধ্যে বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বার্থের দিক থেকে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলাম একটি আশ্চর্যজনক নীতির মাধ্যমে সেই পার্থক্যকে ঐক্যে রূপান্তর করেছে, তা হলো ভ্রাতৃত্ব। ইসলামী সমাজে এই ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে একটি অভিন্ন একক ইউনিটে পরিণত করে। যার প্রতিটি অংশ অন্যটির জন্য সহানুভূতিশীল ও সহায়ক। রাসুল (সা.) বলেন : 'পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া এবং সহানুভূতির দিক থেকে মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের মতো। যদি দেহের কোনো একটি অংশ কষ্ট পায়, তাহলে পুরো দেহই জেগে ওঠে ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০১১)

সুতরাং মানুষের মাঝে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আলোয় তারা একত্র হয়। এটাই হলো ইসলামের সেই অপূর্ব নীতি, যা বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুর তোলে এবং একটি সহানুভূতিশীল, পরস্পর-সহযোগিতাপূর্ণ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। রাসুল (সা.) বলেন : 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা চায়, তা-ই তার ভাইয়ের জন্যও না চায়।' (বুখারি, হাদিস : ১৩)

এই পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমেই একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠে।

সুতরাং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় বৈচিত্র্যময় সুনিপুণ এই সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত স্রষ্টার অনুপম সুপরিকল্পিত রহস্য।

লোকদেখানো আমলের ধিক্কারজনক পরিণতি

মুফতি সাইফুল ইসলাম

ইবাদত যদি একনিষ্ঠতার মোড়কে আবদ্ধ থাকে তখন তা হয় নিজের দুনিয়ার প্রশান্তি আর আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগির শান্তির উপকরণ। কিন্তু যদি সেই ইবাদতের আড়ালে থাকে লোক দেখানোর বিষবাষ্প। ইবাদত তখন ইবাদত থাকে না। তা হয়ে যায় 'রিয়া'; যা এক ছলনা, এক আত্মপ্রবঞ্চনা, যেটি মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার পরিবর্তে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

রিয়া শব্দের অর্থই হলো লোক দেখানো, অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা বা নেক কাজ করা। ইসলামে এই কাজকে শুধু নিন্দনীয়ই বলা হয়নি; বরং একে শিরক-এর একটি সূক্ষ্ম রূপ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

হাদীসে এসেছে, 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি তা হলো ছোট শিরক 'রিয়া'।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৩৬৩০)

এই গোপন পাপের পরিণতি এতটাই ভয়াবহ যে, কিয়ামতের দিন অনেক 'নামধারী ইবাদতকারীর' মুখোশ খুলে ফেলা হবে; তারা ভাবত তারা সালেহ, অথচ আল্লাহর কাছে তারা হবে প্রতারক।

প্রিয় পাঠক!

আসুন এবার লোক দেখানো ইবাদতের ধিক্কারজনক কিছু পরিণতির আলোচনা করি। যেগুলো একজন মুমিনের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়:

নিজের ধ্বংস এবং কোনো সওয়াব না পাওয়া

লোক দেখানো ইবাদতের সবচেয়ে প্রথম ও গুরুতর ফল হলো; এতে সওয়াব সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। এমন ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষের প্রশংসা পেলেও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুই পাবে না। বরং তার আমল ধূলায় মিশে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না এই ব্যক্তির মতো, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৬৪)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

'ধ্বংস সেই নামাজিদের জন্য, যারা তাদের নামাজে অবহেলা করে এবং লোক দেখায়।' (সুরা আল-মাউন আয়াত : ৪-৬)

কিয়ামতের দিন সিজদার অযোগ্যতা

কেয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহর নেককার বান্দারা সিজদাবনত হবে, তখন রিয়াকারদের জন্য সেই সৌভাগ্য হবে না। তারা সিজদা করতে চাইবে কিন্তু পারবে না। আল্লাহ তাদের মেরুদণ্ডকে এমনভাবে শক্ত করে দেবেন যে, তারা মাথা নত করতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: 'যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করত, কিয়ামতের দিন তারা সিজদা করতে পারবে। আর যারা লোক দেখিয়ে সিজদা করত, তাদের পিঠ হবে এক টুকরো কঠিন লোহার মতো, তারা সিজদা করতে পারবে না।' (মুসলিম, হাদিস: ১৮৩)

আল্লাহর দরবারে চরম অপমান

লোক দেখানোর জন্য যারা ইবাদত করেছে, কিয়ামতের দিনে তারা আল্লাহর নিকট কোনো পুরস্কার পাবে না। বরং আল্লাহ নিজেই তাদেরকে বলবেন: 'যাদের জন্য তোমরা দুনিয়ায় আমল করেছিলে, আজ তাদের কাছে যাও। দেখো, তারা তোমাদের জন্য কিছু করতে পারে কিনা!' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৩৬৩০)

এ এক অপমানের চূড়ান্ত রূপ, যেখানে বান্দা প্রকাশ্যে জানবে তার সব সাধনা, সব রাতজাগা, সব কোরআন তিলাওয়াত অনর্থকভ কারণ সে এসব করেছিল শুধুই মানুষের চোখে ভালো সাজার জন্য।

রিয়াকারদের উদ্দেশ্য সর্বসম্মুখে প্রকাশ করে দেওয়া হবে

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং মানুষের প্রশংসা কামনায় ইবাদত করে, কিয়ামতের দিন তার গোপন ইচ্ছা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: 'যে ব্যক্তি লোক শোনানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করে, আল্লাহ তা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে, আল্লাহ তার উদ্দেশ্যকে প্রকাশ্যে তুলে ধরবেন।' (বুখারি, হাদিস: ৬৪৯৯)

আহ! কী লজ্জার মুহূর্ত সেটি। যখন সবার সামনে প্রকাশিত হবে যে, তার দুনিয়ার সমস্ত ইবাদত ছিল 'প্রশংসা পাওয়ার অভিনয়' মাত্র।

লোক দেখানো ইবাদতের ভয়াবহতা এতটাই ব্যাপক যে, এটি বান্দার আমলকে শুধু বরবাদ করে না, বরং তাকে দোজখের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই আসুন, প্রতিটি ইবাদতের আগে আমরা আত্মাকে প্রশ্ন করি 'আমি এটা কার জন্য করছি?' যদি উত্তর হয়: শুধু আল্লাহর জন্য, তবেই সে ইবাদত হবে আলোকিত।

আর যদি তাতে থেকে যায় রিয়ার ছায়া; তবে তা এক ভয়ানক প্রতারণা, যার শাস্তি হতে পারে অপূরণীয়।

মহান আল্লাহ আমাদের সকল লৌকিকতা মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ চিত্তে মহান রবের উবাদাত করার তাওফিক দান করুন ।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২২.০৮.২৫ শুক্রবার	4:40	5:55	01:45	4:56	8:18	9:45
২৩.০৮.২৫ শনিবার	4:42	5:56	01:30	4:55	8:16	9:45
২৪.০৮.২৫ রবিবার	4:44	5:58	01:30	4:53	8:14	9:30
২৫.০৮.২৫ সোমবার	4:45	5:59	01:30	4:52	8:12	9:30
২৬.০৮.২৫ মঙ্গলবার	4:48	6:01	01:30	4:50	8:10	9:30
২৭.০৮.২৫ বুধবার	4:50	6:03	01:30	4:49	8:08	9:30
২৮.০৮.২৫ বৃহস্পতিবার	4:51	6:04	01:30	4:47	8:05	9:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বিসিবি থেকে দুর্নীতি দূর করার হুঙ্কার মার্শালের

পোস্ট ডেস্ক : বিপিএলে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। সবশেষ আসরকে ঘিরে আবারও আলোচনায় ফিক্সিং। যা নিয়ে এখনও চলছে তদন্ত। এসব বিষয়ে আরও স্বচ্ছতার জন্য আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগের হয়ে কাজ করা অ্যালেক্স মার্শালকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

অ্যান্টি করাপশন কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ক্রিকেটার ও বিসিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্শাল। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'সবখানে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ হচ্ছে, যেখানে সহজেই দুর্নীতিবাজরা সুযোগ পেয়ে যায়। বিপিএল জনপ্রিয় একটি লিগ। এখানে সবকিছু হতে হবে উঁচু মানের, পেশাদার ও সুরক্ষিত। বিশ্বের যেকোনো জায়গাতেই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ সুরক্ষিত হওয়া উচিত। বিপিএলেও এটা নিশ্চিত করার জন্য আমি কাজ করবো।'

তিনি আরও বলেন, 'আজ আমার প্রথম দিন। বিসিবির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। খুব গুরুত্ব সহকারে আমাদের সভা হয়েছে, যেখানে সবার সমর্থন পেয়েছি। সমর্থকরা যেন সঠিক ক্রিকেট দেখতে পারেন এবং খেলোয়াড়রা যেন সুরক্ষিত থাকে সেদিকেই আমার মনোযোগ। ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি বোর্ড ও প্রেসিডেন্টের (আমিনুল ইসলাম বুলবুল) সঙ্গে কাজ করছি। ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে সব সাজিয়ে আমি বোর্ডকে দেখাবো। তবে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা ও সুরক্ষা প্রয়োজন।'

দুর্নীতি প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন জানিয়ে মার্শাল বলেন, 'আমি নিশ্চিত করতে চাই, বাংলাদেশের হয়ে যে নারী ও পুরুষ ক্রিকেটাররা খেলেন, তারা যেন সুরক্ষিত থাকেন। প্রেসিডেন্ট, সিইও ও বোর্ড মেম্বারদের (পরিচালক) সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তারা আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা ইনটেগ্রিটি ইউনিটকে নতুন করে সাজাব। আমাদের লক্ষ্য হলো সবাইকে (দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে) শিক্ষিত করে তোলা এবং তারা যাতে বুঝে কী করতে হবে। তারা যেন সচেতন হয়ে ওঠে এবং দুর্নীতিবাজরা সুযোগ করতে না পারে।'

মাঠে কাঁদলেন নেইমার

পোস্ট ডেস্ক : ব্রাজিলিয়ান সিরি আ'তে ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্ন দেখলো নেইমারের সান্তোস। ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে একেবারে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে তার দল। ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে সান্তোস। এই ম্যাচে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি তারা। জুনে নতুন করে সান্তোসে ফেরা নেইমারের জন্য এটি ক্লাব ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় হারের অভিজ্ঞতা।

২০১৪ বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে হেরেছিল ব্রাজিল। ইনজুরির কারণে ওই ম্যাচ খেলেননি নেইমার। কিন্তু এবার মাঠে থেকে চোখের সামনে দলের নির্মম হার দেখতে হলো নেইমারকে। ম্যাচ শেষে কান্নায় ভেঙে পড়েন ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ক্লাব স্টাফদের সান্ত্বনা নিয়েও থামেনি তার অশ্রু।

ম্যাচ-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় নেইমার বলেন, 'আমি লজ্জিত। আমাদের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। সমর্থকরা প্রতিবাদ করার পূর্ণ অধিকার রাখে, তবে সহিংসতা ছাড়া। কেউ গালি বা অপমান করলে, সেটাও তাদের অধিকার। জীবনে এমন কিছু কখনও ঘটেনি। চোখের জল এসেছিল রাগ থেকে, কারণ আমি সবসময় দলকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু আজ সবকিছুই ছিল বাজে।'

এই পরাজয়ের দায়ে সান্তোস কোচ ক্লেবের জাভিয়েরকে বরখাস্ত করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে তারা লিখেছে, 'আমরা তার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা জানাই।'

লা বোজোয়ার স্টেডিয়ামে ম্যাচে ভাস্কো দা গামা গোল উৎসব শুরু করে ১৮ মিনিটে। লুকাস পিটন ভাস্কোকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে ঝড় তোলে অতিথিরা। একে একে পাঁচটি গোল করে রীতিমতো ভেঙে চুরমার করে দেয় সান্তোসের রক্ষণ। নতুন যোগ দেওয়া সাবেক বার্সা-লিভারপুল ফরোয়ার্ড ফিলিপে কৌতিনহো করেন জোড়া গোল। বাকি গোলগুলো করেন কোরেয়া দে ফনেস্কা, রায়ান ও দানিলো নেভেস।

এই বড় জয়ের সুবাদে অবনমন অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে ভাস্কো দা গামা। অন্যদিকে টানা ব্যর্থতায় ১৫তম স্থানে নেমে আরও চাপে সান্তোস।

আর্জেন্টিনার প্রাথমিক স্কোয়াডে যারা

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ দুটি ম্যাচের জন্য ৩১ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা। দলে আছেন লিওনেল মেসি, পাশাপাশি জায়গা পেয়েছেন বেশ কিছু তরুণ ফুটবলারও।

ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে নতুন করে দলে ডাক পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসের ফরোয়ার্ড হোসে মানুয়েল লোপেজ। এই মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ২৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন। ক্লাবের হয়ে ৪২ ম্যাচে ১৫ গোল করা লোপেজ লাৎসিওর ফরোয়ার্ড ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোসের জায়গা নিয়েছেন।

দলে এসেছে আরও পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন এনজো ফার্নান্দেজ, নিকো দমিনগেজ ও ভালেন্তিন বার্কো। তাদের জায়গায় ডাক পেয়েছেন হুলিও সোলের, অ্যালান ভারেলা ও ভালেন্তিন কারবোনি। চোট কাটিয়ে ফেরা কারবোনি প্রায় এক বছর পর জাতীয় দলে ফিরলেন। অন্যদিকে, লাল কার্ডজনিত নিষেধাজ্ঞার কারণে নেই এনজো ফার্নান্দেজ।

এবারের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন নতুন দুই প্রতিভাও, ম্যানচেস্টার সিটির ১৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ক্লদিও এচেভেরি এবং রিয়াল মাদ্রিদের ১৮ বছর বয়সী ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। তবে ইনজুরি থেকে পুরোপুরি না ফেরায় আবারও বাইরে রইলেন পাওলো দিবালা।

সেপ্টেম্বরে দেশের মাটিতে শেষবার খেলবেন মেসি!

পোস্ট ডেস্ক : আগামী মাসের ৫ তারিখ ভোর সাড়ে পাঁচটায় বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ভেনেজুয়েলাকে আতিথেয়তা দেবে আর্জেন্টিনা। দুই ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যে আলবিসেলেস্তেদের প্রাথমিক দলে জায়গা পেয়েছেন লিওনেল মেসি। এর মধ্যে ডিস্পোর্টসের বরাত দিয়ে ইতালির জনপ্রিয় ফুটবল সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, কোনোকিছুর পরিবর্তন না হলে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষেই দেশের মাটিতে শেষবারের মতো খেলবেন মেসি।

রোনালদো-জর্জিনার বিয়ে, কবে কোথায় হবে আয়োজন?

পোস্ট ডেস্ক : দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও জর্জিনা রদ্রিগেজ। ২০১৬ সাল থেকে একসঙ্গে থাকা এ জুটি ইতোমধ্যেই বাগদান সম্পন্ন করেছেন। ডায়মন্ডের আংটি দিয়ে জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন পর্তুগিজ সুপারস্টার, যা সানন্দে গ্রহণ করেন আর্জেন্টাইন মডেল।

তবে ভক্তদের কৌতূহল রয়ে গেছে, কবে হবে রোনালদো-জর্জিনার বিয়ে, আর কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সেই বিশেষ আয়োজন। এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তারিখ ঘোষণা করেননি দুজনের কেউই। তবে স্প্যানিশ টিভি শো দি কোরাজোনের সাংবাদিক আলবার্তো গুজমান জানিয়েছেন বেশ কিছু ভেতরের খবর।

তার ভাষায়, শুধু আংটি নয়, জর্জিনাকে রোনালদো উপহার দিয়েছেন একটি পোরশে গাড়ি, দুটি দামী ঘড়ি (মূল্য ৫০ হাজার ইউরোর বেশি) এবং দুই খ্যাতনামা ডিজাইনারের পোশাক (মূল্য প্রায় ৩০ হাজার ইউরো)।

বিয়ের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে গুজমান বলেন, এখনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে

মায়ামিতে যোগ দিচ্ছেন এমি মার্টিনেজ!

পোস্ট ডেস্ক : কিছু দিন আগেই অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ থেকে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগো ডি পল। এবার আরও এক আর্জেন্টাইনের ওপর নজর এমএলএসের ক্লাবটি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে দলে ভেড়াতে চায় মায়ামি।

কানাডার ফুটবলভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'ওয়েকিং দ্য রেড' এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এরই মধ্যে এমি মার্টিনেজের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে মায়ামি। সম্প্রতি মায়ামি ছেড়ে শার্লট এফসিতে যোগ দিয়েছেন মায়ামির মূল গোলরক্ষক ড্রেক ক্যালেন্ডার। এই ট্রান্সফার থেকে একটি বড় অংকের জেনারেল অ্যালোকেশন মানি (জিএএম) পেয়েছে ক্লাবটি। সেই অর্থ দিয়েই অ্যাস্টন ভিলার

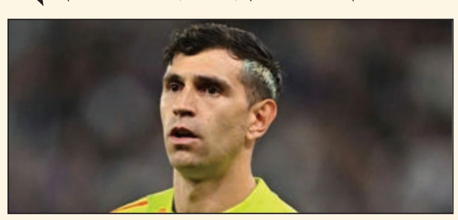

গোলরক্ষককে কিনতে পারে মায়ামি।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে আর্সেনাল থেকে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই মার্টিনেজ ক্লাবটির প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক। তবে নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে খেলেননি বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। যা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে গুঞ্জন আরও বাড়িয়েছে।

যুক্তরাজ্যে প্রথম বাড়ি কেনার জন্য এখন কি সঠিক সময়?

অনুপম সাহা

অনেক আগ্রহী ক্রেতার জন্য “এখনই কি বাড়ি কেনার উপযুক্ত সময়?”-এই প্রশ্নটি বারবার উঠে আসে। তবে একটি বিষয় সব সময় সত্য: যদি আপনার সামর্থ্য থাকে, তাহলে নিজের বাড়ি কেনা প্রায় সব সময়ই ভাড়ায় থাকার চেয়ে ভালো। ভাড়া হলো " আপনি অন্যের পকেটে টাকা ঢালছেন"-আপনি মূলত অন্য কারো মর্টগেজ পরিশোধ করছেন, কিন্তু নিজের জন্য কোনো সম্পদ গড়ে তুলছেন না। অন্যদিকে, নিজের বাড়ি কিনলে প্রতি মাসের মর্টগেজ কিস্তি আপনাকে সম্পূর্ণ মালিকানার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের বাড়ি ক্রেতাদের জন্য বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে, যেমন৳৪২৫,০০০ পর্যন্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়, বিশেষ মর্টগেজ স্কিম এবং সরকারি সহায়তা।

উচ্চ ভাড়া বনাম সহজলভ্য মর্টগেজ

বর্তমানে অনেক লেন্ডার ৯৫% মর্টগেজ অফার করছে, যার মানে আপনি মাত্র ৫% ডিপোজিট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারেন। এমনকি কিছু লেন্ডার নির্দিষ্ট শর্তে ১০০% মর্টগেজও দিচ্ছে, যেমন গ্যারান্টর স্কিমের মাধ্যমে। এখনকার উচ্চ ভাড়ার তুলনায় অনেক সময় দেখা যায় মর্টগেজের কিস্তি একই বা তার চেয়েও কম হয়। অর্থাৎ, আপনি যদি ভাড়া দিতে পারেন, তাহলে সম্ভবত মর্টগেজ পরিশোধ করাও আপনার পক্ষে সম্ভব-শুধুমাত্র শুরুতে ডিপোজিট, সলিসিটর ফি ও সার্ভের খরচ সামলাতে হবে। তাছাড়া, নিজের বাড়ি থাকলে আপনি আরও স্থিতিশীল জীবনযাপন করতে পারেন, নিজের মতো সাজাতে পারেন, এবং ভবিষ্যতে সম্পদের মূল্যবৃদ্ধির সুবিধাও পান।

‘পারফেক্ট টাইম’-এর অপেক্ষা করবেন না

যত তাড়াতাড়ি আপনি প্রপার্টি ল্যাডারে উঠতে পারবেন, ভবিষ্যতে ততই লাভবান হবেন। ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাজ্যে বাড়ির দাম দীর্ঘমেয়াদে বেড়েই চলেছে। অনেকেই অপেক্ষা করেন দাম কমবে বা সুদের হার কমবে, কিন্তু এই সময়ে দাম এবং ভাড়া দুটোই আরও বাড়তে পারে, ফলে সঞ্চয় করা কঠিন হয়। আপনার আয় যত বাড়বে, বাড়ির দামও ততই বাড়বে, তাই অপেক্ষা করে লাভ নাও হতে পারে। বর্তমানে মর্টগেজ রেট ধীরে ধীরে কমছে এবং লেবার সরকারের অধীনে প্রথমবারের ক্রেতাদের জন্য সহযোগিতাও বাড়ছে-অনেকের মতে এটি একটি দারুণ সুযোগ হতে পারে।

ছোট থেকে শুরু করুন, ধীরে ধীরে বড় হোন

প্রথমবারের ক্রেতাদের জন্য মনে রাখা জরুরি যে, আপনার প্রথম বাড়িটা চিরস্থায়ী হতেই হবে এমন নয়। ছোট একটা বাড়ি দিয়ে শুরু করাও একটি কৌশলগত এবং বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত। আপনি যদি ৫-১০ বছর ওই বাড়িতে থাকেন, তাহলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই তার মূল্য বাড়বে-বাজার প্রবণতা এবং আপনি যদি কোনো উন্নয়ন করেন সেগুলোর কারণে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে আপনার বাড়িতে যে ইক্যুইটি তৈরি হবে, সেটি পরবর্তীতে বড় বাড়ির ডিপোজিট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনেকেই এভাবেই ধাপে ধাপে বড় বাড়িতে চলে যান। আরও ভালো বিষয় হলো, যদি আপনি নিজের ব্যবহৃত বাড়ি বিক্রি করেন, তাহলে সেই মুনাফার উপর কোনো Capital Gains Tax দিতে হয় না। এটি একটি বড় সুবিধা এবং দেখায় কেন প্রথম সুযোগেই একটি ছোট বাড়ি কেনা অনেকটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জমিদারদের (Landlord) জন্য এখন সুবিধাজনক সময় নয়

অন্যদিকে, বাড়ি ভাড়ার উদ্দেশ্যে যারা কিনছেন বা দ্বিতীয় বাড়ি কিনছেন, তাদের জন্য এখন সময়টা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। এখনো মর্টগেজের সুদের হার আগের তুলনায় বেশি, এবং নতুন কর নীতির কারণে জমিদারেরা পুরো মর্টগেজ সুদের খরচ ইনকাম থেকে বাদ দিতে পারেন না। এর ফলে অনেকেই উচ্চ কর শ্রেণিতে পড়ে, ফলে মুনাফা অনেক কমে যায়। উপরন্তু, সরকার নতুন আইন আনতে যাচ্ছে যার ফলে জমিদারেরা Section ২১ নোটিশ-যার মাধ্যমে কোনো কারণ ছাড়াই ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা যায়-আর ব্যবহার করতে পারবেন না। শুধু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, যেমন বিক্রির জন্য বা নিজের বসবাসের জন্য উচ্ছেদ করা যাবে। এর ফলে জমিদারদের জন্য আইনি প্রক্রিয়া জটিল হয়ে উঠবে এবং অনেকেই এই ব্যবসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

উপসংহার: এখনই প্রথম পদক্ষেপ নিন

সারসংক্ষেপে, আপনি যদি নিজের থাকার জন্য বাড়ি কিনতে চান, তবে "পারফেক্ট টাইম"-এর জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা উচিত নয়। প্রয়োজনে একটি ছোট বাড়ি দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে ইক্যুইটি তৈরি করুন। একটি বাড়ি কেনা শুধুমাত্র আর্থিক বিনিয়োগ নয়, এটি একটি জীবনধারার উন্নয়ন-দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং মানসিক শান্তি প্রদান করে। যদি আপনার একটি স্থিতিশীল আয়, একটি ছোট ডিপোজিট এবং প্রাথমিক খরচ সামলানোর সক্ষমতা থাকে, তাহলে এখনই বাড়ির মালিক হওয়ার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মার্ট সিদ্ধান্তগুলোর একটি।

-অনুপম সাহা (FCCA) - কলামিস্ট ও অ্যাকাউন্টেন্ট

এখনো মর্টগেজের সুদের হার আগের তুলনায় বেশি, এবং নতুন কর নীতির কারণে জমিদারেরা পুরো মর্টগেজ সুদের খরচ ইনকাম থেকে বাদ দিতে পারেন না। এর ফলে অনেকেই উচ্চ কর শ্রেণিতে পড়ে, ফলে মুনাফা অনেক কমে যায়

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Half of low-income families with ‘no recourse to public funds’ face hunger and destitution

Post desk: A new report published last week by the Joseph Rowntree Foundation (JRF) finds that half of low-income families in which at least one member has 'no recourse to public funds' (NRPF) are falling into destitution, unable to afford essentials such as food, heating, or suitable clothing.NRPF is an immigration condition attached to most visas and grants of limited leave to remain, which prevents individuals from accessing most mainstream benefits and housing assistance. As JRF notes in the report, the number of people affected is not officially recorded, but estimates suggest the total population of people with NRPF could exceed four million.

The report's findings are based on data from JRF's cost-of-living tracker, which surveyed households in the bottom 40% of incomes in the UK in May and October 2024. In May, 136 of the 4,092 households surveyed included at least one adult with NRPF, while in October, 168 of 4,068 households met this criterion. While the tracker's overall sample is weighted to reflect the UK population, no weighting was applied to the NRPF subgroup due to its distinct demographic profile compared with the national average.

As the overall data on the experiences of people with NRPF is limited, JRF's new research offers an important insight into the experiences of low-income families affected by the condition.

Going without essentials was a common experience for most of those surveyed, with the report stating: "Around 8 in 10 low-income families with NRPF went without essentials like heating or suitable clothing in the 6 months before the survey, or enough food in the previous 30 days (81%). This is higher than the 6 in 10 (59%) low-income families in which no one has NRPF." Food insecurity was particularly acute: nearly six in ten said they had cut back or skipped meals, and almost half said they had gone hungry. Alarmingly, 30% reported turning off their fridge or freezer to save on electricity bills.

Housing costs were a significant burden. With access to social housing generally denied to people with NRPF, two-thirds of the surveyed families lived in private rental accommodation. More than three-quarters were spending over 30% of their income on housing, and 60% were spending over 40%, levels generally considered unaffordable. Some reported falling behind on other bills in order to keep up with rent or mortgage payments.

Low savings and high debt were also widespread. Almost half of families with NRPF had less than £200 in savings, leaving them vulnerable to unexpected expenses. More than half had taken out loans to pay for food, housing or other essential bills, and over a third had high-cost credit loans with steep interest rates. Many also faced additional financial strain from visa fees and the NHS surcharge, which for many visa types now exceeds £1,000 per person each year.

JRF noted: "While we do not ask about visa fees in this survey, there is good evidence that many families take on debt to pay for these. In November 2023, Praxis found that 1 in 5 people said they would have to borrow money to pay for visa fees."

Arrears on bills were common. Over 60% of households with NRPF were behind on at least one bill, compared with 36% of low-income families without the restriction. For those in arrears, the average debt was £1,260.

Families with children were particularly affected. Almost six in ten NRPF households in the survey had children, and 82% of these reported going without essentials. Close to half (47%) said they had gone hungry. Two-thirds were in arrears on bills.

Summing up its overall findings, JRF explained: "Our new analysis shows significant hardship faced by low-income families with NRPF, with higher levels of hardship across all our key measures compared to all other low-income families. While we are unable to tell if our sample is representative of low-income families with NRPF, it adds further evidence of the poor living standards experienced by so many people who come to work and contribute to the UK."

JRF says that all people in the UK should be protected by a safety net to ensure they can meet their basic needs, and this should be dealt with separately from immigration policy. In addition, JRF calls for improved data collection to better understand the circumstances of people with NRPF and to support more informed policy making.

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity
YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI
Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.
www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk
MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)
UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE 85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL
DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

Britain's Responsibility to Prevent Genocide in Gaza

By Shofi Ahmed

Over 600 British legal professionals—including former senior judges—have set out clear, actionable steps for the UK to meet its obligations under international law. Their message is uncompromising: act now, or fail the most basic moral and legal test. These are not lofty ideals—they are specific, urgent demands.

The blueprint is simple: stop selling arms to Israel. Push for a permanent ceasefire with every diplomatic lever we have. Remove all obstacles to UN aid reaching civilians. Sanction Israeli officials implicated in unlawful acts. Honour the International Criminal Court's arrest warrants without hesitation. Nothing here is extreme—these are the minimum steps a law-abiding nation must take.

International legal authorities, including the International Commission of Jurists, have made it plain: preventing genocide is not a passive duty. It is a call to act swiftly, with all the power and influence available. Britain has plenty of both. Our political ties to Israel, our UN Security Council seat, and our weapons trade give us real leverage. With that leverage comes greater responsibility.

Delaying until the International Court of Justice delivers a final ruling is a dereliction of duty. The ICJ's provisional measures already require immediate action. Every day of inaction deepens Britain's breach of those obligations. Every day without change is another day of complicity.

Prevention is not just about what Britain does alone—it's about leading a coordinated global response. That means working with allies, pressing for Security Council resolutions, and mobilising Europe's collective voice. Our permanent seat on the Council is a platform for leadership, not a perch for silence.

Yet the government's current course protects the status quo. Arms still flow. Political cover is still given. Pressure for a ceasefire is absent when it is most needed. This is not neutrality—it is enabling.

History remembers moments like this. It will not matter how carefully Britain explained its position; it will matter whether we acted when lives hung in the balance. In 2003, Jeremy Corbyn stood against the Iraq War because he saw the cost of political cowardice. Today, Britain faces the same kind of test. The question is not whether we can act, but whether we will.

The law is clear. The path forward is clear. The moral imperative is beyond dispute. Britain must stop the arms, lead the ceasefire push, respect international courts, and work with allies to end the slaughter.

On this, the choice is not abstract—it is a test of our national character. Let us stand on the side of humanity. Let Britain be remembered not as a bystander to atrocity, but as the nation that rose, acted, and proved that moral courage still has a place in public life. The time is now.

Valerie Taylor CBE's Visit to Tower Hamlets: A Shining Connection of Humanity, Education, and Community

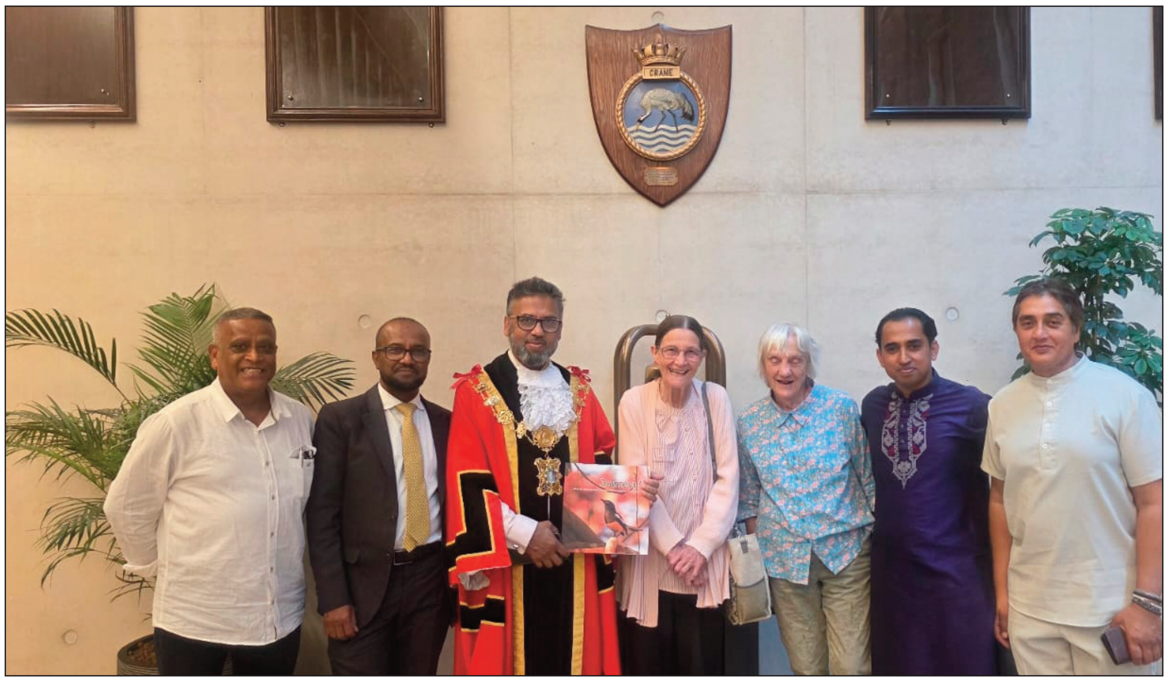

London, 6 August: World-renowned humanitarian, founder of the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP) in Bangladesh, and recipient of the CBE (Commander of the Order of the British Empire), Valerie Taylor recently completed a significant visit to Tower Hamlets, London. This was far more than a ceremonial meeting—it became a powerful symbol of compassion, education, and community empowerment.

Valerie Taylor, who has worked tirelessly for nearly five decades to transform the lives of countless physically disabled individuals in Bangladesh, used this visit to further strengthen her ties with the British Bangladeshi community.

Her visit began at the Montefiore Centre in Tower Hamlets, where she was warmly welcomed by renowned social activist and educator Jamal Ahmed and his team. She was greeted with flowers and traditional Bengali hospitality. Community representatives, students, teachers, and members of various charitable organizations were present.

She then visited the Hamlets Training Centre, an educational institution established by Jamal Ahmed. For years, the centre has supported migrants by providing ESOL (English for Speakers of Other Languages) courses, Life in the UK preparation classes, and various professional training programs aimed at education and employment.

After being introduced to the centre's work, Valerie Taylor said:

"I am truly amazed by the activities of this centre. It's not just about teaching language—it's about teaching confidence, about empowering individuals to stand on their own. I have deep respect for the work of Jamal Ahmed and his team. Initiatives like these leave a lasting impact on society and can inspire us all."

She added:

"In Bangladesh, my goal has always been not just to provide medical treatment, but to ensure rehabilitation and a life of dignity for people with disabilities. Being here today, I see that the community of Tower Hamlets shares that same dream—which fills me with hope."

In a small but meaningful ceremony, Jamal Ahmed presented Valerie Taylor with a certificate of honour in recognition of her lifelong humanitarian contributions. The honour served as a heartfelt tribute to her incredible journey and the lives she has touched.

Jamal Ahmed said:

"Valerie Taylor is not just a doctor or social worker—she is a steadfast symbol of humanity. People like her make this world a better place. Spending time with her today has been a tremendous honour for us."

He further added:

"At Hamlets Training Centre, we never spare our efforts. But today, it feels as though our work is being recognised on an international level—this is a moment of pride for all of us."

In the second part of her visit, Valerie Taylor and her delegation went to Tower Hamlets Town Hall, where she was warmly welcomed by the Speaker of the Council, Councillor Suluk Ahmed, and his team. She was invited to the Parlour Room for a short courtesy meeting.

During the meeting, there was a discussion about Valerie's remarkable work in rehabilitating people with disabilities in Bangladesh, and her enduring commitment to social causes.

Councillor Suluk Ahmed said:

"Valerie Taylor is not just an individual—she is an institution, a movement, an inspiration. The compassion and empathy in her eyes restore one's faith in humanity. On behalf of the people of Tower Hamlets, I extend my deepest gratitude to her."

He added:

"Tower Hamlets is one of Britain's most diverse and multicultural boroughs. We are proud to host someone as extraordinary as Valerie. Her visit inspires our community to do better and aim higher."

Accompanying Valerie on her visit were Mr Moktar Hossain, Chairman of the Valerie Taylor Trust; Sue Waites, donor; Syedul Khaled, Treasurer; Siraj Durrani, social activist; Jamal Ahmed, educator; and Shahidul Alam Ratan, CEO of Capital Kids.

At the conclusion of the visit, the Council presented Valerie Taylor with a special crest, paying tribute to her CBE honour. She was then taken on a guided tour of various parts of the Town Hall, including the main council chamber.

In her closing remarks, Valerie said:

"I am deeply grateful for this visit. The love and respect I have received from the people of Tower Hamlets have truly touched my heart. I believe that through education, cooperation, and the strength of community, we can go even further. I hope the bond between Bangladesh and the UK continues to grow stronger."

Year: 22 ◆ Issue: 1064 ◆ Friday 22 August - Thursday 28 August 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ভারতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় বন্ধের আহ্বান বাংলাদেশের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় অবিলম্বে বন্ধ করতে দিল্লিকে আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বুধবার এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে ভারত জানিয়েছে তাদের দেশে এ রকম কোন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না। বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতের রাজধানী দিল্লি ও কলকাতায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অফিস স্থাপনের খবর বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের মাটিতে দলটির নেতৃত্ব কর্তৃক ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশবিরোধী কার্যকলাপের অংশ হিসেবে এ ঘটনা ঘটেছে। মানবতাবিরোধী গুরুতর অপরাধের কারণে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলায় পলাতক থাকা

আওয়ামী লীগের অনেক সিনিয়র নেতা এখন ভারতীয় ভূখণ্ডে রয়েছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, গত ২১শে জুলাই সন্ধ্যায় একটি এনজিওর আড়ালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির (আওয়ামী লীগ) কয়েকজন সিনিয়র নেতা দিল্লি প্রেসক্লাবে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের লক্ষ্যে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের মধ্যে পুস্তিকা বিতরণ করেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যমের বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন ভারতের মাটিতে এই দলের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার কথা নিশ্চিত করেছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতের মাটিতে অবস্থান করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পলাতক নেতাকর্মীদের বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো, বিশেষ করে অবৈধভাবে অফিস স্থাপনসহ যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বাংলাদেশের জনগণ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবমাননা। এ ঘটনা পারস্পরিক বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে পরিচালিত ভারতের সঙ্গে সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার ঝুঁকিও বহন করে এবং বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক রূপান্তরের জন্য গুরুতর প্রভাব ফেলে। এটি বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতির (পাবলিক সেন্টিমেন্ট) উদ্রেক করতে পারে, যা দুই নিকটতম প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্ক আরও উন্নত করার জন্য উভয় দেশের চলমান প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে।

অতএব, বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ --১৭ পৃষ্ঠায়

জুলাই সনদ নিয়ে মতামত জমা দিলো বিএনপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো জাতীয় জুলাই সনদের খসড়া পর্যালোচনা শেষে মতামত জমা দিয়েছে বিএনপি। বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঐকমত্য কমিশনে এ মতামত জমা দেওয়া হয়।

বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের বরাত দিয়ে দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

এদিকে জুলাই সনদের মতামত জামা দেওয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২২ আগস্ট বিকেল ৩টা পর্যন্ত মতামত জমা দেওয়া যাবে। বুধবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জনসংযোগ বিভাগ --১৭ পৃষ্ঠায়

ফেঞ্চুগঞ্জের বিশিষ্ট মুরব্বী আব্দুস সালাম আর নেই, নর্থ ওয়েলসে দাফন সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মাইজগাঁও কেএম টিলার বাসিন্দা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও দানশীল ব্যক্তিত্ব আব্দুস সালাম ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শনিবার ভোরে নর্থ ওয়েলসের একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। সোমবার বাদ জোহর নর্থ ওয়েলসের রিল মসজিদ ও ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে মরহুমের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা পরবর্তী সেখানকার লন সেমেট্রিতে তাঁর দাফন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। মরহুম আব্দুস সালাম স্ত্রী, দুই কন্যা, তিন পুত্র, সাত নাতি-নাতনি এবং দেশ

বিদেশে অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন।

তিনি কর্মজীবনে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় পার্চেজ অফিসার হিসেবে সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে অবসরে যান। পরবর্তীতে নিজেকে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অত্যন্ত অমায়িক --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে ১৬ বছরে ৬৬ সাংবাদিক হত্যা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কেউ পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হত্যার শিকার হয়েছেন, আবার কাউকে খুন করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। দেশে গত ১৬ বছরে (২০০৯-২০২৪) ৬৬ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে হত্যা এবং নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ৩ হাজার ৫৮৮ জন --১৭ পৃষ্ঠায়

শেখ মোঃ মফিজুর রহমান বাসায় ফিরেছেন : দোয়া কামনা

স্টাফ রিপোর্টার: সমাজসেবী, সংবাদপত্রসেবী, সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্ট পত্রিকার অনারারী চেয়ার ও এইড এণ্ড কেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি আলহাজ্ব শেখ মোঃ মফিজুর রহমান হাসপাতাল থেকে ইলফোরডের বাসায় ফিরেছেন। গত সপ্তাহে তাঁর হার্টের জটিল বাই পাস অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

শেখ মফিজুর --১৭ পৃষ্ঠায়

'হেল্প, হেল্প' বলে চিৎকার, কাছে যেতেই শিক্ষককে ছুরি মারল স্কুলছাত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজশাহীতে দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্রী এক শিক্ষককে ছুরি মেরেছে। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা পৌনে দুইটার দিকে নগরের সপুরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্কুল থেকে টিসি দেওয়ায় ক্ষোভ থেকে সে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আহত শিক্ষকের নাম মারুফ কারখী (৩৪)। তিনি রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক। মারুফ কারখীর ঘাড়ে ও হাতে জখম হয়েছে। অভিযুক্ত ছাত্রীকে (১৬) পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল

অ্যান্ড কলেজে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। 'উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণে' ২০২৩ সালে তাকে এ স্কুল থেকে টিসি দেওয়া হয়। এখন সে অন্য একটি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে।

রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট --১৭ পৃষ্ঠায়

কুয়েতে মদপানে বাংলাদেশিসহ ১০ প্রবাসী নিহত

পোস্ট ডেস্ক : কুয়েতে বাংলাদেশিসহ ১০ প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্টে ধারণ করা হচ্ছে, মদপানের কারণে এই মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম আরব টাইমস।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আহমাদি গভর্নরেটে জলিব আল শুয়ুখ এলাকার ৪ নম্বর ব্লক থেকে মদ কেনা হয়েছিল। মারা যাওয়া ১০ প্রবাসীর মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশিও রয়েছেন। তাদের মধ্যে মোনায়েম মিয়ার পরিচয় পাওয়া গেছে। তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায়। তিনি কুয়েতে ন্যাশনাল কোম্পানির শ্রমিক ছিলেন।

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk